নানা প্রমাণের হস্ত ছিল। তন্মধ্যে প্রজাপতির হস্ত ও মনুর হস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যমাকৃতি পুরুষের মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যম পর্ব (গাঁইট) ১ অঙ্গুল। কিন্তু সূক্ষ্ম মানে যব মাপিয়া অঙ্গুল নির্ধারিত হইত। যবের খোসা ছাড়াইয়া গায়ে গায়ে রাখা হইত। ইদানীর যব পুষ্ট। ইহার ৮টায় ১ ইঞ্চি হয়। ৮ যবোদরে প্রজাপতির ও ৫ যবোদরে মনুর অঙ্গুল। অঙ্গুলের পর পরিভাষা এক। প্রজাপতির হস্ত সাধারণ মাপের হস্ত=২৪ অঙ্গুল=১৮ ইঞ্চি। কৌটিল্যে অকৃষ্ট ভূমি মাপিতে ২১ ইঞ্চির, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ৩৬ ইঞ্চির হস্ত। পথ মাপিতে ২০।০ ইঞ্চির হস্ত। অতএব ১ ক্রোশ=২·৫৬ মাইল, ১ যোজন =১০·২৩ মাইল। পথ ঋজু হয় না, মাপও ঋজু হয় না। এই কারণে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। *কৌটিল্য* হইতে

৪ হস্ত=দণ্ড, ধনুঃ, নালিকা
১০ দণ্ড=রজ্জু
২ রজ্জু=পরিদেশ
৩ রজ্জু=নিবর্তন

দণ্ড, দাঁড়, কাঠা। নালিকা নল। রজ্জু, রশি=৪০ হস্ত। ২রশি×২ রশি=৮০ হস্ত×৮০ হস্ত=পরিদেশ, বিঘা। ৩ রশি×৩ রশি=১২০ হস্ত ×১২০ হস্ত=নিবর্তন, ২।৷০ বিঘা। নিবর্তন সংজ্ঞা পুরাণে ও স্মৃতিতে আছে। শুক্রের নিবর্তন প্রমাণে ভিন্ন ছিল। পরিদেশ ও নিবর্তন দ্বারা ক্ষেত্রফল বুঝাইত। এখানে স্মর্তব্য, '১ হাত জমি' বলিলে এক বর্গহাতও বুঝায়। এইরূপ, কাঠা ও বিঘা সংজ্ঞার দুই অর্থ আছে। যেমন, দীর্ঘে এক কাঠা=৪ হাত, দীর্ঘে ১ বিঘা=৮০ হাত। আমরা বাঙ্গালায় বলি, ১ বিঘা ১ বিঘা কালী করিলে ১ বিঘা হয়। সং কাল, স্ত্রীলিঙ্গে কালী। "কলয়তি কালঃ"। কল ধাতুর অর্থ সংখ্যান। সংখ্যা করা। কিসের সংখ্যা? কলা, অংশের সংখ্যা। অর্থাৎ জমিকে ১ হাত×১ হাত কিম্বা এক কাঠা এক কাঠা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে, যত খণ্ড হয়, তাহার সংখ্যা করা, গণা। সারা কালী, সর্ব খণ্ডের কালী। আমরা কালী পরিভাষা দ্বারা ক্ষেত্র-ফল নির্ণয়ের মূল সূত্র রক্ষা করিয়াছি। ক্ষেত্র ক্ষেত্র গণিয়া যোগফল ক্ষেত্র-ফল। সংস্কৃতে ক্ষেত্রফলকে 'ভূমি'ও বলা হইত। আমরা বলি, জমি ১ বিঘা, ভূমি ১ বিঘা। লীলাবতীতে সংজ্ঞা সম-কোষ্ঠমিতি। অর্থাৎ সমান সমান কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া কোষ্ঠসমূহের মান। হস্ত ব্যতীত পদ পরিভাষা ছিল। কৌটিল্যে পদ=১৪ আঙ্গুল=১০৷৷০ ইঞ্চি।

পরি-দেশ, সর্বতোভাবে দেশ, বিচ্ছিন্ন দেশ। সং বিগ্রহ হইতে হিন্দী বি-গ-হা, তাহা হইতে বাং বি-ঘা। সং বি-গ্র-হ বিস্তার-বিভাগে। দেখা যাইতেছে, দণ্ড, কাষ্ঠ বা কাঠা ৪ হাত। নলিকা হ্রস্ব, ৪ হাত। নল দীর্ঘ।

বিঘা পরিভাষা কবে প্রচলিত হইয়াছিল, জানি না। ঐতিহাসিক জানিতে পারেন। শুভঙ্করী আর্যাতে নাম কুডবা। ইদানী অনেক শুভঙ্কর হইয়াছেন, প্রকৃত শুভঙ্করী আর্যা দুর্লভ হইয়াছে। আমি বাঁকুড়ায় আসিয়া 'উয়ান' সংজ্ঞা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার

পরিমাণ অনুসন্ধান করি নাই। এখন জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলায় ইস্কুল-পড়া লোকেরা উয়ান জানে না, কিন্তু দুই এক মাইল দূরের সেকেলে লোকে জানে। কিন্তু ঠিক পরিমাণ জানে না। আদালতে নানা স্থানের পিয়াদা থাকে। এখানকার জজের নাজীর মহাশয় জানাইলেন,

১ ওয়ান প্রায় ৩ কাঠা
৭ ওয়ানে প্রায় ১ বিঘা
৫০ ওয়ানে ১ আড়ি

কিন্তু মুখের কথায় পুরাতনে বিশ্বাস হয় না, দ্রোণ পরিভাষাও পাইলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, মল্লভূমে বিঘা কাঠা অধিক কালের নয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারি মাইল দূরে আমার এক মিত্রের নিকট মল্লভূমের রাজা চৈতন্যসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র পাইয়া পরস্পর অনুপাতে আর সন্দেহ নাই। একখানি পট্ট এইরূপ,—

শ্রীশ্রীগোপাল দেবস্য

স্বস্তি মল্লাবনিনাথ মহারাজ
শ্রীশ্রীচৈতন্যসিংহদেব মহোগ্রপ্রতাপানাং
শ্রীজানকীরাম হাজরা সুচরিতেষু—
দেবত্তর পট্টকমিদং কার্য্যনঞ্চাগে
তোমার শ্রীশ্রী৵জিউর সেবার নির্ব্বন্ধ
জমি ২॥৩০। দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান
এক কান করিল—

ইহার শোধ

মৌজে রামসাগর	মৌজে কল্যাডি
দঃ কালীভাণ্ডার—১৬	ইন্দুরডোবা—২৫
দঃ মহল বেড়া—২৭	... ...
... ...	... ...
... ...	... ...
৶৪০	১॥৪০।০

এবং জমি ২॥৩০, দুই দ্রোণ তিরিশ উয়ান এক কান তোমাকে শ্রীশ্রী৵ দেবত্তর দেওা গেল শুভাশীর্বাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করহ ইতি সন ১০৬৩ সাল তাং ২২ কার্ত্তিক।

সন ১০৯৪ সালে রাজা চৈতন্যসিংহদেব-প্রদত্ত আর এক দানপত্রে 'কান' স্থানে 'রেক' সংজ্ঞা আছে। এইরূপ, কাক ও কাইন আছে। এইরূপ আরও পাটার "শোধ" হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কানি (বা রেক) = উয়ান
৫০ উয়ান = আড়ি
৪ আড়ি = দ্রোণ

উক্ত রামসাগর গ্রামে সন ১২৩৪ সালে প্রদত্ত এক "কবুলাতপত্রে" দেখিতেছি, সে সময়ে দ্রোণ আড়ি গিয়া বিঘা পরিভাষা হইয়াছে, কিন্তু উয়ান আছে। লিখিত আছে,

"২০ কুড়ি উয়ানের কাত ৩/০ বিঘা।" অদ্যাপি সে অঞ্চলে কাঠার পরিবর্তে উয়ান পরিভাষা প্রচলিত আছে।

কিছু দিন হইল, ছাতনা হইতে পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে মৌলবনা (মউল-বনা) গ্রামে একখানি হাতে লেখা শুভঙ্করী বই পাইয়াছি। "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্থ।" সন ১২৩০ সাল। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে লিখিত। তাহাতে পাইতেছি,—

উয়ান কান ॥

(১) কাহনেং কাহন লবে।
চোক কাহনে চোক থুবে ॥
কাহন পণে আধা চোক।
কহেন যুবঙ্কর ললিবা (?) হোক ॥

(২) খেতে মাঠে রশি না পাই
সোল ছেযে কাহন বলাই ॥
চারি কানে উয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আড়ি।
চারি আড়িতে ডোন হয়
আঠাস হাত দড়ি ॥

ছে, ক্ষেপ, পদক্ষেপ। ১৬ ছে = ২৮ হাত, ১ ছে = ১৸০ হাত ধরা হইয়াছে। ২৮ হাত ×২৮ হাত = ১ কাহন, উয়ান। কিন্তু কত অঙ্গুলের হস্ত, তাহা জানা যাইতেছে না। বর্তমানে ১৮ ইঞ্চির হস্তে বিঘা কাঠা মাপা হইতেছে। আমরা বাল্যকালে ২০ ইঞ্চির, এমন কি, ২১ ইঞ্চির হস্ত ধরিয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। উক্ত 'হাত' ১৮ ইঞ্চির ধরিলে ১ উয়ান = বর্তমান কালের ২.৪৫ কাঠা, এক আড়ি = ৬।০ বিঘা, ১ দ্রোণ ২৬ বিঘা। ২১ ইঞ্চির হস্ত হইলে ১ দ্রোণ = $\frac{২৬\times২১}{১৮}$ = বর্তমানের ৩০ বিঘা, আড়ি = ৭।।০ বিঘা।

(৩) চারি হাতে কাঠা
বিস কাঠায় রসি।
তিন কাঠায় উয়ান
সাত উয়ানে বিঘা
সাতে সাত বিঘায় আড়ি ॥

এই তিন আর্যা হইতে জানিতেছি, এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই অঞ্চলে বিঘা মাপ আরম্ভ হইয়াছে। (বানানে ড় য় নাই, সর্বত্র ড য)। আর এক আর্যা বহু প্রচলিত আছে।

কাঠা কুড়ার আর্জ্জা ॥

(৪) কুড়ুবায় ২ কুড়ুবা লির্জ্জে।
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লির্জ্জে ॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
দশ বিস গণ্ডায় ধুল প্রমাণ॥

এখানে বিঘার পরিবর্তে কুড়া। কুডব হইতে কুড়া। অদ্যাপি কুড়া-টাক জমি বলিলে বিঘা-টাক জমি বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশ গণ্ডায় কাঠা।*

পূর্বে যে দ্রোণ আঢক প্রস্থ কুডব পাইয়াছি, সে সব ভাণ্ড-পরিমাণ, ধান্যাদির মাপ। এখানে দ্রোণ আড়ি উয়ান পাইতেছি, সে সব ভূমি-পরিমাণ, জমির মাপ। সং আ-ঢ-ক হইতে আ-ড়ি, উ-ন্মা-ন হইতে উ-য়া-ন, কা-কি-ণী হইতে কা-ক, কা ন (চট্টগ্রামে কা-নি)। উ-আ-ন বানানও আছে। তাম্রশাসনে সর্বত্র "ভূদ্রোণ" লিখিত আছে। ধান্যাদির ঘনমান হইতে ক্ষেত্রমানে আসিবার দ্বিবিধ উপায় আছে। (১) কত জমি? এত আড়ার জমি। আড়া মাপ বাঁকুড়ার পশ্চিম দক্ষিণাংশ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রচলিত আছে। এক আড়া ধান প্রায় ৪ মণ। মেদিনীপুরে বড়। জমির প্রকৃতি জানা থাকিলে উৎপন্ন ধান্য দ্বারা তাহার পরিমাণ মোটামুটি জানিতে পারা যায়। মধ্যম জমিতে বিঘায় ১০ মণ ধান হয়। কিন্তু এইরূপ মাপ দ্বারা অজ্ঞাত প্রকৃতি ভূমি-দান-বিক্রয় হইতে পারে না। তখন (২) কত জমি? ধান বুনিতে এত লাগে। আদ্যকালে ধান বোনা হইত, চারা রোআ হইত না। এখনও আউশ ধান বোনা হয়, কদাচিৎ কোন দেশে রোআ হয়।

এই ক্রমে অমরকোষে

দ্রোণাঢকাদি বাপাদৌ দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
খারীবাপস্তু খারীকঃ

উপ্যতেঽস্মিন্ বাপঃ। ইহাতে উপ্ত হয়, এই অর্থে বাপ। যে ভূমিতে দ্রোণ-পরিমিত ধান্য বুনিতে লাগে, তাহা দ্রৌণিক। এইরূপ আঢকিক, খারীক ইত্যাদি। আউশ ধান বুনিতে বিঘায় ১০ সের লাগে। রুইলে পাঁচ সের। অতএব যদি দ্রোণ ৫ সের হয়, তাহা হইলে ভূ-দ্রোণ প্রায় ॥০ বিঘা দাঁড়ায়। অনাবাদী জমির প্রথম আবাদে আউশ ধান কিম্বা তিল বোনা হয়। দুয়ের দ্বারাই ঘাস মরে। বাস্তুভূমিতে প্রথমে তিল বুনিয়া, পরে গৃহনির্মাণের বিধি ছিল। তিল বুনিতে বিঘায় ৩ সের লাগে। কিন্তু ধেনো জমিতে তিল বুনিবার প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অতএব দ্রোণ-ধান্য-বাপ ভূমি, দ্রৌণিক। পরিদেশ (বিঘা) মাপ ছিল, ১ ভূ-দ্রোণ তৎকালের এক পরিদেশ বা বিঘা। আধ বিঘা হইতে পারে না। কত জমি? ১ দ্রোণ (কলশ) ধানের জমি। বর্তমান কালের ২০ কাঠা।

যখন জমি অপর্যাপ্ত থাকে, তখন লোকে দুই এক বিঘা গ্রাহ্য করে না। তখন খারী ধরে, এবং খারীকে দ্রোণ বলিবার প্রবৃত্তি আসে। নানা স্থানে লোকে আধ সেরকে

---

* এই আর্যা কোন্ শুভঙ্করের? তাঁহার কালে ও দেশে কুড়বা শব্দ দ্বারা ২০ কাঠা বুঝাইত, লোকে কখনও কখনও হিন্দী 'লিজিয়ে' (লউন) বলিত। কবে বি–ঘা নাম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে তৎপূর্ব্বে কুড়বা ও এই আর্যার শুভঙ্কর পাওয়া যাইবে। শুভঙ্কর উপাধি, ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। মউল-বনার শুভঙ্করীর বইতে এই অজ্ঞাতনামা শুভঙ্কর ব্যতীত ভৃগুরাম দাস ও ভবানী মিত্র নাম আছে। ছাতনার গুরু মশায়ের বইতে আর এক নাম আছে। বিষ্ণুপুরে এক শুভঙ্কর ছিলেন। তাঁহার নাম জগন্নাথ দাস, উপাধি শুভঙ্কর রায়। তিনি ১০৫০ সালে ছিলেন। (১৩৩৭ সালের চৈত্র মাসের "মাসিক বসুমতী")। আদি শুভঙ্কর বহু প্রাচীন।

সের বলে। আবার কোন স্থানে সেরকে আধ সের বলে। খারী=১৬ দ্রোণ, খারীক ভূমি ১৬ বিঘা। পরে যে খারী, সে দ্রোণ হইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান না করিলে বিষ্ণুপুরের দ্রোণ পাওয়া যাইতেছে না। মেদিনীও লিখিয়াছেন,—

দ্রোণোঽস্ত্রিয়ামাঢকে স্যাদাঢকানাং চতুষ্টয়ে।

অর্থাৎ দ্রোণ বলিলে আঢক এবং চারি আঢক বুঝায়। যদি দ্রোণের নাম আঢক হয়, তাহা হইলে খারীর নাম দ্রোণ হইবে। এই দ্রোণ ৮০ সের। ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা।

দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমিদানে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। ১৮ ইঞ্চির হস্তের স্থানে ৩৬ ইঞ্চির হস্তও ধরা হইত। কৌটিল্য ইহার প্রমাণ। এই বিধিতে ৪ হস্ত নলের পরিবর্তে ৭ হস্ত, ৭॥০ হস্ত নলের প্রচলন ছিল। তখন তৎকালের ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা, বর্তমানের মাপে ৩০ বিঘা হইত। দেখা যাইতেছে, রাজা চৈতন্যসিংহ ৭॥০ হস্তে নল ধরিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এখন আর দুই তর্ক আছে। (১) আঢকে ৫০ উন্মান কেমনে আসিল? কৌটিল্যের একপ্রকার দ্রোণ ২০০ পল ছিল। মনুসংহিতার টীকায় (৮।৩২০) কুল্লূক ভট্ট ২০০ পলে দ্রোণ ধরিয়াছেন। কালে আঢক ২০০ পল হইয়াছিল। ইহার চতুর্থাংশ ৫০ পল=৫০ উন্মান। যদ্দ্বারা দ্রব্য উন্মিত হয়, তাহা পল, এই হেতু পলের নাম উন্মান হইয়াছিল। এখানেও তুলামানের সংজ্ঞা হইতে আয়মমানের উৎপত্তি।*

(২) কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জো, এখানে কুড়বা অবশ্য ২০ কাঠা×২০ কাঠা=কালী ২০ কাঠা ২০ কাঠা ২০×৪ হস্ত। ৪ পলে কুড়ব, ইহাই বিধি। কিন্তু আঢক ২০০ পল হইলে ৫ পলে কুড়ব। অর্থাৎ ৫ পলে কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আঢক। অর্থাৎ আঢক=২০ প্রস্থ। প্রস্থ স্থানে কাঠা হইয়া ২০ কাঠায় বিঘা। কুড়ব হইতে কু-ড়ি (২০) সংজ্ঞা।

শূর্প আর এক পাত্রমান ছিল। শূর্প অর্থে কুলা, সং কু-ল্য। শূর্পাকার জলসেচন-পাত্র ছিল। এখন তাহার নাম সেচনী, সিমনী। ২ দ্রোণে ১ শূর্প। ইহা এক মান ছিল। মেদিনী-কোষ, কুল্য শব্দের অর্থ অষ্টদ্রোণী শূর্প লিখিয়াছেন। অর্থাৎ কুল্য=৮ দ্রোণ। দ্রোণ-বাপ ১ বিঘা, কুল্য-বাপ ৮ বিঘা।

এক হালে, লাঙ্গলে ১২ বিঘা জমির চাষ হয়। পাঁচখানা লাঙ্গলের বা হালের চাষ বলিলে ৬০ বিঘা বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে হাল পরিভাষা নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ২৮ যষ্টিতে ১ কেদার, ১২ কেদারে ১ হাল। বোধ হয়, ১ হাল ১২ বিঘা।

৭। তাম্রশাসন-লিখিত ভূমি

এখন শ্রীযুত ভট্টশালী-প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণ মিলাইয়া দেখি। শক্তিপুর-শাসনে (১৫ পৃঃ) প্রথম খণ্ড ৩৬ ভূ-দ্রোণ, সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ ভূ-দ্রোণ,

---

* বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে (১৬ খ্রিষ্টাব্দ শতকে) প্রদত্ত শুষ্ক দ্রব্যাদির মগধ মানের মধ্যে দ্রোণের নাম উন্মান, অমণ, ঘট আছে। বৈদ্যকে পল ৩ তোলা, দ্রোণ ১৯।০ সের। ২ দ্রোণে শূর্প। ক্ষীরস্বামীর অমরটীকায় দ্রোণ এইরূপ ।০ মণ। ইহার অধিক পাওয়া যায় না। বৈজয়ন্তীকোষে নানা দেশের নানা মান একত্র লিখিত হইয়াছে।

সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। এই ভূমি বৃষভশঙ্কর নলদ্বারা মাপা হইয়াছিল। বৃষভশঙ্কর শিব। ধনুর স্থানে নল। নল, নলীবাঁশ, একজাতি ফাঁপা সরু বাঁশ। মানুষ ধনু ৪ হস্ত। শিবধনু ৫॥০ অথবা ৬ হস্ত। হস্ত, ২৪ অঙ্গুল (১৮ ইঞ্চি)। ভূমিদানে অন্ততঃ ২৮ অঙ্গুলের (২১ ইঞ্চির) হস্তের নল হইবার কথা। হস্ত একটু বড় ধরিতে হয়; কারণ, নল ভূমিতে পাতিয়া মাপা হয় না, চলিতে চলিতে নলের দুই মাথা মাটিতে ছোঁয়াইয়া মাপা হয়। এই কারণে নল ভূমি হইতে উপরে থাকে। ২১ ইঞ্চির ৬ হস্ত=১৮ ইঞ্চির ৭ হস্ত। পূর্বে শুভঙ্করীতে ৭ হস্তের প্রমাণ পাইয়াছি। অতএব

১ নল × ১ নল = ১ পণ
৪ নল × ১ নল = ১ কাকিনী
৪ নল × ৪ নল = ১ উন্মান = ২.৪৫ কাঠা
৫০ উন্মান = ১ আঢক = ৬।০ বিঘা
৪ আঢক = ১ দ্রোণ = ২৬ বিঘা

হস্তের পরিমাণানুসারে ৩০ বিঘাও হইতে পারে। ২৬ বিঘাই ধরি। শাসনের ৩৬ ভূ-দ্রোণ=৯৩৬ বিঘা, ৫৩ ভূ-দ্রোণ=১৩৭৮ বিঘা। প্রত্যেকের 'উৎপত্তি' ২৫০। এটি ভূমি-দাতার আনুমানিক। শ্রীযুত ভট্টশালী 'উৎপত্তি' অর্থে তৎকালের টাকা ধরিয়াছেন। এই অর্থে আমার সন্দেহ হইতেছে। কর কিম্বা ধান্যের মূল্য স্থির থাকে না, কিন্তু অত্যাপাত না হইলে উৎপন্ন ধান্য সমান থাকে। উৎপন্ন দ্বারাই ভূমি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। উৎপত্তি ধান্যোৎপত্তি, এই অর্থ হইলে উৎপত্তি ২৫০ দ্রোণ। এখানে দ্রোণ, দ্রোণ না খারী? পাঁচসেরী দ্রোণই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ২৫০ দ্রোণ=৩১ মণ।

৯৩৬ বিঘায় ৩১ মণ, কিছুই নয়। বোধ হয়, অধিকাংশ জমি খিল, বালি-পতিত জমি কিম্বা উচা ডাঙ্গা। নিকৃষ্ট জমিতে বিঘায় ৫ মণ ধরিলে ৯৩৬ বিঘার প্রায় ৬ বিঘায় কোনরূপ চাষ হইত, অবশিষ্ট পতিত, কৃষির অযোগ্য।

দেখি, কোথায় জমি ছিল। মোর নদীর কূলের জমি। তাহার একদিকে জোলী, অন্য দিকে গোপথ। অপর খণ্ড আরও নিকৃষ্ট। ইহার তিন দিকে জোলী, একদিকে গোপথ। খাল-জোলে কৃষিযোগ্য ভূমি অল্পই পাওয়া যায়। 'বাল্লিহিত্য' হয় ত বালি-ভিটা, বালি-কুড়, কৃষির অযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, আমি যত ব্রহ্মোত্তর দেখিয়াছি, সব নদীকূলে, বালিময়, উচা ডাঙ্গা, ব্রহ্মডাঙ্গা। ব্রহ্মোত্তর শালি জমি দেখি নাই। বোধ হয়, এই কারণে রাজারা দুই হাজার পাঁচ হাজার বিঘা স্বচ্ছন্দে দান করিতেন। ভাল জমি পড়িয়া থাকে না, প্রজায় চাষ করে, পাইলে ছাড়ে না। রাজা প্রজার নিকট জমি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপ-পুণ্যের ভাগ সমান দাঁড়ায়। গ্রামকে গ্রাম দান করিলে ভিন্ন কথা। শ্রীযুত ভট্টশালী অপর শাসন-প্রদত্ত ভূমি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।*

---

* শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত "কামরূপশাসনাবলী"তে 'অপকৃষ্ট ভূমি' পাইতেছি। শব্দটি অপকৃষ্ট, জল হইতে উত্থিত, চর হইতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আরও পাইতেছি, "ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিক ভূমি", যে ভূমিতে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ 'উৎপত্তি' অর্থে টাকা নয়। এই দ্রোণ কত, তাহা পৃথক্ আলোচনা না করিলে বলিতে পারা যায় না। হয় ত পাঁচ সের।

শ্রীযুত ভট্টশালী মাধাইনগর শাসনে ১৯১ খারী ভূমিতে উৎপত্তি ১৬৮ দিয়াছেন। অপরাপর শাসনের ভূ-দ্রোণ খারীস্থানীয়। এখানে খারী ঠিক আছে, খারীক ভূমি ২৬ বিঘা। প্রায় পরগণায় পরগণায় মানভেদ এখনও অল্পস্বল্প লক্ষিত হয়। অনুমানে বোধ হয়, ১৬ ভূ-দ্রোণে পাটক হইত। তখন পাটক, খারীক।

৮। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি

প্রাচীন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর বগুড়া সহরের উত্তরে বর্ত্তমান মহাস্থানে ছিল। করতোয়া নদী পূর্বদিক্ রক্ষা করিত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির স্বাভাবিক সীমায় বোধ হয় করতোয়া পূর্বসীমা, গঙ্গা পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা। গঙ্গার দক্ষিণে বঙ্গভুক্তি হইবার কথা। কিন্তু সে নাম কিম্বা কোন নগরের নামে অপর ভুক্তির নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের বহুল অংশে লোকালয় ছিল না। পৃথক্ ভুক্তির প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ সাগর দেখাইয়াছেন।

খাড়ী বিষয়ে 'ঘাসসম্ভোগভাট্ট', ঘাসকর, ইহাতে সন্দেহ হইতেছে না (৫ পৃঃ)। লোনা জলার ধারে মোটা ঘাস ও হোগলা ইত্যাদি জন্মে। গ্রামের নাম বডা, জলায় বটকসদৃশ। চব্বিশ পরগণায় বড়ুল বড়লা গ্রাম আছে। দেশটি 'সমতট', সাগরের তটভূমি। জোয়ারে ডুবিয়া যাইত, নদীকূলের ভূমি জাগিয়া থাকিত। 'সমতটীয় নল' দ্বারা 'পাটক' মাপা হইয়াছিল। এই নল অবশ্য দীর্ঘ। কিন্তু ৮ হস্তের অধিক হইবার কথা নয়।

এমন দেশে বাস করা সুখের নয়। শাসনে দেখাও যাইতেছে, সে দেশে শান্ত্যাগারিক গড়োলী ব্রাহ্মণ গ্রাম পাতিয়াছিলেন। শান্ত্যাগারিক, যাঁহারা গ্রহশান্তি করেন। বিষ্ণুপুরে ইহাঁদের নাম শান্তিকরী। ইহাঁরা নিম্ন ব্রাহ্মণ। বেনারস, কানপুর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম দেশে গড়োলী ব্রাহ্মণ আছেন। ইহাঁরাও নিম্ন ব্রাহ্মণ। শ্রীযুত ভট্টশালীও জানিয়াছেন, সে দেশে এখনও নিম্নব্রাহ্মণ ও পোদের বাস আছে। আদিগঙ্গার দক্ষিণে গঙ্গার মাহাত্ম্য নাই, সেখানে গঙ্গা একটা বড় গাং।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণের পূর্বসীমা কি ছিল? বর্ত্তমান স্বাভাবিক সীমা অপার পদ্মা। কিন্তু গঙ্গা বা পদ্মার গতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, উহা পূর্বকালে পূর্বদিকে বহিত, ধলেশ্বরী ও পদ্মা এক ছিল। মাণিকগঞ্জ পদ্মার পশ্চিমে ছিল। সমভূমিতে নদীর গতি এই,—যে পথে আসিতেছিল, প্রথমে সোজা সে দিকে চলে, পরে মুখে চড়া পড়িয়া গতি রোধ করে। নদী পুরাতন মুখের পশ্চাতে প্রব দিকে নূতন পথ করে। বঙ্গদেশে ইহার বহু উদাহরণ আছে। ফরিদপুর জেলা মুন্সীগঞ্জের গায়ে লাগিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লাশাসনের (৩ পৃঃ) খদিরবিল্লী, তিবরবিল্লি, বাংলা ভাষায় খয়রাবিল, তিয়রবিল হইবে, বোধ হয় খয়রা মাছের বিল, তিয়র (মৎস্যজীবী) জাতির বিল। লোণিয়া জোড়া, লোণা জলের জোল। এ সকলের চিহ্ন এখনও থাকিতে পারে।

কিন্তু বাখরগঞ্জ সমতট দেশ ছিল, বরিশাল (বড়িশ-আল) নামেই প্রকাশ, ইহা কাঁটাবনের, সুন্দরবনের অন্তদেশ ছিল। এই জেলার 'কাঠি' নামে গ্রামের নামও সাক্ষী। এখন যেটি যমুনা, এটিই ব্রহ্মপুত্র মনে হয়; আর এখন যেটি ব্রহ্মপুত্র, এটি নূতন পুত্র, কিন্তু কালে বলবান্ হইবে। এই হেতু মনে হয়, ময়মনসিংহ জেলা পূর্বাবধি পৃথক্ ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল না। পদ্মার পূর্বদিকে আর এক ভুক্তি থাকিবার কথা।

শ্রীযুত ভট্টশালী লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ, দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ঐ নামের বিষয় কত দূর বিস্তৃত ছিল? নামটি সংস্কৃত, কার্মুকের কোটি তুল্য বর্ষ। গঙ্গা কার্মুকের তুল্য বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম কোটি দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী মনে হয়। পদ্মাবাটিবিষয় নিশ্চয় পদ্মার গায়ে। ভাগীরথীর গায়ে আর একটি বিষয় থাকিবার কথা। পুরাণে 'ব্যাঘ্রমুখ' নামে দেশের উল্লেখ আছে। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, বাঘের দেশ। সুন্দরবনেই বাঘ আছে, এমন নয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ জলোদয় (জলপাই), পূর্ণিয়ার উত্তরাংশের বনভূমিকে ব্যাঘ্রতটী বলিলে অনুচিত হইবে না।

৯। কঙ্কগ্রামভুক্তি

কঙ্কগ্রাম নামে একটী ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। পুরাণে 'কলাপগ্রাম' নামক গ্রাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধির কারণ লিখিত নাই। কঙ্কগ্রাম হইতে কাঁকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ঈ-আই-রেলের পূর্বে। শক্তিপুর-শাসনে (১৩ পৃঃ) "কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢায়াং," নৈহাটি-শাসনে (১৫ পৃঃ), "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢামণ্ডলে স্বল্লদক্ষিণবীথ্যাং।" বীথী, মার্গ, বর্ত্মন্। দক্ষিণবীথী, দক্ষিণ মার্গ, দক্ষিণ দিকে যাইবার পথ। শুক্রনীতিসারে বীথী ৫ হস্ত। শাসনে পাইতেছি, উত্তররাঢায় দক্ষিণগামী বীথীর ধারে কুমারপুর চক। নৈ-শাসনে পাইতেছি, উত্তর রাঢা মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথীর স্বল্লান্তরে। দুই বীথী এক না হইতে পারে। কিন্তু আরম্ভ অংশে অবশ্য এক হইবে। সাধারণের পথ ধরিয়া গ্রাম নির্ণয় স্বাভাবিক ও অদ্যাপি প্রচলিত। উত্তর হইতে মঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান আসিবার পথ আছে। এইটি দ্বিতীয় বীথী।

কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে। কান্দি সব্‌ডিভিজনে কান্দড় নদীর পথ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হ্রস্ব পথে ভাগীরথীতে না পড়িয়া সমানে চলিয়াছে। কান্দি সব্‌ডিভিজনের পূর্বভাগে এত বিলই বা কেন হইল? গঙ্গার তীরভূমি উচ্চ হইয়াছে, পূর্বকালের সমতট নিম্ন রহিয়াছে। কান্দড় নদী ভাগীরথীর লুপ্তপ্রায় অবশেষও হইতে পারে। কান্দি, কান্দড় নামেই মনে হয়, এক জলস্রোতের নিকটস্থ। কঙ্কগ্রাম, কাঁক বকের গ্রাম।

হয় ত জোয়ারের জল সে কালে কঙ্কগ্রাম পর্যন্ত প্লাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীকে চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, কঙ্কগ্রাম ভাগীরথীর কূলে ছিল। তখন কাটোয়া সব্ ডিভিজনে কান্দুড় নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয়, দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্বকালের ভূভাগ পরে বর্দ্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্বকালের কথা।

দক্ষিণ বীথীর উপন্যস্ত অর্থ স্বীকার করিলে উত্তর দক্ষিণ রাঢ়াদ্বয়ের বিচ্ছেদক পাওয়া যাইবে না। ইহা অজয়, কিম্বা দামোদর, এই দুয়ের একটি হইবে। দামোদর বর্দ্ধমান নগর হইতে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহুলা নদী নাম লইয়া দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। দামোদর পূর্বদিকে আসিতে আসিতে শক্তিগড় রেলষ্টেসনের নিকটে হঠাৎ দক্ষিণমুখ হইয়া নদীচরিতের অন্যথা করে নাই। সতী বেহুলার উপাখ্যানে দামোদরের পূর্বপথ স্মৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বেহুলা নদীর উত্তর মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ়, প্রাচীন প্রসুহ্ম।

১০। বর্দ্ধমানভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর সীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। শ্রীযুত ভট্টশালী বেতড় গ্রাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই স্থান আদিগঙ্গা ও কালীঘাটের অপর কূলে ছিল। কিন্তু বেতড়ের দক্ষিণে লেজ্যদেব-মণ্ডপী সীমা। গঙ্গা কই? গোবিন্দপুর-শাসনে (১১ পৃঃ) "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ডচতুরকে"। 'পশ্চিমখাটিকা' অর্থ কি? শ্রীযুত ভট্টশালী, খাটিকা খাটিয়া শয্যা মনে করিয়া, ভুক্তিকে বৃহৎ আয়ত ক্ষেত্রে ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বখাটিকার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বদিকে জাহ্নবী। আমার বোধ হয়, খাড়ী শব্দের সংস্কৃত রূপ দিতে গিয়া খাটিকা হইয়াছে। সং খাত হইতে খা-টী, খা-ড়ী। অবশ্য দেব-খাত খাটিকা হয় ত সরু খাড়ী। সে কালে গঙ্গা আটে ঘাটে বাঁধা পড়ে নাই। বেলুড় বালিকূড় ছিল। এখন খাড়ীর নদীর চিহ্ন নাই। কিন্তু খাল আছে। বালি সহর, বালি; পশ্চিমে উত্তরে বালিহাটি। ডানকুনির (ডানকুনি মাছের?) জলা ইত্যাদি নামে পূর্বখাটিকার চিহ্ন আছে।

এখানে একটি পুরাতন তর্ক তুলিতেছি। বর্তমান তমলুক কি সত্য সত্য পুরাতন তামলিপ্তক? (১) তাম্রলিপ্তক তামলিপ্তক সুহ্মের নামান্তর হইয়াছিল। সুহ্ম রাঢ় দেশ। (২) পুরাণে ও কূর্মচক্রে তাম্রলিপ্ত মধ্যদেশের পূর্বদিকে, অগ্নিকোণে নয়। (৩) তমলুক বর্তমানে সাগর হইতে ১০।১২ ফুটের অধিক উচ্চে নয়। বঙ্গ ও ওড়িষ্যার সাগর উপকূল মৃদু মৃদু উর্দ্ধগত হইতেছে। তথাপি তমলুক গাঙ্গের জোয়ারে ডুবিয়া যাইতে পারে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে জল হইতে জাগিয়াছিল কি না সন্দেহ। বণিকেরা কোন্ পথে তমলুকে যাইত? চারি শত বৎসর পূর্বে বেতড়ে মেলা বসিত, কেনা-বেচা শেষ করিয়া হাটুয়ারা দেশে পলাইত। তখনও হাওড়া জেলার দক্ষিণ ভাগ মানুষের স্থায়ী বাসের যোগ্য হয় নাই। কিন্তু তামলিপ্তকে বণিকেরা বাস করিত। তামলিপ্তকে হাওড়া জেলায় আনিলেও সুবিধা নাই। অতএব রূপনারাণের উজানে উঠিয়া ঘাটালে

খুঁজিতে হইবে, কিম্বা গঙ্গার উজানে হাওড়ায় পঁহুছিতে হইবে। হাওড়া, হাওর, সাগর। সপ্তগ্রাম স্পষ্ট সুহ্মে। সুহ্মকে বাঁকাইয়া তমলুক পর্য্যন্ত লইতে পারা যায় বটে, কিন্তু বণিক্‌দিগের বীথীর সন্ধান পাওয়া যায় না। (৪) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্তির যে দিক্ অন্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তমলুক আসে না।

১১। দণ্ডভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির অথবা দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী। অটবীর বিস্তার সর্ব্বত্র কিম্বা সর্বদা সমান থাকে না। রাঢ়ের পশ্চিমে কলিঙ্গ, মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত অটবী। এই অটবীর কতখানি রাঢ়, কতখানি কলিঙ্গ, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। রাঢ় হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গে যাইবার পথ অবশ্য ছিল। সেই পথ দণ্ড। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড হইতে যেমন শাখা বহির্গত হয়, পথেরও দুই পার্শ্বে সেইরূপ শাখা-পথ হয়। ওড়িয়াতে এই অর্থে দাণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। পুরীর বড় দাণ্ড, কিম্বা ব্রাহ্মণশাসনী গ্রামের দাণ্ড পুরীকে ও গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কলিকাতার কর্ণআলিশ ষ্ট্রিট কলিকাতার এক দাণ্ড। এইরূপ অর্থে বাঁকুড়া জেলায় 'শুভঙ্করী দাঁড়া', দাণ্ড, প্রায় ষোল মাইল দীর্ঘ এক পুরাতন খাল। যে খালের শাখা-নালা এ পাশে সে পাশে বহির্গত হইয়াছে। দাঁতন মেদিনীপুর গড়বেতা পথ, মেদিনীপুর জেলায় দণ্ড হইয়া জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে দুই ভাগ করিয়াছে।* গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুরে, বাঁকুড়া হইয়া পথটি উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পথ কিম্বা ইহার পশ্চিমের চাইবাসা পুরুলিয়া পথ দিয়া রাঢ়ে যাইতে পারা যায় না। উত্তররাঢ় হইতে দণ্ডভুক্তি আসিতে চারি পথ আছে।

(১) রাণীগঞ্জ গঙ্গাজল-ঘাটী বাঁকুড়া, (২) কাঁকশা সোনামুখী বিষ্ণুপুর, (৩) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজার গড়বেতা, (৪) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজার ক্ষীরপাই মেদিনীপুর; এই চারি পথের কোন্‌টি দণ্ডের অংশ, কোন্‌টি শাখা, তাহার নির্ণয় দুরূহ। বর্দ্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হইয়া এক "উড়ের গড়" ছিল, তদ্দেশবাসী ঘনরাম লিখিয়া গিয়াছেন। "উড়ের গড়" ওড়িয়া রাজার গড়। এই ওড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ হইতে পারেন। তিনি ইং ১০২৪ সালে দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় জয় করিয়া বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির দণ্ড নিরূপিত হইলে, তাহার পশ্চিমে কলিঙ্গ বলা যাইতে পারিবে। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর, দক্ষিণ সীমা সাগর ও সুবর্ণরেখা। কবিকঙ্কণচণ্ডীর কালকেতু গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুজরাট এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। নিকটে কলিঙ্গ দেশ ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলা পালের রাজবংশের। এই বংশ অদ্যাপি ওড়িয়া।

* মেদিনীপুর শহরের, ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড় নামে এক গড় ছিল। এই গড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি দণ্ড পথের ঈশ্বর (মেদিনীপুর ইতিহাস)। পুনশ্চ, মেদিনীপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড়। এখানে পালবংশ মেদিনীপুর জেলায় রাজা ছিলেন। সাজেহান বাদশাহ এই বংশের শ্যাম-বল্লভ পালকে মাড়-ঈ-সুলতান উপাধি দিয়াছিলেন। মাড়, মার্গ; মার্গের দণ্ডের রাজা (ত্রৈলোক্যনাথ পাল-কৃত মেদিনীপুর ইতিহাস)।

ইহাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ কলিঙ্গ দেশ বিবেচিত হইত।

এই প্রসঙ্গে দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, অনুসন্ধেয় স্থানে পড়িতে পারে। গৌড়েশ্বর রামপালদেব নানা সামন্ত ভূপালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গের নাম নাই, মল্লভূমের মল্লরাজারও নাম নাই। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুরে সিংহবংশ রাজত্ব করিতেন (মেদিনীপুর ইতিহাস)। এখানে বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। অপর মন্দার (অনুত্তম মন্দার), বর্তমান মান্দারণ, মন্দার-বন, "সমস্তাটবিকসামন্তভূমি" বলিতে পারা যায়। মান্দারণের দুর্গের চিহ্ন যেমন তেমন রাজার কীর্ত্তি মনে হয় না। এখন যে বপ্র দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দুর্গের মধ্য দিয়া আমোদর নদী প্রবাহিত। পাশে আবাস এখন মর্কট প্রস্তরের স্তূপ। রামপালদেব কোন্ কোটাটবীর "দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তীর" সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন? কোট, কোট্ট, দুর্গ। দুর্গ-বিশিষ্ট অটবী, অথবা অটবী-বেষ্টিত দুর্গ। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যকে লোকে কোটদেশ বলে। কিন্তু পঞ্চকোট নাম নূতন, পঞ্চকোটে দুর্গ নাই। ওড়িশ্যায় একটী কোট নয়, বহু কোট আছে, বন ও গিরিদুর্গ, পরিখা নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী 'কটাসিন' খুজিতে খুজিতে কোড়াসুরের গড়ে উপস্থিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের ঈশান কোণে ১৪ মাইল দূরে এই গড়। পাশে ডুমনী গ্রাম, লোকে ডুমনী গড়ও বলে। কিন্তু দেশের এমনই দশা, নিকটবাসী শিক্ষিত লোকেও গড়টা দেখেন নাই। এখন বুঝিতেছি, কোটেশ্বর কোড়াসুর হইয়াছেন। পিয়ার-ডোবা রেলষ্টেশনের ছয় মাইল দূরে এক অসুর-গড় আছে। বুঝিতেছি, সেটি ঈশ্বর-গড়। কোন্ ভূমীশ্বর, কোন্ অবনিনাথ, সব অজ্ঞাত। বেতা-গড়ে (গড়-বেতা) বকাসুর ছিলেন; বুঝিতেছি, তিনি বকেশ্বর, বকদ্বীপের, (স্থানীয় নাম বগ-ডী) বগড়ী পরগণার ঈশ্বর ছিলেন। কোড়াসুর যে কোটেশ্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ার ভাষায় ড়-বাহুল্য আছে, কো স্থানে ক হয়। পূর্বকালে গহন অরণ্যে কে পরিখা ও প্রাকার দ্বারা কোট নির্মাণ করিয়াছিলেন? তখন মল্লরাজার উদয় হয় নাই।* দক্ষিণে অটবী-মধ্যে অপর মন্দার দুর্গ; উত্তরে অটবীমধ্যে আর এক দুর্গ। দামোদরের দক্ষিণে ৮ মাইল দূরে এই কোট। এই হেতু ইহাকে দক্ষিণসিংহাসন বলা যাইতে পারিত।

শ্রীযুত ভট্টশালী এই অটবীর কোটে 'কোটাসিন' নামক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। এখানে কলিঙ্গ রাজার কলিঙ্গপ্রান্ত-দুর্গ। ইহাকে সংস্কৃতে কোটাসন, যেখানে আসন করিয়া বিজিগীষু রাজা যান করিতেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কিন্তু আছে। (১) সাত শত বৎসর পূর্ব্বের নাম এখন অবশ্য অবিকৃত থাকিবে না। তথাপি কটাসিন বা

---

* মল্লভূমের ইতিহাস চারি শত বৎসরের অল্লাধিক লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। মল্লাব্দ-বঙ্গাব্দ—১০১। ইহা হইতে মনে হয়, মল্লাব্দ প্রচলনকালে সনকে শক ধরা হইয়াছিল, এবং আনুমানিক ১০২ বৎসর পূর্ব হইতে রাজবংশের আরম্ভ স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শক ১৮৫৪, সন ১৩৩৯, মল্লাব্দ ১২৩৮। ১৮৫৪—১২৩৮=৬১৬ বৎসর পূর্বে ইং ১৩১৬ সালে রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই অনুমান ধরিয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

কাটাসিন এখন কাঁটাসিন হইবার সম্ভাবনা। নিকটে বীরসিঙ্গা গ্রাম আছে। ইহার সাদৃশ্যে কাঠসিঙ্গা আসিয়া থাকিতে পারে। (২) কোড়াস্থর গড়ের নিকটে নদী বা জোলী নাই। বেতবনের দেশ মনে হয় না। পাঠান ফৌজ বোধ হয়, বিনা যুদ্ধে জলও পায় নাই। (৩) বিশেষ বাধা, বীরভূমের রাজনগর হইতে ২০ দিনের পথের অভাব। শ্রীযুত ভট্টশালীর নির্দেশিত পথ প্রায় ৫০ মাইল। এই পথ আসিতে ২০ দিন লাগিতে পারে না। কটাসিন রাজনগর হইতে অন্ততঃ ১০০ মাইল দূরে ছিল।

আমার মনে হয়, দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ হইতে কলিঙ্গে যাইবার প্রাচীন পথের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। কিন্তু কোটটি কলিঙ্গের পূর্ব্বদিকেও থাকিতে পারে। বাঁকুড়ার পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে অম্বিকা নগর। ইহার অপর পারে সারঙ্গড়, এখন বনাচ্ছন্ন। সারঙ্গড় নামটি বোধ হয়, ওড়িয়া চোড়ঙ্গড়, চোড়গঙ্গ-গড়। রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গের বংশধরেরা গঙ্গা-বংশীয় নামে ইং ১৫৩২ পর্যন্ত ওড়িয়্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক সারঙ্গড়ে সেনা রক্ষাও করিয়া থাকিতে পারেন। দেশটি পার্ব্বত্য, নিকটে দুই নদী, বেতবনও জন্মিতে পারে। হয় ত কটাসিন একটা ক্ষুদ্র স্থান, এখন সে স্থান নিকটবর্ত্তী মৌজার অন্তর্গত হইয়াছে।*

শ্রীযুত ভট্টশালীর অনুমান স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা কলিঙ্গের সীমা পাওয়া যাইবে না। কলিঙ্গাধিপতি দামোদর পর্যন্ত অধিকার করিলেই দামোদরের দক্ষিণস্থ দেশ কলিঙ্গ হইবে না। ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা পুর দক্ষিণরাঢ়ায় ছিল বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ার দক্ষিণ সীমা হুগলী জেলার দামোদর হইতে পারে না। রাঢ়ার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা। তবে বলিতে পারা যায়, দামোদর পর্যন্ত বহু লোকের বাস ছিল, উহার দক্ষিণে এখানে ওখানে দুই চারিটা গ্রাম ছিল। সে দিন দামোদরের দক্ষিণস্থ মহানাদ গ্রামে কুশানরাজ্যের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাজা শশাঙ্কের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। মহানাদ এক রাজনগর ছিল। প্রাচীন কালে বণিকেরা কি এই নগর দিয়া সাগরতটের তামলিপ্তকে আসিতেন? মহানাদ হইতে সাগরের নাদ শোনা যাইত? হাওড়া জেলায় পুরাতন মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

* অম্বিকানগর মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাত্র মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, সারঙ্গড়ে কাটাসিন নামে স্থান নাই। কিন্তু কাঁটাকুমারী, গিরাইকাটা, এইরূপ নাম আছে। গিরাইকাটা একটা পাহাড়ের নাম, কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে বেতবন ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি

পরিচয়

একাদশ শত শক সালের সমকালে হিন্দুস্থানে মল্লিকার্জ্জুন সূরি নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ১) স্বকৃত "ব্যাখ্যানে"র শেষে তিনি এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

"দেবীপ্রসাদসমুপার্জ্জিতধর্ম্মকর্ম্ম-
সামর্থ্যসন্ততিবশেন সমস্তমেন।
অস্তং প্রয়াত্বপি চ সুস্থিতবান্ধবস্য
স ভ্রাতৃমিত্রতনয়স্য মমাস্তু শর্ম্ম ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবঙ্গদেশসম্ভবেন কৌণ্ডিণ্যান্বয়েন মহাপ্রখ্যাতেন শ্রীমদনন্তনারায়ণাচার্য্যপৌত্রেণ সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনা-(চা)র্য্যানুজেন শ্রীশৈলমল্লিকার্জ্জুনদেবস্য নাম্না প্রাখ্যাতমল্লিকার্জ্জুনসূরিণা বিরচিতং শিষ্যধীমহা(তন্ত্র)-ভাষ্যমেতৎ সম্পূর্ণং ॥ শ্রীঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তুঃ ॥"

এই উপসংহারবাক্য হইতে জানা যায় যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি অনন্তনারায়ণাচার্য্যের পৌত্র এবং সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মল্লিকার্জ্জুন আত্মপরিচয়ে পিতৃনামের উল্লেখ করেন নাই। আমরাও অদ্যাবধি অপর কোন গ্রন্থে তাহা পাই নাই।

ওয়ারণ মল্লিকার্জ্জুন নামে একজন জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২) তিনি ৪২৭৯ কল্যব্দে অর্থাৎ ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। তিনি ও আমাদের গ্রন্থকার

১। লল্লাচার্য্য-প্রণীত জ্যোতির্গণিতের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ভাস্করাচার্য্য প্রায় সর্ব্বত্রই 'ধীবৃদ্ধিদ' নামে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ('সিদ্ধান্তশিরোমণি', বাপুদেব শাস্ত্রীর সংস্করণ, ২২৩, ২৫৯, ৪৪৩-৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (ঐ, ৯৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—'ধীবৃদ্ধিদতন্ত্র'। মল্লিকার্জ্জুন সূরি প্রায় সর্ব্বত্রই উহাকে 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' বলিয়াছেন। কচিৎ ছন্দোরক্ষার বিশেষ হেতুতে সংক্ষেপে 'শিষ্যধীতন্ত্র' কহিয়াছেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে' এই উভয় নামই পাওয়া যায়। সুধাকর দ্বিবেদী ঐ গ্রন্থ 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাশী, ১৯৪৩ বিক্রমসম্বৎ)। স্বয়ং লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নত্বা ব্রহ্মহরিত্রিনেত্রদিনকৃচ্ছীতাংশুভূনন্দন-
প্রালেয়াংশুসুতেজ্যমন্ত্রিভৃগুজচ্ছায়াসুতেভাননান্।
আচার্য্যার্য্যভটোদিতং সুবিষমং ব্যোমৌকসাং কর্ম্ম য-
চ্ছিষ্যাণামভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীবৃদ্ধিদম্ ॥"
—মধ্যমাধিকার, ১ম শ্লোক।

মল্লিকার্জ্জুন-ধৃত মূল গ্রন্থের গণিতাধ্যায়ের শেষে আর একটা শ্লোক আছে,—

"পদ্মাসনস্য মুখজগুণানামাশ্রয়শুভস্বরূপবতীং।
শিষ্যধীবৃদ্ধিদং কৃত্বা লল্লোঽহং স্তৌমি পার্ব্বতীং।
ব্রহ্মবিদ্যাং মহামায়াং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্চ্চিতাম্ ॥"

এই শ্লোকটি সুধাকর দ্বিবেদি-ধৃত পাঠে নাই। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, লল্লাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'।

২। Warren, *Kala Sankalita*, Madras, 1825, pp. 9, 369*f.* আরো দেখ, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, ১৮১৮ শকবর্ষ, ৪৯২ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তিনি রামেশ্বরের মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর গণনা করিয়াছেন নাকি। সেই হেতু ওয়ারণ মনে করেন যে, তিনি তৈলঙ্গ দেশবাসী। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। (পরে দেখ)।

'সূরি' উপাধি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, মল্লিকার্জ্জুন জৈনপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সনাতন বেদপন্থী ছিলেন। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র উপক্রমে তিনি এই দেশের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণপূর্ব্বক আপনার ইষ্টদেবী চরাচরজগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন ; যথা,—

"শ্রীমহাগণাধিপতয়ে নমঃ। শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানপ্রারম্ভঃ। শুভমস্তু। শ্রীরস্তু॥

শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ১॥
সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যানামানুজো মল্লিকার্জ্জুনঃ
প্রবক্ষ্যে শিষ্যধীতন্ত্রটীকাং স্পষ্টাং যথার্থতঃ॥ ২॥"

গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। টীকার মধ্যেও বিভিন্ন স্থলে মল্লিকার্জ্জুন বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতাকে বন্দনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা 'ত্রিপ্রশ্নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ ;" শেষে আছে "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।" 'রাহুপর্ব্বানয়নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ শ্রীরামায় নমঃ" এবং 'গ্রহোদয়াস্তময়পৌর্ণমাসীকরণাধ্যায়ে' "শ্রীবিঘ্নরাজায় নমঃ। হরি ওঁ। হয়বদনায় নমঃ।" মল্লিকার্জ্জুন সূরি যে সনাতন বেদপন্থী ছিলেন, এই সম্বন্ধে কোন সংশয় অতঃপর থাকিতে পারে না।

কাল

মল্লিকার্জ্জুন-প্রণীত যেই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কালের উল্লেখ নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে' তিনি তিনটা উদাহরণ দ্বারা গণনা-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার দুইটাতে তিনি ১১০০ শক সালের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাশ্চতুঃসহস্রাণ্যেকোনাশীত্যধিকদ্বিশতানি চ ৪২৭৯। তৎ ফাল্গুন-পঞ্চদশ্যামমাবস্যায়াং সোমবাসরে দ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬। সোমবারো গতঃ ভৌমবারে সূর্য্যোদয়কালিকো দ্যুগণোঽয়ং।"১)

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাঘাদিম্নাঃ সূর্য্যাদীনাং স্বস্বভাগহারাপ্তবীজফলং…" ২)

অপর উদাহরণে তিনি ১১০৭ শককাল গ্রহণ করিয়াছেন।

"অত্রোদাহরণম্। পূর্ব্বোক্তব্যাখ্যানক্রমেণ প্রকাশপট্টণে বিষুবচ্ছায়া ৫—৪৫। প্রাগ্‌যোজনানি ৮০। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ কলিগতাব্দাঃ ৪২৮৬। চৈত্রশুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে রব্যুদয়কালিকদ্যুগণঃ ১৫৬৫৪৭৭ ; ..."৩)

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (সূরিমতে, দ্বিবেদীর মুদ্রিত গ্রন্থের মতে ৫৪ শ্লোকের) টীকা ; পাণ্ডুলিপি, ২৯ পৃষ্ঠা।

২। ঐ ; পাণ্ডুলিপি, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩। পাতাধিকার, ১২ শ্লোকের টীকা ; পাণ্ডুলিপি, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

ইহাতে অনুমান হয় যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ গণনায়, ১১০০ শক, ফাল্গুনী অমাবস্যা, সোমবার = ২০শে মার্চ্চ, ১১৭৮ খ্রীষ্টকাল এবং ১১০৭ শক, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার = ৫ই মার্চ্চ, ১১৮৫ খ্রীষ্টকাল।

ঐ সময়ে মিথিলায় চণ্ডেশ্বর নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্তের' এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন।১ তাহাতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে তিনি ১১০০ ও ১১০৭ শককালের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"অত্রোদাহরণম্। একাদশশতমিতশাকে ১১০০ পূর্ব্বোক্ত...। একাদশশতমিতশাকে ফাল্গুনামাবস্যায়াং সোমদিনে দ্যুগণ এষ সৃষ্ট্যাদিকঃ সিদ্ধসংখ্যাঃ"

"অত্রোদাহরণম্। কলিযুগাৎ প্রাক্...। অতঃ কলিযুগে একাদশশতমিতশকান্তে ১১০০ কলিগতাব্দাঃ ৪২৭৯ ফাল্গুনান্তে অমাবস্যায়াং সোমদিনে কলিগতাব্দদ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬।"

"অত্রোদাহরণম্। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ চৈত্র শুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে ব্যবহারিকবর্ত্তমানযুগে কলিযুগাদিকে জা (? যা) তাব্দাঃ ষড়শীত্যধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি ৪২৮৬ দ্যুগণঃ..."

এই ভাষ্যে চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুন-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যানে'র উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"অয়ং যন্ত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতঃ সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যানামানুজেন মল্লিকার্জ্জুনেন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়শলাকয়া ব্যাখ্যানে সম্যক্ প্রোক্তঃ।"২

এইরূপে মল্লিকার্জ্জুনের জীবিতকাল—১১০০ শক—একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে দেবগিরিতে ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক) বিরাজমান ছিলেন। তিনি ১১০৫ শকে 'করণকুতূহল' প্রণয়ন করেন। অপর দিকে দেখা যায়, উহা হিন্দুস্থানে জ্যোতিষচর্চ্চার অন্তিম কাল। ঐ সময়ের অল্প কাল পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড বাত্যা আসিয়া এ দেশের জ্ঞানমহীরুহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল।৩

গ্রন্থ-পরিচয়

এই পর্য্যন্ত আমরা মল্লিকার্জ্জুন-রচিত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। দুইটাই টীকাগ্রন্থ। একটা লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যান, অপরটা 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র ব্যাখ্যান।

'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র গ্রহগণিতাংশের একখানি পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আছে। উহা মহীশূর রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু-

১। "মৈথিল বাজপেয়সোমযাজী শ্রীচণ্ডেশ্বরাচার্য্য-বিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে"র নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির একখানি প্রতিলিপি ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে। ঐ পাণ্ডুলিপি বহু স্থানে খণ্ডিত; পাঠও বহু ভ্রষ্ট। ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের এই গ্রন্থের কিয়দংশের—মাত্র ১১, ১২, ও ১৩, অধ্যায়ের—পাণ্ডুলিপি 'ভাউদাজী সংগ্রহে, (রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বে শাখার গ্রন্থাগারে) সংরক্ষিত আছে। (H. D. Velankar, *Bhau Daji Collection*, p. 95, Ms. No 293).

২। পাণ্ডুলিপির পাঠ নিম্নপ্রকার :—"অয়ং যন্ত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতো সর্ব্বজ্ঞানগণকাচার্য্যাণামনুজেন মল্লিকার্জ্জুন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়শলাকয়া ব্যাখ্যান সমাক্ প্রোক্তঃ।"

৩। এই বিষয়ে লেখকের "হিন্দুগণিতের অবনতি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'পঞ্চপুষ্প,' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, ২২৫-২৩২ পৃষ্ঠা।

লিপির প্রতিলিপি মাত্র। গোলগণিতাংশের ব্যাখ্যান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র টীকা অপর কোন প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই সুতরাং মল্লিকার্জ্জুনের টীকা খুব মূল্যবান্। উহার অপর বৈশিষ্ট্য পরে প্রসঙ্গানুসারে প্রদর্শিত হইবে।

মল্লিকার্জ্জুন সূরি-রচিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যান' আমরা এই পর্য্যন্ত দেখি নাই। লণ্ডন নগরীস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের 'ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহে' উহার কতকাংশ আছে।[১] অপর কোথাও আছে কি না, সেই সন্ধান পাই নাই। অথচ এক সময়ে উহার প্রামাণ্য যে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্বীকার করিতেন, মৈথিল চণ্ডেশ্বরের লেখা দৃষ্টে উহা মনে হয়। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্য্যন্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের যতগুলি টীকার নাম জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে মল্লিকার্জ্জুনের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কারিকা

"চৈত্রাদৌ গ্রহবিজ্ঞানং প্রাগ্জোক্তং বক্ষ্যতেঽধুনা।
অব্দেশশুদ্ধিনাড্যোকাৎ[২] শুদ্ধিঃ শোধ্যা দিনাধিপঃ ॥ ১ ॥
শুদ্ধিদিনগণাৎ জ্ঞেয়ঃ চৈত্রাদাবৃণসংজ্ঞকঃ।
তস্মাদংশাদিকং প্রাগ্বচ্চক্রাচ্ছুদ্ধো রবিস্তথা ॥ ২ ॥
তস্মাৎ প্রাগ্বৎ ধ্রুবাঃ শোধ্যা ভৌমাদ্যা ব্যত্যয়াদগু।
শুদ্ধির্ভবগুণাঃ শোধ্যাঃ সমাদ্যবমশেষতঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছেশোঽবমশেষঃ স্যাৎ অধিকা চেত্তদন্তরম্।
ঋণাখ্যোঽবমশেষঃ স্যাৎ ততঃ প্রাগ্বদ্রবৌ বিধুঃ ॥ ৪ ॥
চৈত্রাদিতিথয়োঽল্লাঃ স্যুঃ যদা শুদ্ধিস্তদন্তরম্।
শুদ্ধিস্তাৎকালিকী জ্ঞেয়া শেষং প্রাগ্বৎ গ্রহা অপি ॥ ৫ ॥
অব্দাদ্যহর্গণঃ প্রাগ্বদ্‌গুণিতশ্চন্দ্রভূষণৈঃ।
অব্দাদ্যবমশেষাদ্যো দিনাদ্যবমশেষকম্ ॥ ৬ ॥
যদি হ্যন্তরং স্যাদল্পমধিকং চেত্তহূনিতম্।
ইত্যেবাবমশেষঃ স্যাচ্চন্দ্রসিদ্ধ্যৈ দিনে দিনে ॥ ৭ ॥
গোঽগৈকবহ্নি (৩১৭৯) যুক্ শাকাব্দিগ্ (১০) গুণাদ্ভাস্করাদিতঃ।
দ্ব্যর্থাঙ্গাঙ্কৈ (৯৬৫২) খনন্দাঙ্গৈ (৬৯০)
রব্ধিতত্ত্বৈঃ (২৫৪) কুপঞ্চভিঃ (৫১) ॥ ৮ ॥
গজাঙ্কাব্ধিভিঃ (৪৯৮) .... (১৬৩) খখার্থৈ (৫০০) রব্ধ্যগেন্দুভিঃ (১৭৪)।
খেন্দ্রৈরাপ্তা বিধূচ্চস্য লিপ্তাদ্যাং সূর্য্যসম্মতম্ ॥ ৯ ॥
জ্ঞশীঘ্রার্কজভৌমেষু যুঞ্জাদন্যেষু শোধয়েৎ।
নত্বনার্য্যাম্বুজেনেত্থং শিষ্যধীতন্ত্রমূর্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥

১। H. H. Wilson, *Mackenzie Collection*, second edition, 1828, Calcutta, p. 162.

২। পাঠান্তর—"অব্দেন্দুশুদ্ধিনাড্যোকাৎ"

ত্রিঘ্নঃ কলিগতাব্দৌঘঃ খনখাপ্তোঽংশকাস্ততঃ ।
বেদার্থাপ্তবশেষৈষ্যে দ্বয়োরল্পং চলাংশকাঃ ॥ ১১ ॥
ভৌমাদিমন্দতুঙ্গাংশা নগার্কনখদস্রকাঃ ।
খাত্যষ্টিখাষ্টখাব্ধ্যশ্বি কেন্দ্রং তুঙ্গোনিতে গ্রহে ॥ ১২ ॥
মন্দচ্ছেদাস্ত্রিষড়্দস্রাঃ শ্রুতীশাশ্চন্দ্রসায়কাঃ ।
গজার্কারবিচন্দ্রশ্চ ত্রিষড়্দস্রাঃ শরাচলাঃ ॥ ১৩ ॥
মন্দে দোর্জ্যা দশাভ্যস্তা স্বচ্ছেদাপ্তাঃ কলাঃ ফলং ।
স্বর্ণং কেন্দ্রে তুলাজাদ্যে তেনার্কেন্দু স্ফুটৌ তয়োঃ ॥ ১৪ ॥
দোর্জ্যান্তরগুণাভুক্তিস্তত্ত্বদস্রোদ্ধৃতা পুনঃ ।
দিগ্ঘ্নাচ্ছেদাহৃতা লিপ্তাঃ কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ॥ ১৫ ॥
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্বেষ্টগতির্মন্দকুজাদিষু ।
পঞ্চাগ্নিদশলিপ্তোনদ্বীষবোঽষ্টশরা গ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥
ভৌমভার্গবসৌরীণাং গুণাঃ শৈঘ্রবুধেজ্যয়োঃ ।
তিথিরামকলাযুক্তা গুণকৌ ভৃগুণানৃপাঃ ॥ ১৭ ॥
শীঘ্রাচ্ছোধ্যে গ্রহে কেন্দ্রে স্বদোর্জীবাঙ্ক কোটিজাং ।
গুণাভ্যস্তাং ভজেৎ খেভৈর্বাহুকোট্যোঃ ফলে স্বকে ॥ ১৮ ॥
কোটিলব্ধোনযুক্ত্রিজ্যা কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ।
তদ্বর্গাদথ দোর্লব্ধবর্গযুক্তাৎ পদং শ্রুতিঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রিজ্যা বাহুফলাভ্যস্তা স্বকর্ণাপ্তা ফলজ্যকা ।
তদ্ধনুঃ স্বফলং শৈঘ্র্যং কলাদ্যং ভূসুতাদিষু ॥ ২০ ॥
স্বর্ণং তেন গ্রহাঃ স্পষ্টাঃ কেন্দ্রে মেষতুলাদিকে ।
আদৌ শীঘ্রদলং মধ্যে মান্দমৰ্দ্ধং ততঃ পরম্ ॥ ২১ ॥
মান্দং সর্ব্বং গ্রহে মধ্যে শৈঘ্রঞ্চেতি স্ফুটাঃ গ্রহাঃ ।
ত্রিজ্যান্ত্যকর্ণবিশ্লেষাদ্গত্যোর্বিশ্লেষসংগুণাৎ ॥ ২২ ॥
শীঘ্রকর্ণোদ্ধৃতং লিপ্তাঃ কর্ণে ত্রিজ্যাধিকোণকে ।
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্পষ্টাঃ বক্রভুক্তির্মহদ্গুণে[১] ॥ ২৩ ॥
অংশবর্গঃ খখত্র্যগ্নিগুণো লিপ্তাকৃতির্ভবেৎ ।
লিপ্তাবর্গাৎ পদং খর্ত্তুহৃতমংশপদং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
কল্পাদেদ্যুগণাদ্রাহুঃ সবীজো ভগণাদিকঃ ।
ভগণাদ্যর্কসংযুক্তঃ সষড়্ভোঽংশীকৃতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
খধৃত্যাপ্তঃ ফলার্কোননগৈঃ শেষাস্ত পর্ব্বতঃ ।
কেন্দ্রশক্রধনাধীশবরুণাগ্নিযমাঃ ক্রমাৎ ॥ ২৬ ॥
এতে গ্রহণপর্ব্বেশাঃ খধৃত্যাপ্তস্ত তদ্গতং ।
গম্যং বা ধৃতিশক্রোনং তদা গ্রাসোঽর্কচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭ ॥

১। পাঠান্তর—"বক্রভুক্তির্মহৎখ্যগে"

দ্যুগণাদ্ভগবহ্ন্যনাং খাগ্নাভিঃ খর্ত্তুবহ্নিভিঃ।
লব্ধং দ্বিত্রিগুণং সৈকং সূর্য্যাদ্যা নগহৃৎ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥
শেষৌ সাবনমানস্য বিজ্ঞেয়ৌ মাসবর্ষপৌ।
প্রাক্‌প্রত্যগধ্বনঃ খেভৈরাপ্তং দেশান্তরং ঘটিঃ ॥ ২৯ ॥
স্বদেশমধ্যরাত্রোর্দ্ধে শরেন্দুঘটিকাক্ষণে।
প্রাগ্‌দেশান্তরনাড্যাদ্যে লঙ্কায়াং ভাস্করোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্দেশান্তরনাড়ীভিঃ প্রত্যগূনে তু তৎক্ষণে।
তদূর্দ্ধেষ্টঘটি দ্বিঘ্না হোরেশাঃ স্যুঃ শরোদ্ধৃতাঃ ॥ ৩১ ।
আদ্যো বারাধিপঃ স্বেষ্টস্তত্তৎষষ্ঠ্যাস্তথাপরে।
দ্বাদশঘ্না গুরোর্যাতা ভগনাস্তদ্‌গ্রহান্বিতাঃ ॥ ৩২ ॥
অব্ধ্যশ্ব্যনা হৃতা ষষ্ট্যা শেষাব্দাঃ প্রভবাদয়ঃ।
বার্হস্পত্যাস্ততো ভাগাঃ সূর্য্যাভাস্তা নভোগুণৈঃ ॥ ৩৩ ॥
আপ্তা লব্ধং গুরোর্মাসাঃ তচ্ছেষাঃ দিবসাদিকাঃ।
ইত্যুক্তং শিষ্যধীতন্ত্রে পর্ব্বজ্ঞানাদিকং ময়া ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেপঘ্নাক্ষাঙ্গুলা দিগ্‌ভিরসবঃ ক্ষেপদিশ্যথ।
তৎ সংস্কৃতং বিধোঃ স্পষ্টং চরার্দ্ধং চরখণ্ডজম্ ॥ ৩৫ ॥
চন্দ্রজ্ঞশুক্রসূর্য্যারসুরেড্যার্কিভমণ্ডলম্।
উর্দ্ধোর্দ্ধগাঃ ক্রমাত্তেষামধস্থো গ্রাহকৌ যুতৌ ॥ ৩৬ ॥
দোর্জ্যান্তরঘ্নভুক্ত্যংশা দিগাপ্তাঃ তদ্‌গতজ্যকাঃ।
তদ্‌গুণান্ত্যফলজ্যায়াঃ ত্রিজ্যাপ্তাঃ ফলকার্ম্মুকম্ ॥ ৩৭ ॥
মান্দং ফলং গতৌ স্বর্ণং কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে।
শৈঘ্র্যে স্বকেন্দ্রভুক্তিজ্যা গুণিতাঽন্ত্যফলজ্যয়া ॥ ৩৮ ॥
কর্ণাপ্তা তদ্ধনুর্ভুক্তৌ কর্ণে ত্রিজ্যাদিকে ধনম্।
কর্ণে ন্যূনে ঋণং ভুক্তৌ বক্রভুক্তির্মহত্যাণে ॥ ৩৯ ॥
বিম্বার্দ্ধশুক্লবিশ্লেষবর্গাৎ ষড়্‌গুণিতাৎ পুনঃ।
বিম্ববর্গান্বিতং মূলং ধনুঃ কৃষ্ণেঽপি কৃষ্ণতঃ ॥ ৪০ ॥
বিম্বব্যাসো ধনুর্জ্যা স্যান্মধ্যা স্যাদ্দক্ষিণোত্তরা।
বিন্যস্য ধনুষো মধ্যাৎ শুক্লকৃষ্ণাগ্রবিন্দুতঃ ॥ ৪১ ॥
দক্ষিণোত্তরবিন্দ্বোস্তু ধনুঃ কোটিদ্বয়ং ন্যসেৎ।
ধনুষা খণ্ডিতং বিম্বং যথেভাসীত্তথাবী... ॥ ৪২ ॥
শুক্লখণ্ডং সিতে পক্ষে প্রত্যক্ স্যাদ্বিধুমণ্ডলে।
প্রাচীনং কৃষ্ণখণ্ডং স্যাৎ কৃষ্ণং ব্যক্তং সিতাসিতং ॥ ৪৩ ॥
অষ্টম্যাং উর্দ্ধতোঽধস্তাৎ প্রাক্‌ প্রত্যক্‌খণ্ডয়োঃ ক্রমাৎ।
ইন্দোঃ শৃঙ্গোন্নতির্জ্ঞেয়া পক্ষয়োরুভয়োর্ব্বুধৈঃ ॥ ৪৪ ॥"

ইহা বলা উচিত যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এই কারিকা রচনা করেন

নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখনও তাহাতে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণার্থ (২৫-৩৪ শ্লোক), কোথাও উক্ত বিষয়কে সুখোপায়ে জ্ঞাপনার্থ (৩৫, ৪০—৪৪ শ্লোক), কখনও বা কালান্তরে কর্ত্তব্য বীজসংস্কারার্থ (১২-২৩ শ্লোক), এই প্রকার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থলে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। আমরা সমস্তগুলি এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া দিলাম মাত্র। শ্লোকগুলি ব্যাখ্যানের বিভিন্ন অংশে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাদের সংখ্যা গ্রন্থকার ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা উহার ব্যতিক্রম করি নাই। সূরি নিজে ঐ সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানও রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে ভয়ে আমরা তাহা দিলাম না।

ঐতিহাসিক সন্দেশ—লল্লাচার্য্যের জন্মস্থান

হিন্দু জ্যোতির্গণিতের ইতিহাসের দৃষ্টিতে মল্লিকার্জ্জুনের রচনার বিশেষ মূল্য আছে। অদ্যাবধি অজ্ঞাত কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। তাহার কোন কোনটার উল্লেখ আমরা এ স্থলে করিতেছি। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র প্রণেতা লল্লাচার্য্য হিন্দুস্থানের কোন্ অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। মল্লিকার্জ্জুনের লেখা হইতে জানা যায় যে, লল্লাচার্য্য লাটদেশবাসী। চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতির বর্ণনা করিতে গিয়া লল্লাচার্য্য লাট-নারীর সীমন্তশোভার সঙ্গে উহার তুলনা করিয়াছেন।

"বাহ্বঙ্গুলানি যত এব নিবেশিতানি
শৃঙ্গং তু তন্নমতি শেষমিহোন্নতং স্যাৎ।
শুক্লেঽর্দ্ধবিম্বসদৃশে দলিতেঽর্দ্ধমৌর্ব্যা
লাটীললাটতটরূপধরঃ শশাঙ্কঃ ॥"১

এই শ্লোকের ব্যাখ্যান অবসরে মল্লিকার্জ্জুন টিপ্পনী করিয়াছেন যে, "লল্লাচার্য্যেণ দেশপক্ষপাতাৎ লাটস্ত্রীণাং প্রশংসার্থং তাসাং মুখং সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিত্যুক্তম্।" জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত মানবসাধারণ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম লাট। তখন গুর্জ্জর বলিতে মাত্র উত্তরাংশকে বুঝাইত। গুর্জ্জর ও মালবের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম লাটদেশ।২

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ,' দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, চন্দ্রশৃঙ্গোন্নত্যধিকার, ১৭শ শ্লোক।

২। দাক্ষিণ্যচিহ্ন সূরি ৬৯৯ শকে 'কুবলয়মালা কথা' নামে একখানি কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি আঠারটি প্রাদেশিক ভাষার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যেই ক্রমে ঐ সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই, "...সিন্ধু-মরু-গুর্জ্জর-লাট-মালব-কর্ণাটক......।" লাটদেশের ভাষার নমুনাস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ণ্হাউলিও-বিলিত্তে কয়সীমন্তে সুসোহিয়সুগত্তে।
'আহম্হ কাইং তুম্হং মিত্তু' ভণিবে পেচ্ছএ লাড়ে॥"

[সংস্কৃতছায়া—স্নাতোল্লিপ্তবিলিপ্তান্ কৃতসীমন্তান্ সুশোভিতসুগাত্রান্।
'আহম্হ কাইং তুম্হং মিত্তু' ভণতঃ প্রেক্ষতে লাটীয়ান্॥]

ইহাতেও লাটনারীর সীমন্তশোভার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। *Three Apabhramsa Works of Jinadattasuri*, edited by L. B. Gandhi, 1927, Baroda, Gaekwad Oriental Series, vol. xxxvii, Introduction, p. 91, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোমসিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ প্রাচীন জ্যোতিষসিদ্ধান্ত গ্রন্থের দুইটির নাম—সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং সোমসিদ্ধান্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অদ্যাবধিও গণকসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু সোমসিদ্ধান্ত একেবারে অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে কালে সংস্করণবশতঃ এই দুই সিদ্ধান্ত এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল স্বরূপ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইদানীন্তন কালে তাহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, উহা তাহাদের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ অবলম্বনে হইয়া থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, সোমসিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্য। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ'-রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতও তাহাই। কিন্তু মল্লিকার্জ্জুনের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ও সোমসিদ্ধান্তে বিশেষ প্রভেদ আছে। তিনি বলেন, "সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।"১ সেই হেতু তিনি কোন কোন বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের, অপর বিষয়ে সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

"অস্মিন্ শিষ্যধীমহাতন্ত্রে সম্যক্ পরিজ্ঞাতে গণকানাং গোলাধ্যায়পর্য্যন্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তং সম্যক্ পরিজ্ঞায়তে। যদ্বিশেষজ্ঞানং ততোঽপ্যধিকমেব জ্ঞানং স্যাৎ। তস্মাদত্র বর্ষান্তশুদ্ধিদিনাদিকমেব গ্রহাণাং পরিকল্প্য চৈত্রশুক্লপ্রতিপদাদিতিথিষু শুদ্ধিপর্য্যন্তং গ্রহানয়নং। অতঃপরং চন্দ্রসিদ্ধ্যর্থং প্রতিদিনমবমাবশেষকশ্চ সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্যাঃ গ্রহাঃ যথা ভবন্তি তথা চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতা অপি সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ সর্ব্বদা যথা ভবন্তি তথাস্মিন্নপি শিষ্যধীমহাতন্ত্রে গ্রহাঃ দৃগ্‌গোচরাঃ সন্তঃ তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্ঞায়ন্তে। যথা তথানুক্রমেতৎ সর্ব্বমস্মাভির্দর্শভিঃ শ্লোকৈঃ কথ্যতে।"২

এই বলিয়া তিনি তাঁহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কারিকোক্ত প্রথম দশ শ্লোকের ব্যাখ্যানশেষে মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—"অনেন বীজসংস্কৃতাঃ সূর্য্যভৌমবুধশীঘ্রগুরুশুক্রশীঘ্র-শনৈশ্চরাঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ, চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ।"৩ কারিকার ১২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে তিনি সোমসিদ্ধান্তোক্ত স্পষ্টীকরণ-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন।৪ সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মল্লিকার্জ্জুন সোমসিদ্ধান্তোক্ত গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুসম্প্রদায় সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন।

খণ্ডখাদ্যক-করণ

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫২০ শক) পরিণত বয়সে (৫৮৭ শকে) জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার নাম 'খণ্ডখাদ্য' বা 'খণ্ডখাদ্যক'।৫ এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আর্য্যভটতুল্যফল" গণনা করাই তাঁহার

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র; সুরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে, 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের) টীকা দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপি ৬২-৩ পৃষ্ঠা।

২। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোকের টীকা। পাণ্ডুলিপি ২৪ পৃষ্ঠা।

৩। পাণ্ডুলিপি, ২৮ পৃষ্ঠা।

৪। পাণ্ডুলিপি, ৩৬-৭ পৃষ্ঠা।

৫। মল্লিকার্জ্জুনের ব্যাখ্যানগ্রন্থের সর্ব্বত্র উহার 'খণ্ডকাদ্য' নাম পাওয়া যায়। উহা কি লেখকদোষ, না, গ্রন্থের প্রকৃত নাম, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্য। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র উদ্দেশ্যও তাহাই।[১] মল্লিকার্জ্জুন সূরি বলেন যে, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহকে সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।

"সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ। তস্মাৎ খণ্ডখাদ্যকরণে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তগোলবীজকৃতমধ্যমাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণেন স্পষ্টীকৃতাঃ।"[২]

"অনেন প্রকারেণ স্ফুটীকৃতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি। খণ্ডখাদ্যকেঽপি কৃতবীজস্ফুটগ্রহাঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।"[৩]

বরাহমিহিরাচার্য্য-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় বিবৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহফলাদির সহিত যে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি, আধুনিক কালে থিবো আকর্ষণ করেন।[৪] অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা আরও বিশদ করিয়া প্রদর্শন করেন।[৫] সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খণ্ডখাদ্যকের সম্পর্ক আছে, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। মল্লিকার্জ্জুনের লেখাতে সেই সন্ধান আমরা প্রথম পাই।

আর্য্যভটসিদ্ধান্ত

আচার্য্য আর্য্যভট-(জন্ম ৩৯৮ শক) বিরচিত একখানি মাত্র গ্রন্থই এখন পাওয়া যায়। উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'। উহাতে প্রদত্ত গ্রহফলাদি হইতে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির প্রভেদ দেখা যায়। অথচ খণ্ডখাদ্যকের উদ্দেশ্য "আর্য্যভটতুল্যফল" প্রদান করা, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কারণে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে, (প্রথম) আর্য্যভট-বিরচিত অপর গ্রন্থও ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ব্রহ্মগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যকে' সেই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।[৬] অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ও তাহাই বলেন।[৭] আর্য্যভট-বিরচিত একাধিক গ্রন্থের বা জ্যোতির্গণনা-পদ্ধতির সন্ধান বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।[৮] আমরা অদ্যাবধি এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি নাই।[৯] উহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ১৩শ অধ্যায়, ২২শ শ্লোক। "আর্য্যভটাভিধানসিদ্ধান্ত-তুল্যফলমেতদকারি তন্ত্রম্।"

২। পাণ্ডুলিপি, ৬২-৩ পৃষ্ঠা। ৩। পাণ্ডুলিপি, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', থিবো ও দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, Introduction pp. xix*f*.

৫। Probodhchandra Sengupta, "Aryabhata's Lost Work," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xxii, 1930, pp. 113-120.

৬। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা।

৭। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৮। বরাহমিহির-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৫ অধ্যায়, ২০ শ্লোক; ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১ অধ্যায়, ৫ ও ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯। এই পর্য্যন্ত আর্য্যভট নামে দুই জন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের কখন কখনও মনে হইয়াছে যে, ঐ নামের ততোধিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাহার ইঙ্গিতও করিয়াছি। "Two Aryabhatas of Al-Biruni" নামক আমাদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xvii, 1926, pp. 59-74, বিশেষভাবে ৬৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে না। তবে আর্য্যভটের গ্রহবিজ্ঞান সম্বন্ধে মল্লিকার্জ্জুনের মত কি, তাহার উল্লেখ করিব। কারণ, ভবিষ্যতে যিনি এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ইহা তাঁহার উপকারে আসিবে। মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—

"আর্য্যভটাচার্য্যমতে ভৌমাদীনাং মন্দোচ্চপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যতে। গ্রহাণাং স্ফুটীকরণপ্রকারা অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহাঃ স্বল্পান্তরাঃ ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্ব্বদিগ্‌ভাগাদিকলাঙ্কাৎপরিমাণস্য স্থূলগণনাদনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্যাশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারার্য্যভটাচার্য্যেণোক্তং। তস্মাদেষাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেণ প্রকারেণাস্থধাগোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চানামিচ্ছাকর্ষণবশাচ্চ ভগণগ্রহাদ্দৃক্তুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহুধা জ্ঞাতব্যং। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংমত্যাদ্দ্বিতীয়পাঠোঽস্তি...।"১

ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রহসংস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আর্য্যভট বহু গণনা-প্রকার লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি পুরোগত গণিতাচার্য্যদের উদ্ভাবিত প্রকারের সারসংগ্রহ মাত্র.২

গ্রহসংস্থান

স্বসময়ে গ্রহাদির ধ্রুবক, বীজফল এবং সংস্থান কি ছিল, মল্লিকার্জ্জুন তাহা প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৩ আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের কতিপয়ের পাঠ যে ভ্রষ্ট, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। অপর কতিপয়ের সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়াতে আমরা উহাদের পাঠশুদ্ধি বিনিশ্চিত করিতে পারিলাম না। যেমনটি আছে, তেমনটিই দিলাম। সহজবোধ্য অশুদ্ধ অঙ্কের পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দিয়া সংশোধিত করা গেল। যে সকল গ্রহের কোন সংস্থানের—মধ্য কি স্ফুট—পাঠ ভ্রমপূর্ণ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, সে সকল গ্রহের পূর্ব্বে (?) চিহ্ন দেওয়া হইল। বীজফল ও ধ্রুবক সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না।

১। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র'; সুরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা।

২। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, মল্লিকার্জ্জুন সুরির (১১০০ শাক) পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে দুই জন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম জন ৪২১ শাকে 'সায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত' অনুসরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অপরে ৮৭২ শাকের আসন্নকালে 'পরাশরসিদ্ধান্তে'র অনুসরণে সিদ্ধান্ত রচনা করেন। মল্লিকার্জ্জুন এই দুই গণকের মধ্যে গোল পাকাইতেছেন কিনা, বিচার্য্য।

৩। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (সুরিমতে ; দ্বিবেদীমতে ৫৪ শ্লোকের) টীকা। পাণ্ডুলিপি ৩০-১ পৃষ্ঠা। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মৈথিল চণ্ডেশ্বরাচার্য্য-প্রদত্ত তৎকালিক গ্রহসংস্থান কথঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁহার মতে ঐ সময়ে স্ফুটগ্রহসংস্থান এই,—

রবি	=	১১ রা	২৩°	৫২′	১৪″	শুক্র	=	৯ রা	৪°	১৫′	৫৩″
চন্দ্র	=	১১ রা	২৫°	৭′	৭″	শুক্রশীঘ্রোচ্চ	=	৮ রা	১২°	১৬′	৪২′
মঙ্গল	=	০ রা	৮°	৪৫″	৬″	শনি	=	২ রা	৩°	২৯′	৫৩″
বুধশীঘ্রোচ্চ	=	৯ রা	১°	১১′	৪২″						

(১) ১১০০ শাকে সূর্য্যাদির বীজফল,—

সূর্য্যফল =	— ৪′ ২৮″
চন্দ্রফল =	— ৬২′ ১″
মঙ্গল ফল =	+ ১৬৮′ ২৮″
বুধশীঘ্র ফল =	+ ৮৩৯′ ১″
বৃহস্পতি ফল =	— ৮৫′ ৫৫″
শুক্রশীঘ্র ফল =	— ২৬′ ৩১″
শনি ফল =	— ৫′
রাহু ফল =	— ৪৫′ ৫৫′
চন্দ্রোচ্চ ফল =	— ৩০৫′ ৩৯″

চৈত্রশুক্ল প্রতিপদ্, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে গ্রহ-সংস্থান,—

	মধ্যগ্রহ				স্ফুটগ্রহ			
সূর্য্য	১১ রা	২৪°	১১′	২৭″	...	...		
চন্দ্র	১১ রা	২৯°	২৩′	৫৭″	১১ রা	২৮°	২১′	৫৬″
মঙ্গল	০ রা	৬°	৪′	১০″	০ রা	৮°	৫২′	২৮″(?৩৮″)
বুধশীঘ্র	৮ রা	১৮° (?৩৮°)	১৫′	৪০″	৯ রা	২°	১৪′	৪১″
? বৃহস্পতি	৯ রা	৫°	৪′	১৫″	৯ রা	৪°	১৭′	১০″
? শুক্রশীঘ্র	৮ রা	১৭°	৪′	৪০″	৮ রা	১২°	২৪′	৯″
? শনি	২ রা	২৪°	৫৭′		২ রা	৩°	০′	৩২″
? রাহু	৬ রা	১°	৩৭′	৩২″	৫ রা	১৮°	১৭′	২৩″
চন্দ্রোচ্চ	১০ রা	০°	৬′	৭″	৯ রা	৫৫°	০′	২৮″

ধ্রুবক,—

ভৌম ধ্রুব	=	০ রা	৯°	৯′	২৯″
বুধশীঘ্র ধ্রুব	=	৯ রা	১২°	২২′	৫৪″
গুরু ধ্রুব	=	৯ রা	৬°	১২′	২৮″
শুক্রশীঘ্র ধ্রুব	=	৮ রা	২৬°	৩১′	১৬″
শনি ধ্রুব	=	২ রা	২°	১৬′	৪৭″
রাহু ধ্রুব	=	০ রা	৭°	৫৫′	১৬″
চন্দ্রোচ্চ ধ্রুব	=	৭ রা	০°	৪৫′	৩০″

রা=রাশি। মল্লিকার্জ্জুন এখানে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এতে খণ্ডশুদ্ধিদ্যুগণানীতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ। চন্দ্রোচ্চরাহূ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যৌ। এতয়োঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তে ভাগাধিক্যমনয়োরেব ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিপ্তান্তরমল্পমেব। গোলবীজখণ্ডখাদ্যকোক্তার্কাদি-ভিন্নস্থিতে এতে সর্ব্বে সবীজা অর্কাদয়ো রাহুচন্দ্রোচ্চাসহিতাস্তুল্যা এব চ।"

(২) ১১০৭ শাকে, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে :—

মধ্য রবি	=	১১ রা	৮°	৩২′	অয়নাংশ	=			১০′	১৭″
মধ্য চন্দ্র	=	১১ রা	২৯°	২৯′	চন্দ্রার্কযোগ	=	১১ রা		২৭°	২১′
চন্দ্রোচ্চ	=	৮ রা	৭°	১′	ন্যূন লিপ্তা	=				১৫৯′
রাহু	=	০ রা	৩১°	৩৭′	তৎকাল রবি	=	১১ রা		২১°	৭′
স্ফুট রবি	=	১১ রা	১০°	৪০′	চন্দ্র	=	০ রা		৮°	৫৩′
স্ফুট চন্দ্র	=	১১ রা	২৬°	৭′	রাহু	=	১ রা		৩°	৩৬′
রবিভুক্তি	=		৫৯′	৩০″	রবি দক্ষিণ ক্রান্তি	=	২১৫′			
চন্দ্রভুক্তি	=		৮৪৩′	৩০″	চন্দ্রোত্তর ক্রান্তি	=	২১৫′			
					দক্ষিণ বিক্ষেপ	=	১৫৫′			
					চন্দ্রস্ফুটোত্তর ক্রান্তি	=	৬০′			

জ্যোতিষে পারদর্শিতা

জ্যোতিঃশাস্ত্রে মল্লিকার্জ্জুন সূরির পারদর্শিতা এবং কৃতিত্ব বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার বিরচিত সমস্ত গ্রন্থের অভাবে এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নহে। অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থের পাঠ ভ্রষ্ট বলিয়া তাহার আধারে অনুমান করাও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। তথাপি ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, মল্লিকার্জ্জুন জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কারিকাই উহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লল্লাচার্য্যের গ্রন্থে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণ, তাহাতে বিবৃত কোন কোন বিষয়কে সুখোপায়ে আনয়ন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কারিকা রচনা করেন। শাস্ত্রে অপারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে উহা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বাহ্য প্রমাণও আছে। বাঙ্গালী মল্লিকার্জ্জুন ও মৈথিলী চণ্ডেশ্বর সমসাময়িক ছিলেন। চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিকার্জ্জুন সাধারণ পণ্ডিত হইলে তাঁহার যশ ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া মিথিলায়ও ব্যাপ্ত হইত না। অপর পক্ষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়)—যিনি সর্ব্ববাদিমতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতিক, তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ চণ্ডেশ্বর বা মল্লিকার্জ্জুন কেহই করেন নাই। মল্লিকার্জ্জুন যন্ত্ররচনায় বিশেষ কৃতী ছিলেন বোধ হয়। নতুবা চণ্ডেশ্বর স্বরচিত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের ভাষ্যে মল্লিকার্জ্জুনের যন্ত্রবিবরণ উদ্ধৃত করিতেন না।

চণ্ডেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক গণক মল্লিকার্জ্জুন সূরির নাম করিয়াছেন, অথচ তদপেক্ষা বহু কৃতী এবং খ্যাতিমান্ সমসাময়িক গণকচূড়ামণি ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই, ইহা মল্লিকার্জ্জুনের বাঙ্গালীত্বের অপর প্রমাণ। ভাস্করের জন্মস্থান দেবগিরি (খান্দেশ জেলায়) চণ্ডেশ্বরের জন্মস্থান মিথিলা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাই ভাস্করের কৃতিত্বখ্যাতি তখনও মিথিলা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় নাই। অপর পক্ষে মল্লিকার্জ্জুনের জন্মভূমি বঙ্গদেশ মিথিলার সন্নিকটবর্ত্তী। অধিকন্তু তাঁহাদের সমকালে বাঙ্গালার বিদ্যাপ্রবাহের সঙ্গে মিথিলার বিদ্যাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই হেতু মল্লিকার্জ্জুনের কৃতিত্বখ্যাতি চণ্ডেশ্বরের কানে পৌঁছিয়াছিল, তাহা খুবই স্বাভাবিক। ঐ হেতুই মল্লিকার্জ্জুনের জন্মস্থান ওয়ারেন ও দীক্ষিতের অনুমানানুরূপ সুদূর তেলেগুদেশে (রামেশ্বরের সন্নিকটে) হইতে পারে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন

[শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মূল পুঁথির যথাযথ অনুলিখন]

উর্ত্ত্বর[১] না (দে)য়[২] ভাই কিসের কারন[৩] —ধুঃ য়াম্যা[৪] সব নিজ দাস—কথ্যা[৫]
জাও[৬] কার পাস—ভাই ২ বুলি শ্রীদামে কর ক্রন্দন—দাস প্রতি দেখ
ভাই.…[৭] নয়ান—ধুঃ—। দুই হাত দিয়া মাথে—শ্রীদামে কান্দে রাজপদে—[৮]
কান্দিয়া ২ শ্রীদামে বোলে—……রৈল দাদা মাএর কোলে—ধুঃ।
চাহিয়া দেখ ঠাই ঠাই বাথানেতে রইল গাই—উঠ ভাই কানাই চল
গোটেতে[৯] জাই—গোটে গীয়া[১০] করি গিয়া (খে)লা—শ্রীদামের কথা
যুনি[১১]—যুখি হইল চক্রপানি—**চণ্ডিদাসে**[১২] বোলে সার—কৃষ্ণগতি
সোভাকার[১৩]—এথা কৃষ্ণ য়ন্তরে জানিল—জসোমতি ভুমিপরি

১। উর্ত্ত্বর—বানান, বোধ হয়, দীর্ঘ উকার দিয়া করা হইয়াছে। হরফে মাত্রার উপরিস্থ তির্য্যগ্‌ রেখার অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। অক্ষরের নিম্নভাগে বক্ররেখার দ্বিত্ব হইতে দীর্ঘ উকার অনুমান করা হইতেছে।

সংযুক্ত অক্ষরের সঙ্গে 'রেফ্' জুড়িয়া দেওয়া এতদঞ্চলের উচ্চারণ ও বানানের একটি বিশেষত্ব। পুঁথির দুঃর্ক্ষ, দুঃর্খ, বির্দ্ধ (বৃদ্ধ) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আমাদের ছাত্র-বন্ধুরাও প্রায়ই লিখিয়া থাকেন, "জর্ম্ম' 'শর্য্যা,' 'সাহার্য্য' ইত্যাদি।

২। নায়=নাই ; অথবা না (দে)য়, না দেয়=না দেহ ['দেও' অর্থে 'দেহ'র পরিবর্ত্তে 'দে' পুঁথির অন্যত্রও আছে]।

৩। বানানে মুর্দ্ধণ্য ণ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই ; [৮৷৹ খ পৃষ্ঠায় ২য় লিপিকারের হাতের লেখায় একবার মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় ১ম নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য]।

৪। অ, আ এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে য় এবং য়া প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে [অন্তঃস্থ 'য়' কিন্তু অন্তঃস্থ 'য'এর মত, অর্থাৎ নিম্নস্থ বিন্দু বাদ দিয়াই লিখিত]।

৫। ব্যঞ্জন-সংযুক্ত আদি 'ও'কার প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়। এই পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে ১ম শব্দ 'রহিনি' দ্রষ্টব্য।

৬। অন্তঃস্থ 'য'এর পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র বর্গীয় জ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র পুঁথিতে এক জায়গায় অন্তঃস্থ য' দেখা গেল। শেষ লাইনে 'যুবা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৭। কালি মুছিয়া যাওয়ায় অপাঠ্য হইয়াছে। অনুমান, "তুলিয়া" পাঠ হইবে।

৮। মিলের পরিবর্ত্তে এইরূপ গরমিল অনেক স্থলে আছে। ক্রমশঃ দ্রষ্টব্য।

৯। অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথিত ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমন ইহার বিপরীত রীতিও উচ্চারণে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, খঅজ্ (paper) * খাঅজ্ *কাঅজ্ কাগজ্ ; ছর্ ছরানি (চাকর চাকরাণী), ইত্যাদি। বিপরীত রীতির উদাহরণ, গোটে, বুদ্‌বার [১০৷৶৹, ২য় পৃষ্ঠা] ব্যাদি, শিগ্র, ঔষদ [৪৷৹ পৃষ্ঠা]। আমাদের বি এ ক্লাশের ছাত্রেরাও মধুসূদন নামটির যেরূপ অদ্ভুত বিকৃতি করিয়া থাকেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, * মদুসূদন [ধ=দ], মদুসোদন [ধ=দ, উ=ও], মদুসোধন [ধ=দ, উ=ও, দ=ধ]।

১০। এক শব্দের দ্বিবিধ বানান অনেক স্থলেই আছে। পরেই 'গিয়া' রহিয়াছে।

১১। সমগ্র পুঁথিতে তালব্য শ'এর প্রয়োগ বিরল। শুধু 'শ্রীদাম' ও 'শ্রীরাধে' শব্দদ্বয়ের শ্রী'তে তালব্য শ'এর মূর্ত্তি দেখিলাম। লিপিকার দন্ত্য স এবং মুর্দ্ধণ্য ষ নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন।

১২। ভণিতা মাত্র দুইবার আছে। ৩য় পৃষ্ঠা [৪৷৹, ২য়] দ্রষ্টব্য।

১৩। সবে, সবাই প্রভৃতি ব-যুক্ত বানানও আছে। 'সমাই' রূপটিও আছে [৬৷৶৹, ২য় পৃষ্ঠা]।

কান্দে উচ্চস্বরে—য়াহ্মি ডাকিলে বাছা উর্ত্তর না দে মোরে—রানি
বোলে বাছা রত্নমনি—তুহ্মি না বোল তুহ্মি—মর‍্যা জাবে (য়)ভাগিনি
য়াহ্মি—ধুঃ—। জদি য়াহ্মি মর‍্যা জাবে[১] — বধের ভাগি তুহ্মি হবে—
জদি তোমার মা মর‍্যা জাবে—মা বলি কারে ডাকবে—জসোদা
রহিনি কান্দে কান্দে গোপিগন—বালা বৃদ্ধ যুবা কান্দে জথ পোরজন—[২]
রাধার রোদনে বসাইলা নারায়ন—চতুর..... প্রভু গুণধাম—
চতুরভুজ মুত্তি হইল প্রভু ঘনেস্থাম—ধুঃ।—জারে বেদে দিতে নারে
সিমা—কর‍্যাজে তাহার মহিমা[৩] —এক মুত্তি জসোদার কোলে যুইয়া
রইল—আর মুত্তি হইয়া নগরে চলিল—হাতেতে মোহন বাসি কান্ধেতে
ঝুলনা[৪] —মাথে জটা করি জাএ জথা ব্রোজঙ্গনা—ধুঃ—॥ দেখিআ
ব্রোজের নারি—বোলে য়াইল ত্রিপুরারি—নন্দ ঘোষ ২ ডাকে ঘন ২
তোহ্মার পুত্র রঘুমনি[৫] হইয়াছে কেমন—রানি বোলে কেবা ডাক
চিনিতে না পারি—বৈদ্য বোলে য়াগো রানি য়ামার নামটি হরি—
কথাএ থাক বাপু কথাএ তোহ্মার ঘর—কি নাম তোমার মাতাপিতা
কিবা নাম[৬] বৈদ্য বোলে য়াগো রানি যুনহ বচন—য়ামার পরিচয়
য়াহ্মি দিব এই ক্ষন—সান্তীপুরেতে বারি[৭] মাআ বাপ আছিল—
শ্রীহরি বোলিআ মোরে নামটি রাখীল—হরিদাস বৈদ্য বোলি ডাক
সর্ব্বজন—ধুঃ—। সান্তিপুরে মম বাস খ্যাতি হইল বৈদ্য হরিদাস—
সান্তিপুরের সতি[৮] নদিয়াতে বারি—[৯] — জরব্যাধি জরজারি ভাল করিতে

১। ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যুক্তি-প্রদর্শন-কল্পে সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় পুঁথির বিবরণে (সা. প. প., অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৩০৯, পৃঃ ৫৬) লিখিয়াছেন, "উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি ?"

২। পুরজন অথবা পৌরজন—উভয়েরই বিকৃত বানান হইতে পারে।
হ্রস্ব 'উ' এবং 'ও' স্বরদ্বয়ের অভিন্নত্ব এতদঞ্চলের উচ্চারণে বিরল নহে। সোবর্ণের ঝারি [৮॥০,খ পৃঃ] ঔকারের পরিবর্ত্তে ওকারও বিরল নহে। গোরভিতা=গৌরবিত্তা [৬।/০, খ পৃঃ] মৈমনসিংহ অঞ্চলের 'চুর' 'কুল' [চোর, কোল,এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে]।

৩। এখানে পাঠের সংশয় নাই। এরূপ গোঁজামিল অনেক আছে।

৪। ঝুলি বা ভিক্ষাপাত্র। বাঁশী কৃষ্ণের, ভিক্ষাপাত্র মহাদেবের। পরেই ত্রিপুরারি'র কথা আছে। হরিহর অভিন্ন, প্রসঙ্গক্রমে কৌশলে বর্ত্তমান 'চণ্ডিদাস' তাহারই ইঙ্গিত করিলেন কি ?

৫। এখানেও দেখি, 'রঘুমণি নীলমণি' হইয়াছেন, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ৯॥/০, ২য় পৃষ্ঠায় "সিতারূপে জেই নামে বান্ধিলেক সিন্ধু" দ্রষ্টব্য।

৬। পূর্ব্বে বারম্বার উক্ত হইয়াছে, কবির এইরূপ গরমিল বা গোঁজামিল অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

৭। "ড় র য়ো র ভেদ :—শুধু চট্টগ্রাম নয়, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষত্ব। এতদঞ্চলের ছাত্রেরা 'ড' এ বিন্দু, ঢ'এ বিন্দু' বলিয়া অক্ষরের ধ্বনি এবং আকৃতি আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তথাপি 'বাড়ী' 'বারী'তে এবং 'ঘর' 'ঘড়ে' রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

৮। "সান্তিপুরে বসতি" পাঠ হইবে না তো ? পুঁথিতে কিন্তু স্পষ্ট 'র' পাঠ আছে।

৯। 'সান্তিপুর' 'নদিয়ার' এক সঙ্গে উল্লেখ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদ্য মহাশয়ের নামটিও আবার হরিদাস। এই 'চণ্ডিদাসে'র বক্তব্য এখানে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলাম না। বৈদ্য মহাশয়ের বাড়ী 'সান্তিপুর' 'নদিয়া' উভয়ত্র, অতএব 'সান্তিপুর' 'নদিয়া' একই স্থান, বর্ত্তমান চণ্ডিদাসের ভৌগোলিক জ্ঞান এবংবিধ ? তবে অনুমান অনিবার্য্য,—শান্তিপুর নদিয়ার মাহাত্ম্য এই চণ্ডীদাসের অবিদিত নহে। সুতরাং আশঙ্কা হয়, ইনি চৈতন্য-পরবর্ত্তী।

পারি—এথ য়ুনি নন্দরানি য়াসন য়ানি দিল—
বৈদ্যরূপি হৈয়া হরি য়াসনে বসিল—রাণি বোলে বৈদ্যরাজ—হরিদাস
তোমার নাম—দেহ মোরে পুত্রদান—বৈদ্য বোলে য়াগো রানি
তোমার পুত্র য়ান চাহি[১] — কোন ব্যাদি হইয়াছে সিরা ধরি চাহি—
সিগ্র করি জাও রানি তোমার পুত্র য়ান—অন্য গোপির কোলে
দিয়া আমার কথা য়ুন—জশোদাএ দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে—
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহি **চণ্ডীদাসে** বোলে ॥ ÷ ॥ঃ রানি বোলে বৈদ্যরাজ
য়ামিত না চিনি—কি ঔষদে ভাল হএ আমার নিলমনি—
ধুঃ—॥—রানি বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর—নিলমনিথে রক্ষ্যা
কর—বৈদ্য বোলে নন্দরানি কহি তোমার ঠাই—কথ ধন দিবা
রানি তাহা বোল ঠাই[২] —রানি বোলে নন্দপুরে জত রত্নমনি—
সকল দিবাম য়ামি জাদবনিছনি[৩] —এই সব ধন জদি মনে নাহি
ধরে—দাসি কর্‌য়া নিআ জাও নন্দজসোদারে[৪] —ধুঃ—॥
আঞ্চল পাতিল য়ামি—বাছা ভিক্ষা দেয় তুক্ষি

১। 'চাহি'র অর্থ 'পরীক্ষা অথবা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি'। 'চাহি'র এইরূপ প্রয়োগ চট্টগ্রামের কথিত ভাষার রীতিসিদ্ধ (idiomatic)। বাজারে মাছ দর করিতে গেলে হামেশা এই প্রয়োগটা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকায় কুট্টী জেলেরা বিক্রেতব্য মৎস্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলে—"হালা, পান খাইয়া হুইয়া রইচ্যা" (শালা অর্থাৎ মৎস্যরাজ, পান খাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরের মত ইহার দেহকান্তি)। চট্টগ্রামের জেলেরা বলে, "ওবা, ছাতক্, ছাতক্ না, বা" (ও বাবা, চাহিয়া দেখুন, চাহিয়া দেখুন না, অর্থাৎ আগে দেখুন, মুগ্ধ হউন ; দাম পরে) ছা'তক (চাহিতে হউক, চাহিতে আজ্ঞা হউক (?) [আস্‌তক, বস্‌তক্=আসুন, বসুন]

পুঁথিতে এইরূপ চট্টগ্রামের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ আরও আছে। বর্ত্তমান পুঁথির চণ্ডীদাস চট্টগ্রামের নন তো? 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনে'র মূল পালাটি 'বড়ু' 'দ্বিজ' 'দীন' যে কোনও চণ্ডীদাসের হউক না কেন (এ সম্বন্ধে কোনও অনুমান ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া পড়ে বলিয়া আশঙ্কা হয়), বর্ত্তমান পুঁথির ভাষা ও বিষয়বস্তুতে দুইটি ভণিতা-ব্যতিরিক্ত চণ্ডিদাসত্বের অপর কোনও নিদর্শন দুর্লভ নহে কি? আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, পালাটির প্রচলন শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। 'শিশুবোধকে'ও পালাটির মুদ্রিত রূপান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। পালার পরিকল্পনা একেবারে কবিত্ব-বর্জ্জিত, এ কথা বলা চলে না। তবে বর্ত্তমান পুথিতে পালাটির 'খোল ও নৈচা' দুই-ই বদ্‌লিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা যায় না।

২। মিলের অনুরোধে এইরূপ গোঁজামিল আরও আছে। কোন কোন জায়গায় মিল একেবারেই অঘটন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। 'নিছনি' শব্দটি বহু অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে বোধ হয়, 'উপহার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "মূলে বিকালাও আর কি দিব নিছনি"—পদাবলী (বসন্ত রায়)।

৪। পুথির বিবরণে "কবিত্বাদির" প্রশংসাকল্পে সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। বাৎসল্যরসের করুণ মাধুর্য্যে এইরূপ দুই একটি পঙ্‌ক্তি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে বটে। কিন্তু এইরূপ দুই একটি স্থল ব্যতিরেকে অন্যত্র কবিত্বের, বিশেষ নিদর্শন না পাইয়া নিজেরই রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছি। "এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা এরূপ সরল কল্পনা, চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত"—ইত্যাদি ৫৫ পৃষ্ঠায় উক্তির লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে পালাটির বস্তু পরিকল্পনায় কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনের ঠিক এই রকম পালার অভিনয় বাল্যে আমাদের খুলনা যশোহর অঞ্চলে পুতুল-নাচে দেখিয়াছি। আখ্যান-ভাগ এই রকমের।

বৈদ্য বোলে নন্দরানি তোহ্মার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম
গো—য়ষ্টম জর নবঅং জর দুই ব্যাধি হইয়াছে[১] —
অষ্টম জর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে—বৈদ্য বোলে নন্দরানি
তোমার পুত্রের এই ব্যাধি উচ্চ করে বাসি[২] —হইল জলের
কার্য্য[৩] নতুন কলসি—বিলম্বের কার্য্য নাহি চলহ সিগ্রহ
ঝাটে—নবম জর সঞ্চরিতে—তোমার পু(ত্র) নাহি বাচে—
ধুঃ— নবজ্বর জখন হবে—কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে—
এথ যুনি নন্দরানি কলসি য়ানিল ÷

---

*এক সত স(ং)খ্যা ছিদ্র কলসিতে কৈল—০ বৈদ্য বোলে
আগো রানি আমার কথা সুন—০ পতিব্রতা এক নারি
ডাক দিয়া আন—০ রানি বোলে ব্রেজবাসি সমাইগোঃ
ধুঃ—আমাকে বোলিয়া দেএ
পতিবৃতা আছে কে—০ সবে বোলে ব্রোজপুরে একজন
আছে—০ জটিলা কোটিলা[৪] আনে তবে কিষ্ণ বাচে—০
যুনিয়া সবের বানি—০ ধাইআ চলে নন্দরানি—০ জটিল**
২ বলি ডাকে উর্চ্চস্বরে—০ ধুঃ— । জটিলা গো বোলি
তোরে পুত্র দনে[৫] দে আমারে—০ জটিলা বোলে এথ
জন থাকিতে আমার সতি বোলে (—০) আমার
সমান সতি নাহি খীতিতলে—০ যুনিয়া রানির
কথা জটিলা ধাইল—০ সহশ্র[৬] রন্ধ্র কলসি

১। এইরূপ রচনা লক্ষ্য করিয়াই কি বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন, "যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত"? এইরূপ গরমিল ও গোঁজামিল রচনার অনেক স্থলেই পাওয়া যাইতেছে।

২। ব্যাধি কঠিন বলিয়া মনে করি ('বাসি' প্রয়োগটী লক্ষ্য করিবার বিষয়)।

৩। 'হইলে জলের কার্য্য' প্রয়োগটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃত্তিবাসে বোধ হয়, এইরূপ প্রয়োগ আছে।

* ডবল রেখার নিম্নস্থ অংশ (৬।৵০ পৃষ্ঠায় ডবল রেখার উপরিভাগ পর্য্যন্ত) দ্বিতীয় হাতের লেখা। হাতের চাপ এবং কালি বেশী পড়িয়াছে। লাইনগুলি ১ম লিপিকরের লাইনের মত সরল নহে। 'ক' অক্ষরটি দুই ভাবে লিখিত ["ক" "ক"]; 'ন' এবং 'ল' এর চেহারাও বিভিন্ন। পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নও স্বতন্ত্র। প্রথম লিপিকার শুধু একটি horizontal line বা বাম হইতে দক্ষিণগামী রেখা টানিয়াছেন, ইনি তাহার সহিত অতিরিক্ত একটী বিন্দু যোজনা করিয়াছেন। লিখনভঙ্গীর আরও পার্থক্য বাহুল্য ভয়ে নির্দ্দেশ করিলাম না।

+ নবঅ—নবম (?), 'অষ্টম', 'নবম' প্রভৃতি জ্বর নিদান-প্রোক্ত বহুবিধ উদ্ভটনামা জ্বরের অন্যতম কি না, জানি না।

৪। উ=ও, [১ম পৃষ্ঠায় (১৫) সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ] 'জটিলা' 'কুটিলা' 'ললিতা' 'বিশাখা' প্রভৃতিকে পদকল্পতরুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় "লৌকিক বৈষ্ণব" ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

** দূরাহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গের বহু শব্দের অন্ত্য আকারের হ্রস্বীকরণ হয়।

৫। দনে=ধনে [১ম পৃষ্ঠায় (৯) সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ]

৬। এখানে স্পষ্ট তালব্য 'শ' আছে। ১ম লিপিকরের তালব্য শএ সমান 'এক্তেমাল্' আছে।

কাকে[১] তুলী লৈল—০ কলসি লই জটিলা গমন
করিল—০ জমুনার তিরে গিআ উপনিত হইল—০
মদগব্য মনে করি কলসিতে (জ)ল ভরি—০

শ্রী :—

তুলিতে লাগিল রন্দ্রগতে জল সব জমুনাতে রইল[২] —০
জটিলা বোলে গো—ধুঃ—। যুধাভাণ্ড[৩] মোর কাকে—০
অপজশ সভামাঝে—০ হেনকালে সেহো প্রভু মায়া
আরম্ভিল—০ বির্দ্ধব্রাহ্মণরূপে জটিলা কাছে গেল—০
কলসি লইআ গমন করিলা—০ মাআ করি জল মাগে
বির্দ্ধ ব্রাহ্মন—ধুঃ—।।—০ জটিলা গো বোলি তোরে—০
জলদান দে আমারে—০ জটিলাএ বোলে দ্বিজ করি নিবেদন—০

*রন্দ্রগত কলসি জল নাই কিবা দিমু[৪] দান— প্রভু বোলে
জটিলাগো যুনহ বচন— কলঙ্ক রাখিলা তুমি গকুল[৫]
ভুবন—ধুঃ— জটিলা গো কি করিলে— হাতের কালি
মাথে দিলে[৬] — লর্জ্জা পাইলা জটিলাএ করিলা গমন—
য়ধমুখি[৭] হইলা সে
জে বসিলা তখন— জটিলার[৮] দয়া হইল— জটিলার
পানে চাইল— কুটিলা কলসি লইয়া ইঙ্গিতে যাসিল—
এথ জন থাকিতে য়ামারে সতি বোলে— য়ামার সমান সতি
নাই খিতিতলে— এথ যুনি কুটিলা কলসি লৈয়া চলে—

১। কাকে=কাঁখে (কক্ষে)। চট্টগ্রামের উচ্চারণ সাধারণতঃ সানুনাসিক হইলেও, অনেক জায়গায় বানান ও উচ্চারণে, প্রয়োজনস্থলে চন্দ্রবিন্দু পরিত্যক্ত হয়। আমাদের শ্রীমানদের বানানের এই ত্রুটী সংশোধন করিতে না পারিয়া পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়া থাকি—"Give the meanings of খাঁড়া, পাঁক, আঁটা, পাঁজি, কাঁদা, কাঁচ etc. and notice the variations in their meaning, caused by the omission of চন্দ্রবিন্দু in their spelling. Describe some of the functions of চন্দ্রবিন্দু in the spelling of Bengali words." ইত্যাদি।

২। এই দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে ছেদচিহ্ন নাই। পাঠেও কোন সংশয় নাই।

৩। যুধা—রিক্ত, শূন্য (সুধা-ভাণ্ড নহে)।

৪। 'দিমু'-রূপটি ঠিক চট্টগ্রামের কথিতরূপ নহে, সম্ভবতঃ ঢাকার। চট্টগ্রামে 'দিউম্'– মৈমনসিংহে 'দিবাম্'।

৫। 'রহিনী' তুলনীয়।

৬। প্রয়োগটি সুন্দর একটি প্রবচনের মত।

৭। অধোমুখী ['মু' লিখিবার ভঙ্গী এইরূপ "ম"]

* এই স্থল হইতে পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ।

৮। জটিলারে (জটিলার প্রতি) হইবে না তো ? ষষ্ঠী বিভক্তিতে অর্থ হয় না।

য়হঙ্কারে মতা[১]গর্ব্বে কলসি ডুপাইলে[২] — ভরিয়া জমুনার
জল তুলি লৈইল[৩] কোলে— বসন তিতিয়া গেল কলসির
জলে— সবে বলে ডুর ডুর এথাএ কেনে য়াইলি—
সতিবানা গোরভিতা[৪] সব জানাইলি—ধুঃ—সতিবানা জানীল—
য়হঙ্কর[৫] ডুরে গেল— সকল গোপিনিস্থানে কহে নন্দরানি—
তোমা সমাই[৬] জল য়ানি দেয়[৭] জাদবে প্রানি— যুনিআ
রানির বানি হরসিত হৈল পুনি—গোপিগন জাএ
জমুনাতে— জেই গোপি জলেরে জাএ জল নহি য়াইসে —
কলসি রাখিয়া সবে য়ধমুখি বোসে— রানি বোলে
বৈদ্যরাজ কিনা বোল চাই[৮]— একে একে গেল গোপি জথ ব্রোজমাই—
এথ জন না পারিল জল য়ানিবারে— জল য়ানিবারে জাই
য়াজ্ঞা কর মোরে[৯] এথ যুনি বৈদ্যরাজ্ঞে মনে পাইল ভএ—
মাএ য়ানিলে জল ঔষদ না হএ—ধুঃ— জার মাএ ঔসদ
করে— তার পুত্র য়াগে মোরে[১০]— বৈদ্য বোলে নন্দরানি
এক জন য়াছে— যেই জন কোলেতে কৃষ্ণ য়াপনে বৈস্যাছে —
রাধে বোলে কলঙ্কিনি হইয়াছি য়ামি সব লোকের ঠাঞি—
কেমতে য়ানিব জল জমুনাতে জাই—ধুঃ— নিবেদি
তোমার ঠাই— য়ামার সমান কলঙ্কিনি নাই— মনের দুঃক্ষ
নিবারিতে জাই জার ঘরে— সামকলঙ্কিনি বোলি খোটা
দেহি মোরে—ধুঃ— দুঃখ নিবেদিতে জাই— বোলে য়াইল
কলঙ্কিনি রাই—তৃষ্টাযুক্ত্যা হৈয়া য়ামি জার ঠাই খুজি
পানি— সেহ বোলে ঐ য়াইল রাধা কলঙ্কিনি[১১]—
জসোদা বোলে রাধা যু(ন)হ বচন—

১। মহাগর্ব্বে, মনগর্ব্বে, মদগর্ব্বে, ইহার কোন একটি রূপ হইবে বোধ হয়। পাঠে সন্দেহ নাই, 'তা' স্পষ্ট আছে। লিপিকার-প্রমাদ, বোধ হয়।

২। 'ডুপাইলে' পাঠই আছে।

৩। লৈল, লৈইল—উভয়বিধ বানানই দৃষ্ট হইল।

৪। সতিবানা গোরভিতা=সতীপানা (সতীপণা) গৌরবিতা, সতীত্বগৌরবিতা। পরবর্ত্তী লাইনেও 'সতিবানা' আছে।

৫। 'ব্রোজজনা', 'য়হঙ্কর', 'জটিল', প্রভৃতি আকারের হ্রস্বীকরণ।

৬। ১ম পৃষ্ঠায় ১৩শ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৭। ১ম পৃষ্ঠায় ২য় নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৮। ৩য় পৃষ্ঠায় 'চাহি' সম্বন্ধে প্রাদেশিকত্ব-সম্বন্ধীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৯। এই অংশ যশোদার উক্তি।

১০। মোরে=মরে।

১১। মাঝে মাঝে এইরূপ দু'একটি করুণ উক্তির মধ্যে এক আধটুকু কবিত্ব পাওয়া যায়।

জল য়ানি রক্ষা কর কানাইর জিবন—ধুঃ—তুমি বহি কে
মোর য়াছে—কৈব দুঃক্ষ কার কাছে—জসোদাএ লৈল
কৃষ্ণ রাধা জাএ জলে—চৌতিস য়ক্ষরে স্তব করে
জ(া)দবেরে—রাধে বোলে ও ভগভান—তোমার পাদ
পদ্ম বহি গতি নাহি যার—ধুঃ—তোমার শ্রীচরণ করিছি
সার—য়াপনে শুনে মোরে কর পার—তরাও ২ মোরে
নাও ডুবিয়া রহিল—জগত ভরিয়া মোর কলঙ্কি রইল—
ধুঃ— জদি মোরে না তরাবে—নামর মহিমা জাবে—
এতেক বলিআ রাধে করিল গমন—জমুনাতে গিআ
রাধা হৈল উপাসন[১] —ভরিয়া জমুনার জল তুল্যা
লইল কাকে—কানু কানু যরণ করে কৃষ্ণ বোলে মুখে—
লইয়া বাম করে কুম্ভ পানে চাহে—প্রতিরন্ধ্র দেখি(?)
কৃষ্ণে মুড়ড়ি[২] বাজাএ—
সর্ব্বলোকে বোলে দেখ রাধার মহিমা—য়াপনে করুনা[৩]
পতি জাহারে করুনা—ধুঃ—ভাবিয়া জমুনার
পানি চলে রাধা ঠাকুরানি—হাটীয়া ২ চাহে ফিরি
রন্ধ্রপানে চাহে—প্রতি রন্ধ্রে দেখে নারায়ন—
য়াগে পাছে ধাইয়া চলে জথ ব্রোজনারি—য়ানন্দে
পুলকে সবে বোলে হরি হরি—জল নিয়া দিল
রাধে বৈদ্যের গোচর—ধন্য সতি প্রসংসিলা সভার
ভিতর —ধুঃ—সবে জয় জয় বানি—

* রাধা ব্রোজের ঠাকুরানি—দেখ দেখ ব্রোজের মাই—
রাধা বহি আর সতি নাই—॥ য়াসন হোতে বৈদ্যরাজ
ওঠে সিগ্‌র্গ করি—। জল পরি দিতে রানি আন এক
ঝারী— এত যুনি নন্দরানি
শ্রীজয়দুর্গা—
ধাএ তরাতরি—০ বৈদ্যের আনিয়া দিল সোবর্ণের[৪] ঝারি—:॥

১। পাঠে সন্দেহ নাই। লিপিকার অথবা কবির তৈয়ারী শব্দ। উপনীত অর্থে।

২। র=ড়, ল=ড় } মুরলী=মুড়ড়ি।

৩। "আপনে করেন পতি জাহারে করুনা" পাঠ হইলে অর্থের সুসঙ্গতি থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার প্রতি কৃপালু।

* ডবলরেখার অন্তর্ভুক্ত অংশ [৮।০, ২য় পৃষ্ঠার "তুল্যা দিল" পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। অনুমানের কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে]।

৪। উ=ও, ২য় পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ। এই অংশ দ্বিতীয় হাতের লেখা। "সোবর্ণের" বানানে এখানে মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহৃত দেখিলাম। ১ম লিপিকারের মূর্দ্ধন্য ণ লেখার অভ্যাস নাই। অক্ষরের আকৃতি অনুসারে "সোবর্ণের" পদের অন্তর্ভুক্ত 'র্ণ' স্পষ্টতঃ মূর্দ্ধন্য ণ, দন্ত্য ন হইতে স্বতন্ত্র।

ঝারিতে ভরিয়া জল তুল্যা লৈল হাতে—॥ঃ জল পরি[১]
বৈদ্যরাজ কৃষ্ণের মাথে দিল—।ঃ খণ্ডিল সকল দুঃক্ষ
যুস্থির হইল—।৹ জয় জয় সব্দ হৈল জত ব্রোজনারি—।ঃ
কৃষ্ণমুখ দেখ্যা সবে জাএ নিজ পুরি—।ঃ কৃষ্ণ কোলে
লইয়া রানি জাএ নিজ ঘরে—॥ঃ বৈদ্যে বোলে
(ন)ন্দ রানি বিদায় কর মোরে—॥৹ এত যুনি নন্দ-
রানি কামানি[২] আনিল-সমভাগ ধন দিআ কৃষ্ণ
তুল্যা দিল—ঃঃ

* বিশ্বাম্বর[৩] মুত্তি ধরি বৈসে প্রভু ভগবান—
ধন রত্ন জথ দিল নহে এ সমান—ব্রোজপুরে নিজ ঘরে
জথ ধন ছিল—তথাপীয় কৃষ্ণের সমান না হইল—ধুঃ—
বৈদ্যে বোলে ধন দিতে নার—কৃষ্ণ দিয়া বিদাএ কর—
ধন না পাইয়া বৈদ্যে কৃষ্ণ লইআ জাএ—নন্দ
জসোদা দুহে কান্দে দির্ঘরাএ—ধুঃ—রানি বোলে
হেদে ও—আমার কর্মে এই না ছিল—ধনের (জ)ন্য
পুত্র হারাইল—রাধিকাএ বোলে যুন মহে[৪] বৈদ্যরাজ—
প্রাণনাথকে লৈয়া জাও জিবনের কিবা কাজ—ধুঃ—
চৈত্যের (?) কোমল[৫] কৈল থুলসির পাত—
নিজনাম দাস্যভাব লিখীলা তাহাত—
সিতারূপে জেই নামে বান্ধিলেক সিন্ধু[৬] —রাধানামে জেইরূপে
পাইল কিষ্ণবন্ধু—পত্র লেখিআ দিল বৈদ্যের গোচরে—
সমভাগ করি তবে বৈদ্যরাজে ধরে—রাধার নামে কৃষ্ণের
নামে সমান হইল—মনস্থির করি তবে বৈদ্যরাজে
চাহিল—শ্রীরাধের সমান ভর কিছু না হইল—শ্রীরাধের
মহিমা তবে সকলে জানিল—ধুঃ—রাধার কলঙ্ক দুরে গেল—

* পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ।

১। পড়ি'—"ড়রয়োরভেদঃ"।

২। কামানি—'তুলাদণ্ড' অর্থ কি? এতদঞ্চলে এই শব্দের এরূপ প্রচলন পাই নাই।

৩। পাঠে সংশয় নাই (বিশ্বম্ভর)।

৪। 'মহা' অথবা 'অহে' হইবে, বোধ হয়। অবশ্য, 'মহাবৈদ্য' শব্দের অর্থ ভীতিপ্রদ।

৫। 'কোমল' পাঠ, বোধ হয়, কোলম হইবে। তাহা হইলে অর্থ করা যায়। 'কোলম'=কলম। পরেও 'থুলসির পাত', 'নিজনাম দাস্যভাব লিখীলা তাহাতে' প্রভৃতি আছে। কিন্তু কলম কিসের তৈয়ারি, তাহা জানা গেল না (আগের শব্দটির পাঠে নিঃসংশয় হইতে পারিলাম না)।

আমাদের সহকর্ম্মি-বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ মহাশয়ের লিপিতত্ত্বে বিশেষ অধিকার আছে। তাঁহার শরণ লইয়াও এই শব্দটির পাঠোদ্ধার করা গেল না। এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বন্ধুবর দীনেশবাবু কতিপয় শব্দের পাঠোদ্ধারে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

৬। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

সকল য়ানন্দ হইল—বৈদ্য বোলে নন্দনারি কহি তোমার
ঠাই—য়াসির্ব্বাদ কর মোরে নিজ গৃহে জাই—ধুঃ—
এহি য়াসির্ব্বাদ চাই—বোল শ্রীরাধার চরণ পাই—
কৃষ্ণ মুখে দেখি রানি হরিষ য়ন্তরে[১] —কহিতে নাগিল
নন্দরানির গোচর - ধন দিয়া রাখ কৃষ্ণ জদি লএ মন—
কীনিয়া য়ানিছি কৃষ্ণ লৈয়া জাও য়খন[২] ঃধুঃ—রানি য়ামি
বলি তোমার ঠাই—দেখ কৃষ্ণ লৈয়া জাই—রানি বোলে
য়গো রাধে নেয়[৩] গোবিন্দেরে—তোমার ঘরেতে রইলে
দেখীবাম[৪] তাহারে—তোমার য়ধিন কৃষ্ণ দৈবে সে হইয়াছে—
দাসতুল্য হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে ঃ—ধুঃ—জদি
তোমার দয়া থাকে—পুত্রদান দেয় মোরে—শুনিয়া রাণির
বানি—কহ রাধা সুরধনি—লৈয়া চাও তোমার গোপাল
—কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখী রাধার য়ন্তরে সুকি—
করিলেক চরণবন্দন—শ্যামের বামে দারাইল—দুই হরসিত
হইল—দুহে প্রেমে হরসিত
হৈল সর্ব্বজন—ধুঃ—শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—
ভক্তের্র য়ানন্দ হইল—সবে হরি হরি বোলে—
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—ইতি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভর্ঞ্জন
সমাপ্ত—ইতি সন ১১৮২ মঘি[৫] তারিখ মাহে ১৮
ফাগুন রোজ বুদবার বেকাল বেলা এই বৈইর
মালীক শ্রীকাসিনাথ দেয় দাস পীছরে
রামমোহন চৌধুরি*—

শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী

১। 'য়ন্তরে' পাঠই আছে। য়ন্তরে (অন্তরে) হইবে, বোধ হয়।

২। য়খন—'এখন' সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে 'অখন' উচ্চারিত হয়।

৩। নেয়—নেহ [লহ, লও]।

৪। 'দেখীবাম' চট্টগ্রামের কথিত-রূপ নহে, মৈমনসিংহ অঞ্চলের। চট্টগ্রামের লিপিকার, বোধ হয়, "দেখীবাম" রূপটিকে অপেক্ষাকৃত ভব্য, সাহিত্যিক-রূপ মনে করিয়াছেন (Inforiority complex নয় তো ?)

৫। পুঁথির বয়স পাওয়া গেল, ১১৮২ মঘি সন = ১৮২০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং পুথির বয়স ১১৪ বৎসর। একই পুঁথিতে লিখিত অপর একটি পালায় [তারিণী চৌতিশায়] ১১৮৪ মঘি সন আছে। সমস্ত পুঁথিখানি বড় নহে, অথচ নকল করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। নকলকারের সংখ্যাও একাধিক। প্রধান লিপিকার 'শ্রীকাসিনাথ দেয়দাস' মহোদয় বর্ণবিশুদ্ধি বিষয়ে যেমন নির্বিকার, লিপিসৌষ্ঠবেও তদ্রূপ নির্বিকল্প। লিখনপটুতার অন্যতম প্রধান গুণ দ্রুততায়ও যেন প্রযত্নবিহীন। দুই বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্র পুথিখানি নকল করিয়াছিলেন।

আমাদের শেষ পর্য্যন্ত সংশয় রহিয়া গেল, লিপিকার মহাশয়ের চণ্ডীদাস-ভণিতা-যোজনা তাঁহার সত্যানুরক্তির পরিচায়ক, অথবা নিছক্ চণ্ডীদাস-ভক্তি, কিংবা তদপেক্ষাও বিশুদ্ধতর 'সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান' ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। কীর্ত্তনিয়া, লিপিকার এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কবিদিগের দ্বারা প্রথিতনামা কবির ভণিতার অপব্যবহার বোধ হয়, বঙ্গদেশে বিস্ময়কর ঘটনা নহে।

* ইহার পরে এই পৃষ্ঠাতেই 'নমো গণেশায়' হইতে শুরু করিয়া ২য় পালা আরম্ভ

'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন'—আলোচনা

আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম বড়ু চণ্ডীদাস,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা। মহাপ্রভু ইঁহার পদাবলী আস্বাদন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দীন চণ্ডীদাস—মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের পদরচয়িতা। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ইঁহার বৃহত্তম পদগ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি ইঁহাকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বোধ হয়, ইঁহারই ভ্রাতা দেবীদাস ছাতনার বাসুলীর সেবক ছিলেন। বাসুলী ছাতনার রাজবংশের কুলদেবী। হয় ত এই জন্যই দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেও "বাসুলী"র নাম দেখিতে পাই। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বাসলীর উপাসক ছিলেন; কারণ, তিনি নিজেকে "বাসলীর গণ" বলিয়াছেন। 'বাসলী-চরণে,' 'বাসলীর বরে' ইত্যাদি কথাও ভণিতার মধ্যে পাই। দীন চণ্ডীদাস যে ইঁহার অনুকরণে "বাসুলী"র নাম ভণিতায় ব্যবহার করিতেন, এরূপ মনে হয় না। মনে হয়, তিনি ছাতনার রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেন, রাজঅনুগৃহীত ছিলেন, বাসুলী ছাতনা-রাজের কুলদেবী, এই জন্যই পদের শেষে ভণিতায় নিজ নামের সহিত বাসুলীর নাম ব্যবহার করিতেন। ছাতনার রাজপরিবার বিষ্ণুপুর রাজবংশের মত বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় শ'দেড়েক বৎসর পূর্ব্বের ছাতনারাজ লছমীনারায়ণের রচিত পদের পুঁথি পাইয়াছি। ধর্ম্মে বৈষ্ণব, কৃষ্ণলীলার পদকর্ত্তা, কিন্তু ভূমিদানপত্রে নিজেকে "বাসুলী-চরণশরণপরায়ণ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মনে হয়, এই মনোভাব রাজানুগৃহীত কবি দীন-চণ্ডীদাসেরও ছিল। ছাতনায় প্রবাদ, তিনিও বাসুলীর উপাসক ছিলেন, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত আমার অনুমান মাত্র। ইহার সপক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই।

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নহে, ইহা নিশ্চিত। ভাষায়, ভাবে, বিষয়-বস্তুতে—কোন দিক্ দিয়াই ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত মিলে না। কলঙ্ক-ভঞ্জন লীলার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি না, জানি না। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে, মাধবাচার্য্য বা বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে এ লীলা নাই। বটতলায় প্রকাশিত 'শিশুবোধক' গ্রন্থে কবিচন্দ্রের ভণিতায় 'কলঙ্কভঞ্জন' কবিতার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই কবিচন্দ্র কে, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শিশুবোধকে অনেক স্থলে কবিচন্দ্র উপাধির সঙ্গে 'শঙ্করে'র নাম পাওয়া যায়। প্রহ্লাদচরিত্র, দাতা কর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন—এগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা হইতে পারে। ইঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দের পরবর্ত্তী ব্যক্তি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠের উপাধি ছিল কবিচন্দ্র, কাহার কাহার মতে কলঙ্কভঞ্জন আদি ইঁহারই রচনা। অযোধ্যারাম নামে একজন কবিচন্দ্র ছিলেন। হস্তলিখিত পুথিতে ইঁহারও ভণিতায় কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি পাওয়া যায়। মোটের উপর এই লীলার কল্পনা তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। সে দিক্ দিয়া ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। দীন

চণ্ডীদাসের যে সুবৃহৎ পদগ্রন্থের খণ্ডিতাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার কোন নূতন কথা নাই। কিন্তু নীলরতনবাবুর সংগ্রহে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত রাইরাখাল, কাকমাল্য-দান, ব্রহ্মার ধেনুবৎস হরণ, বনভোজন প্রভৃতি এমন কয়টী লীলাবিষয়ক পদ আছে, যাহা কীর্ত্তনীয়াগণ কর্তৃক সচরাচর গীত হয় না। মোটের উপর দীন চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধার কলঙ্কভঞ্জনে মাত্র দুইটী পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই। এই দুইটীও নিছক পদ নহে। ইহার মধ্যে কীর্ত্তন্ গানের কথা ও তুক মিশান আছে। যেন কোন কীর্ত্তনীয়ার পালাগান অবিকল নকল করা। ইহা অপর শ্রেণীর কোন পল্লীগায়কের (যেমন কৃষ্ণমঙ্গল-গায়ক) পুঁথিও হইতে পারে। নকলের পত্রাঙ্কহীন পত্রে—"শ্রীদামের কথা সুনি, সুখি হইল চক্রপাণি। চণ্ডিদাসে বোলে সার, কৃষ্ণ গতি সবাকার" এই পদটী বোধ হয়, এই ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে "উত্তর না দেয় ভাই কিসের কারণ" এই পয়ারাংশ কিরূপে আসিল? এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পদে—"এথা কৃষ্ণ অন্তরে জানিল"—এইটুকু কথা বলিয়া মনে হয়। "যসোমতি ভুমিপরি কান্দে উচ্চস্বরে। মাক্ষি ডাকিলে রাদা উত্তর না দে মোরে"। এই পয়ারে পদ আরম্ভ। পরে "রাণী বোলে বাছা রত্নমনি" কথা। তাহার পরের "জদি তোমার মা মর্যা জাবে মা বলি কারে ডাকিবে" পর্য্যন্ত অংশটী 'তুক' বলিয়া মনে হয়। ইহার পরেই আবার পয়ার আরম্ভ হইয়াছে। ৫।৴০ পত্রে "বৈদ্য বোলে নন্দরাণি তোমার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম গো তোমার পুত্রের অষ্টম নবম জর দুই ব্যাধি হইয়াছে—অষ্টমজর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে"। এই অংশ যে স্পষ্টতই কথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূল গায়ক গানের মাঝে যে অংশ কথায় বুঝাইয়া দেন, কিম্বা কোন দোহারকে উপলক্ষ্য করিয়া কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত করেন, তাহাকেই কথা বলে। মূল গায়ক নিজে এই কথা কথকদের মত অনেক সময় বেশ একটা সুরের আমেজ দিয়াই বলেন। পয়ারের মাঝে "নবজর জখন হবে, কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে" এইরূপ অংশ "তুক" বা "তুক্ক" নামে পরিচিত। ইহাকে "অনুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক আখর" বলিতে পারি। মূল পদের সঙ্গে "তুক" গাওয়া হয়। সাধারণতঃ তুক গানে কোন ভণিতা থাকে না। তুক গানও 'আখর' দিয়া বিশ্লেষণ করার রীতি আছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রে কোন একজন কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। গায়কগণ পুরুষানুক্রমে অথবা গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস ভণিতার মূল পদ লইয়া কোন গায়ক এই পালা তৈয়ার করিয়াছেন। আমরা তাহাই পাইয়াছি। মূলে ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। "হইল জলের কার্য্য" (৫।৴০) প্রয়োগ পুরাতন। "মাএ আনিলে জল ঔষদ না হএ" (৭।৶০) অবিকল শিশুবোধকের কলঙ্কভঞ্জনেও পাওয়া যায়। "নন্দ জসোদা দুহে কান্দে দির্ঘ রাএ" (৯।৵০) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'কান্দিলেঁ। দীর্ঘরাএ" রাধাবিরহ খণ্ডে এই প্রয়োগ দেখিতে পাই। "কলঙ্কভঞ্জন' কোন্ দেশের পুথি?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ফতেয়াবাদ*

ফৎহ্-আবাদ (উচ্চারণভেদে ফতেহাবাদ, ফতেআবাদ বা ফথাবাদ) বাঙ্গালা দেশের একটি প্রাচীন বিস্তীর্ণ জনপদ। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, ৩১টী মহাল ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৬৭ দাম। এই সরকারকে ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের কাজের জন্য যোগাইতে হইত। মহালগুলির নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা, যশোহর জেলার খানিকটা এবং বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার কতকটা লইয়া সরকারটী গঠিত হইয়াছিল।

ফতেহাবাদ বা ফতেয়াবাদ নাম কিন্তু আকবরের সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। পাঠান আমলে এখানে একটী টাঁকশাল ছিল। সেই টাঁকশালের অনেক মুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রথমে কখন্ এই নামের উৎপত্তি হয়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসলেখক ৺আনন্দনাথ রায়ের মতে ফতে আলি বা ফতে খাঁ নামক মোগল আমলের এক শাসনকর্ত্তার নামে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে। কিন্তু যে নামে পাঠান আমলে এত মুদ্রা বাহির হইল, সে নামের উৎপত্তি কখন মোগল আমলে হইতে পারে না। রিয়াজুস্ সালাতিনের অনুবাদক খাঁ বাহাদুর আবদাস্ সালেম বলেন,—বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর ফতেহ্‌শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদের নাম হইয়াছে। এই নৃপতির রাজত্বকাল ১৪৮১—১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। এ দিকে রাখাল বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার তালিকার দোহাই দিয়া ফতেহাবাদ নামাঙ্কিত (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর মুহম্মদ শাহের মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জালালুদ্দিন পূর্ব্বোক্ত আবুল মজফ্ফর ফথ্‌সার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ফতেহ্‌শাহের নামানুসারে নামকরণ হইয়া থাকিলে রাজা গণেশের পুত্রের মুদ্রায় এই স্থানের নাম কথনই থাকিতে পারে না।

আমরা যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তালিকায় উল্লিখিত পরিচয় সন্দেহজনক। মুদ্রার উপরে যে যে অক্ষর স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ফতেয়াবাদ বা তাহার সমানার্থবোধক কোন স্থানের নাম ঠিকমত উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং ফতেহ্‌শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমানে কোন বাধা নাই। পরবর্ত্তী পাঠান নৃপতিগণের কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত মুদ্রা যে ফতেয়াবাদ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিজয় গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে পাইয়াছেন—

* ১৩৩০ সালের ২০এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম॥

বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উল্লিখিত "অর্জ্জুন রাজার" প্রতাপ যতই হইয়া থাকুক, হুসেন শাহের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, ফতেহাবাদ তাঁহার শাসন মানিয়া চলিত। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে নানা প্রসঙ্গে ফতেয়াবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ আকবরের সময়ে মুনিম খাঁ খান্‌খানানের আমলে আমরা মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে ফতেয়াবাদ ও বাক্‌লা সরকার জয়ের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজা মুকুন্দরাম কিছু কাল ফতেয়াবাদ শাসন করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ মোগল বাদশাহের অধীনে)। ফতেয়াবাদের বঙ্গজ কায়স্থসমাজ তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আকবরনামায় দেখিতে পাই, তিনি মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করেন।

আকবরনামায় পাওয়া যায়, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে ফতেয়াবাদ হইতে কাজীজাদা নামক এক বিদ্রোহী নেতা তাঁহার নৌবাহিনী লইয়া মোগল যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হন। কামানের গোলায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।

সৈয়দ কবি আলাওল তাঁহার কাব্যে মুল্লুক ফতেয়াবাদকে গৌড়দেশে "প্রধান" বলিয়া গিয়াছেন। তিনি মূলতঃ ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর পরগণার অধিবাসী ছিলেন। নিজের জন্মভূমির গৌরব-বর্ণন কিছু অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের অধিপতি মজ্‌লিস্ কুতবের অমাত্য। বাঙ্গালা দেশে বার ভুঞার বিদ্রোহের সময় যে সকল পাঠান বীর স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, মজ্‌লিস্ কুতব ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম। মির্জা নথনের বাহারিস্তান গৈবীতে আমরা তাঁহার নাম পাই। এই গ্রন্থে সুবাদার ইস্‌লাম্ খাঁর (১৬০৮—১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) আদেশ মত হবিবুল্লা নামক সেনাপতির ফতেহাবাদে অভিযানের বিবরণ আছে। ফতেহাবাদের অধিপতি মজ্‌লিস্ কুতব দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুসা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল; কিন্তু মোগল পক্ষে ভুষণার রাজা সত্রাজিতের বীরত্ব মজ্‌লিসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মজ্‌লিস্ কুতব দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

যেখানে পাঠান আমলে মুদ্রা অঙ্কিত হইত, যেখানে মোগল আমলে বিদ্রোহী রাজা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্গমধ্যে অবস্থান করতঃ প্রবল মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইতেন, ফতেয়াবাদের সেই সমৃদ্ধ রাজধানী বা নগরের কি হইল? এ বিষয়ে তথ্য নির্ণয়ে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সাধারণতঃ বর্ত্তমান ফরিদপুরকে ফতেয়াবাদ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ফরিদপুর নগর যেখানে অবস্থিত, সেখানে পূর্ব্বকালে—হিন্দু আমলের ত কথাই নাই, পাঠান বা মোগল আমলেও—সামান্য পল্লীগ্রাম ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। রেনেলের মানচিত্র অঙ্কনের সময়েও ইহা একটী ক্ষুদ্র স্থান ছিল। কোথাও ইহার প্রাচীন গৌরবের কিছুমাত্র পরিচয় নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর প্রাচীন ফতেয়াবাদ নগর হইতেই পারে না। সে নগরের অনুসন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে।

আইন-ই-আকবরীতে পাই, ফতেহাবাদের ৩১টী মহালের মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ ছিল একটি এবং সহর সমেত এই মহালকে ৯০২৬৬২ দাম রাজস্ব যোগাইতে হইত। এই সংবই অবশ্য ফতেহাবাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। হাবেলী পরগণা এখনও আছে, ফরিদপুর নগরের প্রধান অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাচীন নগরটী কোথায় গেল? দে-বারোস্ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে এ দেশের যে একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পদ্মার দক্ষিণ দিকে—যেখানে পদ্মা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি শাখা নির্গত হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরে—ফতেয়াবাজের (এ নামটিও প্রচলিত) অবস্থান দেখাইয়াছেন। দে-বারোস কোন কালে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। বিলাতে বসিয়া তিনি যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। তিনি ঢাকাকে পদ্মার পশ্চিমে দেখাইয়াছেন। ফতেয়াবাদ অধিকতর সৌভাগ্যশালী, ইহার অবস্থান অনেকটা ঠিকই হইয়াছে, কিন্তু ঠিক জায়গাটি এই মানচিত্র হইতে বাহির করা সম্ভব নহে।

ফরিদপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গেরদা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করেন। স্থানের নিকট দিয়া পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল স্রোত বহিত এবং পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর বহুকাল পর্য্যন্ত ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল বর্ত্তমান ছিল। কিছু কাল হইল, ঢোল সমুদ্র প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ঢোলনগর নামক স্থানকে কুক্ষিগত করায় ঢোল সমুদ্র নামের উৎপত্তি। আমরা প্রথম বয়সে ঢোল সমুদ্রের বিরাট্ আকৃতি দেখিয়াছি। তখন নৌকা-বাহকেরা একটু বাতাস দেখা দিলে ঢোল সমুদ্র এ পার ও পার করিতে সাহস পাইত না। নিকটবর্ত্তী স্থানে মৎস্যের প্রাচুর্য্যও অসাধারণ ছিল। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন ফতেয়াবাদ সহরের কতকটা সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছে, আর কতকটা বর্ত্তমান গেরদা গ্রামের মধ্যে লুক্কায়িত। ঢোল সমুদ্র বাদে যে স্থান অবশিষ্ট আছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তিজ্ঞাপক এত চিহ্ন ও নাম এখনও আছে, যাহার সমতুল্য কিছুই নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে মিলিবে না। বড় বড় প্রাচীন দীঘী—যাহার কোনটি বিলুপ্তপ্রায়—প্রাচীন নাম বহন করিতেছে, যথা—নিমদীঘী, দীঘী মকরম খাঁ, সাগর-দীঘী। দীঘীগুলির কোনটি উত্তর দক্ষিণ, কোনটি পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা। গ্রামে একটি প্রাচীন মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাতে আজল বাহাদুর খাঁর নামাঙ্কিত ১০১৩ হিজরীর একটি প্রস্তরলিপি ছিল (সম্ভবতঃ এখনও আছে)। হজরত মহাম্মদের কেশ ইত্যাদি চিহ্ন এক স্থানে রক্ষিত ছিল; শুনা যায়, তাহা অপহৃত হইয়াছে। প্রস্তরলিপিটি সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। কিন্তু স্থানটিতে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অনেক কীর্ত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। দীঘী মুল্লুক খোরশেদের উত্তরস্থ স্থানকে "পীলখানা" বলা হয়। কয়েকটি পুষ্করিণী-সমন্বিত একটি স্থানকে চারি দিকে একটি প্রাচীন পরিখা ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকে গড় বলে। গড়ের পশ্চিমে

নগর—ইহা সম্ভবতঃ ক্রয়বিক্রয়ের স্থান ছিল। কৃষকের ক্ষেত্র-কর্ষণকালে সময় সময় মাটির নীচ হইতে পাকা দেওয়াল বা ফটকের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। শোনা যায়, এইরূপ দেওয়ালের উপর সময় সময় নানা কারুকার্য্যযুক্ত মূর্ত্তিও দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, হিন্দু রাজার রাজধানীই মুসলমান আক্রমণের পর মুসলমান নাম ধারণ করিয়া, মুসলমানের রাজধানী বা প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানেও গড়ের মধ্যে একটি স্থান রাজা কমলাকান্তের সিন্দুকবাড়ী বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহা কোষাগার ছিল। এই রাজা কমলাকান্ত কে ছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। দীনেশ বাবুর উল্লিখিত "অর্জ্জুন রাজা" অথবা আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাসে উল্লিখিত রাজ্জব দৌলত রায়েরও কোন সন্ধান পাই নাই।

মসজিদটি শাহ আলি বোগদাদী নামক সাধু পুরুষের নামের সহিত জড়িত। কোন পরাক্রান্ত মুসলমান শাসনকর্ত্তা বা সামন্তের আশ্রয় না পাইলে এই সাধু পুরুষের এখানে গেরুদা বা গদী করার কোন কারণ দেখা যায় না। ইঁহার দৌহিত্রবংশীয়গণ এখনও গেরুদায় অবস্থিতি করেন। এই গ্রামে শাহ তৈমুর নামক কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বলিয়া পরিচিত কতকগুলি লাখেরাজ সম্পত্তি আছে। এই শাহ্ তৈমুর কে ছিলেন, জানি না। কোন কোন লাখেরাজের জন্য পরবর্ত্তী কালের পরিপোষক সনদও দৃষ্ট হয়। স্থানটির কোন ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের এমন চিহ্ন হাবেলী পরগণার অন্য কোন স্থানে আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। নগর ধ্বংসেরও এমন কারণ খুব কম স্থানেই ঘটিয়াছে। এই প্রদেশ সম্রাট্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে পাঠান সর্দ্দার ও হিন্দু ভূম্যধিকারীদিগের বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে কত বিপ্লব মাথায় বহন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক পক্ষের কীর্ত্তি অপর পক্ষ ধ্বংস করা কিছু বিচিত্র নহে। তাহার উপর প্রকৃতির লীলা—পদ্মা দেবীর তাণ্ডব নৃত্য। মনে হয়, প্রধানতঃ এই কারণেই কালে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে—মোগল ফৌজদারের আসন ফতেয়াবাদ হইতে ভূষণায় স্থানান্তরিত হয়।

আমাদের ইতিহাস অনেক সময়েই বাহির হইয়া পড়ে মাটির নীচ হইতে। হিন্দু ও মুসলমান আমলের এই প্রাচীন স্থানের যতটা এখনও প্রাচীন মাটির উপর আছে, তাহার খনন কার্য্য হইলে কি বাহির হইবে, কে জানে? তবে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যেরূপ অর্থবল, তাহাতে সেরূপ খননের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

(আলোচনা)

'আত্মবিবরণ'-এর উপর নির্ভর করিয়া কবির সময় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে হইলে গৌড়েশ্বরের সহিত তাঁহার পার্ষদগণেরও বিষয় আলোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপিতামহ নারসিংহ ওঝা মহারাজ বেদানুজের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লব (প্রমাদ) উপস্থিত হইলে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার উপকূলে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কেহ কেহ বেদানুজকে সোণারগাঁয়ের রাজা দনুজ রায় (কুল-গ্রন্থের দনুজ মাধব) অনুমান করেন। অবশ্য মতভেদ নাই, এমন নহে। যাহা হউক, ইহারও যথাযথ মীমাংসা প্রয়োজন।

পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব্ব রায়, ধর্ম্মাধিকারিণী, শ্রীবৎস এবং রাজা পণ্ডিত মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। দুইটি নামে লিপিকর-প্রমাদ অথবা পাঠোদ্ধারে অনবধানতা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার ফলে কেশব খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে কেদার খাঁ এবং শ্রীবৎস হইয়া গিয়াছে। আর হওয়াটাও খুব সহজ। সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ (কেদার নহে) ও জগদানন্দ রায়, ইঁহারা তিন সহোদর; তথা শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীবৎস নহে) পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ রাজা কংসনারায়ণের ভগিনীপতি। মুকুন্দ ভাদুড়ী শ্রীকৃষ্ণের পিতা।[১] দেখা যাইতেছে, সভাসদ্বর্গের অনেকে কংসনারায়ণের সম্পর্কিত। সুবুদ্ধি খাঁ সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্ব-প্রতিপালক, পরে বেগমের প্ররোচনায় সম্রাট্ কর্তৃক নিগৃহীত হন। গৌড়ের উজির গোপীনাথ বসুর (পুরন্দর খান) ভ্রাতা গন্ধর্ব্ব রায়কে (গোবিন্দ) আমরা হোসেন শাহের দরবারেও দেখিতে পাই। পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তরবঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইঁহাকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন।[২] গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।[৩] বস্তুতঃ সে কালে রাজা কংসনারায়ণের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর কোন বৃত্তিভোগী অথবা প্রসাদপ্রার্থীর পক্ষে তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় সভাস্থ হইয়া পঞ্চ শ্লোক আবৃত্তি করেন। কৃত্তিবাসের এক পূর্ব্ব-পুরুষ নিশাপতি গৌড়েশ্বরের প্রসাদী ঘোড়া পাইয়াছিলেন।

---

১ গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৮৭।

২ মধ্যযুগের বাঙ্গালা, পৃঃ ৮-৯। ৩ গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

রাজা গণেশের দরবার হইলে মুসলমানী হাব-ভাব, আদব-কায়দার কিছু না কিছু অবশেষ পরিলক্ষিত হইত; দুই একজন বিশ্বস্ত আমীর ওমরাহ বা অনুচরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে রাজা কংসনারায়ণের পূর্ণ প্রভাব। প্রাচীন সাহিত্যে তাহার প্রমাণ বিরল নহে।

সুতরাং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের পূর্ব্বগণিত ১৩৫৪ শক (১৪৩৩ খ্রী) কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ হওয়াই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। ২৯ মাঘ, রবিবার রাত্রিশেষে কবির জন্ম হইয়া থাকিলে শ্রীপঞ্চমী বলিতে বাধে কি ? এ সম্পর্কে গত শ্রীপঞ্চমীর কথাও চিন্তনীয়।

অধিকন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য ভাষাগত সাম্যও যথেষ্ট আছে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ *

আর্য্যভটের জন্মকাল

পুরাকালে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।১ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার আলোচনা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে আপনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"২

"বর্ত্তমানে যখন তিন যুগপাদ এবং ষষ্টিবর্ষাত্মক ষষ্ট্যব্দ ব্যতীত হইয়াছে, তখন আমার জন্ম হইতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত।" অর্থাৎ ৩৬০০ কল্যব্দে (=৪২১ শকে) আচার্য্য আর্য্যভট ২৩ বৎসরবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম ৩৯৮ শকে।৩

আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য আচার্য্য ভাস্কর (প্রথম) বিরচিত 'লঘুভাস্করীয়ে'র টীকায় পরমেশ্বর (১৩৫০ শককাল) ৪৪৪ শককে ভটাব্দ বলিয়াছেন ("ভটাব্দোঽয়ং")। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কোন বিশিষ্টতর ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত

---

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই বিষয়ে লেখকের "Two Aryabhatas of Al-Biruni" এবং "Aryabhata, the author of the Ganita" নামক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য। উহারা *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*র ১৭শ (১৯২৬, ৫৯-৭৪ পৃঃ) ও ১৮শ (১৯২৭, ৫-১৮ পৃষ্ঠা) খণ্ডে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। 'আর্য্যভটীয়': কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক।

৩। শ্রী টি. এস. নারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আচার্য্য আর্য্যভট ৩৩৭ কলিগতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (*The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916, Appendix I, p. 161). দাক্ষিণাত্যস্থ 'আর্য্যভটীয়ে'র কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাকি উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম চরণের "ষষ্ট্যব্দানাং ষড়্ভির্যদা" পাঠ পাইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, উহাই প্রকৃত মূল পাঠ। কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক। আমরা এই পর্য্যন্ত 'আর্য্যভটীয়ে'র চারিখানি প্রাচীন টীকা দেখিয়াছি। উহাদের পাণ্ডুলিপিও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। সকল টীকাতেই "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা" ইত্যাদি পাঠ আছে। কোন কোন টীকাতে আবার স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৩৬০০ কলিগতাব্দে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়সে আর্য্যভট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

"বর্ত্তমানযুগচতুর্থপাদস্য কল্যাখ্যস্য ষট্‌শতাধিকসহস্রত্রয়সংমিতেষু ৩৬০০ সূর্য্যাব্দেষু গতেষু ত্রয়োবিংশতিবর্ষে ময়া শাস্ত্রং প্রণীতমিত্যর্থঃ।" (সূর্য্যদেব যজ্বা)

"তত্র বরাহকল্পস্যাস্য সপ্তমে বৈবস্বতমন্বন্তরে বর্ত্তমানাষ্টাবিংশচতুর্যুগস্য কল্যাদেঃ প্রভৃতি খখষড়্বর্গমিতে, সৌরাব্দে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে…" (সূর্য্যদেব যজ্বা, ভাষ্যভূমিকা)

"বর্ত্তমানযুগচতুর্থপাদস্য ষট্‌ছতাধিকসহস্রত্রয়সম্মিতেষু সূর্য্যাব্দেষু গতেষু সৎসু ত্রয়োবিংশতিবর্ষেণ ময়া শাস্ত্রমিদং প্রণীতমিত্যুক্তং ভবতি।" (পরমেশ্বর)

পরমেশ্বর চতুর্দ্দশ শকশতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন। অপর জ্যোতিষ-গ্রন্থেও এই পাঠ পাওয়া যায়। যথা 'বাক্যগণিতবিচার'এ আছে—

"আর্য্যভটস্যাপি,
ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ যদা ব্যতীতাঃ ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাঃ তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥
ইতি স্বীয়শ্লোকেনৈব স্বজন্মকালকথনাৎ।"

(S. Kuppuswami Sastri, *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library*, Madras, Vol. XXIV—*Jyautisa*, 1918; Ms. No. 13503, p. 9126).

হয়। ৪৪৪ শক আর্য্যভটের সম্পর্কে এত স্মরণীয় কেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বস্তুতঃ ৪২১ শকের (গ্রন্থরচনাকাল) পরের তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা জানা নাই। আমাদের অনুমান যে, ৪৪৪ শকে *আচার্য্য আর্য্যভটের মৃত্যু হয় এবং ইহার স্মরণার্থ* তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় উহাকে ভটাব্দ বলিতেন। ইহাও বলা উচিত যে, পরমেশ্বরের উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত অপর কুত্রাপি ঐ ভটাব্দের উল্লেখ আমরা অদ্যাবধি পাই নাই।[১] পরমেশ্বরের কথায় শঙ্কার বিশেষ কারণও দেখি না। যাহা হউক, এই অনুমান দুর্ব্বল।

জন্মস্থান

বর্ত্তমান কালের হিন্দুজ্যোতির্বিদ্‌সাধারণের বিশ্বাস যে, আচার্য্য আর্য্যভট প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরে (বর্ত্তমান পাটনার সন্নিকটে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যভটের নিম্নোক্ত বাক্য হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি—

"আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্‌।"[২]

কুসুমপুর পাটলীপুত্রের আদি নাম।[৩] শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় এই মতে শঙ্কা উত্থাপন করেন। আর্য্যভটের সিদ্ধান্তমতে পঞ্জিকাগণনার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতে—কর্ণাটক ও মহীশূরের বৈষ্ণবসমাজে। তাহা হইতে দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশে আর্য্যভটের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব।[৪] সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রী কে, সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় প্রকারান্তরে এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন।[৫] আর্য্যভটের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের ভাষ্যে কেরল নীলকণ্ঠ (১৪২২ শক প্রায়) লিখিয়াছেন, "অশ্মকজনপদজাত আর্য্যভটাচার্য্য।" এই অশ্মক জনপদ নাকি দক্ষিণ-ভারতে।[৬] কাহারও মতে প্রাচীন ত্রিবাঙ্কুর ও অশ্মক অভিন্ন। এই মত স্বীকার করতঃ

১। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "...স্বাপরান্তযাতসৌরাব্দগণে পুনর্ভটা(ব্দে ? ব্দ) ষষ্ট্যব্দষষ্টিঃ প্রক্ষিপ্য লব্ধং কল্যব্দগণঃ...।" (আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ ১৩শ শ্লোক, নীলকণ্ঠভাষ্য)। এখানে 'ভটাব্দ' ভিন্নার্থক। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অর্থে 'ভটাব্দের উল্লেখ আলবীরুণীও করিয়াছেন।

২। 'আর্য্যভটীয়,' গণিতপাদ, ১ম শ্লোক।

৩। A. J. C. Cunningham, *Ancient Geography of India*, edited with introduction and notes by Surendranath Majumdar Sastri, Calcutta, 1925, pp. 518*ff*.

৪। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' পুণা, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৯ পৃঃ।

৫। 'আর্য্যভটীয়,' গার্গ্যকেরলনীলকণ্ঠসোমসুত্ববিরচিতভাষ্যোপেতম্‌, কে. সাম্বশিবশাস্ত্রিণা সংশোধিতম্‌, প্রথমঃ সম্পুটঃ—গণিতপাদঃ, ত্রিভন্দ্রম, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য : বিশেষ ১-২ পৃঃ।

৬। বস্তুতঃ অশ্মকদেশের অবস্থিতি এখনও অনির্ণীত। অশ্মকদেশের প্রথম উল্লেখ—যত দূর জানা গিয়াছে—পাওয়া যায় পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।১৭৩)। ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধের কিছু কাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষ ষোল রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। উহার একটির নাম "অস্সক"। ঐ অস্সক দেশ অঙ্গ, মগধ, অবন্তী, বৈজ্জেন ইত্যাদি দেশ হইতে ভিন্ন। উহা নাকি মধ্যভারতের গোদাবরী ও তাপ্তী নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রাকৃত 'অস্সক'=সংস্কৃত 'অশ্মক' বা 'অশ্বক'। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২ অধি, ২৪ অধ্যায়েও অশ্মকদেশের উল্লেখ আছে। উহার সম্পাদক শ্রীশ্যামাশাস্ত্রীর মতে, অশ্মকদেশ=মহারাষ্ট্রদেশ। কিন্তু উহার ব্যাখ্যানকার গণপতি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, অশ্মক=অরট্ট। এই অরট্ট দেশ পঞ্চনদের অন্তর্গত। বাল্মীকির রামায়ণ দৃষ্টে ("অবন্ত্যশ্মকাঃ) মনে হয়, অশ্মক অবন্তীর সন্নিকটে। গ্রীক অলিকসন্দরের আক্রমণসময়ে উত্তর-পশ্চিম-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক লেখকদের বর্ণনা মতে উহার দুইটির নাম 'Aspasioi এবং Assakonus. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রীর মতে উহারা যথাক্রমে 'অশ্বক' এবং 'অশ্মক' শব্দের অপভ্রংশ। উভয় প্রদেশই বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অন্তর্গত—উহার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। (তৎসম্পাদিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ৬৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, আর্য্যভট সম্ভবত কেরল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজানুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী কুসুমপুরে গমন করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কুসুমপুরনগরীর অবস্থিতি সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ কিছু বলেন নাই। সুপ্রাচীন টীকাকার ভাস্কর (প্রথম)[১] লিখিয়াছেন—

"'কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্'। কুসুমপুরং পাটলীপুত্রং তত্রাভ্যর্চিতং জ্ঞানং নিগদতি। এবমনুশ্রূয়তে। অয়ং কিল স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তঃ কুসুমপুরনিবাসিভিঃ কৃতিভিঃ পূজিতঃ সৎস্বপি পৌলিশরোমকবাসিষ্ঠসৌর্য্যেষু। তেনাহ কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানমিতি।"

এইরূপে দেখা যায় যে, আর্য্যভটের কুসুমপুর পাটলীপুত্রই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমান সত্য নহে।

গ্রন্থরচনা—আর্য্যভটীয়

আচার্য্য আর্য্যভট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'। বস্তুতঃ দুইটি গ্রন্থখণ্ডের সম্মিলনে 'আর্য্যভটীয়' নির্ম্মিত। প্রথমটির নাম 'দশগীতিকা'। স্বয়ং আর্য্যভট এই নাম রাখিয়াছিলেন। উহার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

"দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্ত্বা পরং ব্রহ্ম॥"

ঐ খণ্ডে সর্ব্বসমেত ত্রয়োদশ শ্লোক আছে। প্রথমটি মঙ্গলাচরণ; দ্বিতীয়টি অক্ষরসংখ্যা-জ্ঞাপক পরিভাষা, সর্বশেষ শ্লোক গ্রন্থমাহাত্ম্যসূচক। প্রকৃত গ্রহগণিতবিষয়ক শ্লোক দশটি। উহারা গীতিছন্দে গ্রথিত। তাই এই গ্রন্থখণ্ডের নাম 'দশগীতিকা'।

অপর খণ্ডের উপসংহারে আর্য্যভট লিখিয়াছেন—

"আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্বং স্বায়ম্ভুব সদা সদ্যৎ।"

তাহাতে মনে হইতে পারে যে, উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'।[২] কিন্তু প্রাচীনদের মতে এই নাম সমগ্র গ্রন্থেরই। দ্বিতীয় খণ্ড তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে মোট ১০৮ (=৩৩+২৫+৫০) শ্লোক আছে। উহাদের ছন্দ আর্য্যা। তাই এই খণ্ডকে প্রাচীনেরা 'আর্য্যাষ্টশত' নামে উল্লেখ করেন। ইহা 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামেও খ্যাত ছিল।[৩] তাঁহাদের মতে এই দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ভাস্কর (প্রথম) স্পষ্টতই এই কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—[৪]

"অতোঽনেন লোকানুগ্রহায় স্ফুটগ্রহগত্যর্থবাচকানি দশগীতি(কা)সূত্রাণি গণিতকালক্রিয়াগোলার্থবাচকমার্য্যাষ্টশতং চ বিনিবদ্ধং স্ফুটগ্রহগত্যর্থহেতবোঽর্থাঃ।"

১। ইনি 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'-কার ভাস্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন। তদ্বিষয়ে লেখকের "The two Bhaskaras নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, 1930, pp. 727-736)

২। ভাষ্যকার ভাস্কর এক স্থলে (গণিতপাদ, ১৪ শ্লোক ভাষ্য) আর্য্যভটের শিষ্য বা অনুযায়ী অর্থে 'আর্য্যভটীয়' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩। ভাস্কর স্বকৃত আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্যের নাম রাখিয়াছেন 'তন্ত্রভাষ্য'; প্রত্যেক পাদের সমাপ্তিবাক্য এই প্রকার—"ইতি ভাস্করস্য কৃতাবার্য্যভটতন্ত্রভাষ্যে গণিতপাদঃ সমাপ্তঃ", "ইতি ভাস্করস্য কৃতাবার্য্যভটতন্ত্রভাষ্যে কালক্রিয়াপাদঃ সমাপ্তঃ" ইত্যাদি।

৪। 'দশগীতিকা', ২য় শ্লোকের ভাষ্য।

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তও (জন্ম ৫২০ শকাব্দ) এই দুই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১] দশম শকশতকের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ পার্শী গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটক আলবীরুণী হিন্দুস্থানের পণ্ডিতবর্গের মুখে আর্য্যভট-বিরচিত ঐ দুই গ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন।[২] 'আর্য্যভটীয়' 'আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামেও প্রসিদ্ধ ছিল।

অর্বাচীন কালে 'আর্য্যভটীয়' 'বৃদ্ধ আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে উল্লিখিত হয়। কারণ, নবম শকশতকের শেষভাগে আর্য্যভট নামে অপর একজন জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নামও 'আর্য্যসিদ্ধান্ত'। তখন পুরোবর্ত্তী আর্য্যভট 'বৃদ্ধ আর্য্যভট' নামে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত 'বৃদ্ধ আর্য্যভটসিদ্ধান্ত' বা 'বৃদ্ধ আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তী লেখকের গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। উহাতে ১৮টী অধ্যায় এবং সর্ব্বসমেত ৬৭২ শ্লোক আছে। তাই সেই গ্রন্থ 'বৃহৎ আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্ত' (সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত') এবং 'আর্য্যভটীয়' 'লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে কথিত হয়।

আর্য্যভটীয়ের টীকা

অনেক প্রাচীন জ্যোতিষী 'আর্য্যভটীয়ে'র উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই পর্য্যন্ত দশ জন টীকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; যথা—ভাস্কর, সোমেশ্বর, সূর্য্যদেব যজ্বা, পরমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, যল্লয়, ভূতবিষ্ণু, মাধব, কোদণ্ডরাম এবং ঘটীগোপ।

১। ভাস্কর আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি সমগ্র 'আর্য্যভটীয়' গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। আমরা ত্রিভন্দ্রম রাজকীয় সংস্কৃত গ্রন্থাগার হইতে উহার এক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ পাণ্ডুলিপি গোলপাদের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকার মধ্যস্থলে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ভাস্করের টীকার পাণ্ডুলিপির অপর কুত্রাপি অস্তিত্বের সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। এই টীকা অতীব মূল্যবান্। প্রাচীন হিন্দুগণিত ও গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে অধুনা অপরিজ্ঞাত কতিপয় বিষয়ের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। সময় ও সুযোগ পাইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও প্রসঙ্গানুসারে তাহার কোন কোনটার উল্লেখ করা যাইবে।

২। সোমেশ্বরের টীকার সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। ভাউদাজী উহার একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৩] উহার খোঁজ করিয়াও আমরা বিফলমনোরথ হইয়াছি। এইচ, ডি, ভেলঙ্কর মহাশয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'ভাউদাজীসংগ্রহে'র সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে সোমেশ্বর-

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৮।

২। *Alberuni's India*, English translation by Edward C. Sachau, second edition, 1910, London ; Vol. I, p. 157 ; see also p. 386.

৩। Bhau Daji, "Brief Notes on the Age & Authenticity of the Works of Aryabhata etc," *JRAS*, 1865, pp. 392 sqq ; particularly p. 398.

প্রণীত 'আর্য্যভটীয়' ভাষ্যের উল্লেখ নাই। সোমেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি ভাস্কর-প্রণীত ভাষ্যের সাহায্যে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। সূর্য্যদেব যজ্বা (বা নৈধ্রুব গোত্রসম্ভূত সূর্য্যদেব সোমসুত) প্রণীত আর্য্যভটীয়-ব্যাখ্যানের নাম 'ভটপ্রকাশ' বা 'ভটপ্রকাশিকা'। উহার পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে। সূর্য্যদেব সম্ভবত একাদশ শকশতকের লোক।[১]

৪। পরমেশ্বর ১৩৫২ শাকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কেরল প্রদেশের উত্তরাংশে নীলনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রচিত আর্য্যভটীয়ের টীকার নাম 'ভটদীপিকা'। পরমেশ্বর স্থলে স্থলে 'ভটপ্রকাশিকা' হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ণ সাহেবের সম্পাদনায় হলন্দ দেশের লাদেন নগরে মুদ্রিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মজফ্‌ফরপুর হইতে শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ উহার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দি ভাষায় উহার সংক্ষিপ্ত সারও দিয়াছেন।

৫। নীলকণ্ঠ পরমেশ্বরতনয় দামোদরের শিষ্য। তিনি ১৪২২ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার জন্ম কেরলে—কুণ্ডগ্রামে (বর্ত্তমান ত্রিক্কণ্ডিয়ুর)। নীলকণ্ঠ আর্য্যভটীয়ের শেষ তিন পাদের অর্থাৎ আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্য লিখিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন 'মহাভাষ্য'। প্রকৃতপক্ষে, মালাবারের সুপ্রসিদ্ধ কৌষীতকীনারায়ণ বা নেত্রনারায়ণের অনুরোধে নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্যরচনা আরম্ভ করেন। গণিতপাদের প্রথম ষড়্‌বিংশ সূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর শঙ্কর স্বর্গ গমন করেন। নীলকণ্ঠ শঙ্করের অসমাপ্ত ভাষ্যকে সম্পূর্ণ করেন। নীলকণ্ঠ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। (গণিত-পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্য দেখ)। 'মহাভাষ্য' অতীব বিস্তৃত। ইহাতে মূলের উপপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। উহার প্রথম দুই সম্পুট (গণিতপাদ ও কালক্রিয়াপাদ) ত্রিভন্দ্রম হইতে শ্রী কে, সাম্বশিব শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। শ্রীধরাচার্য্যের পুত্র এবং বালাদিত্যসুত সূর্য্যাচার্য্যের শিষ্য যল্লয়, সূর্য্যদেব যজ্বা কৃত 'ভটপ্রকাশিকা'র উপর টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার নাম 'কল্পলতা'। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে 'কল্পলতা' আছে।[২]

৭। বার্লিন নগরীস্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় রক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপির অন্তে আছে—[৩]

১। সূর্য্যদেব শ্রীপতি (৯৬১ শককাল) কৃত 'জাতকপদ্ধতি'র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (*A Triennial Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Govt. Orient Lib. Madras*, 1916/17—1918/19, Vol. III, Part I—Sans. C, R. No. 2741, p. 3916 দ্রষ্টব্য)। তিনি 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্করাচার্য্যের (জন্ম ১০৩৬ শক, গ্রন্থরচনা ১০৭২ শক) পূর্ব্ববর্ত্তী। ('আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', ১ম ভাগ, ৭৪-৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৯৬১ ও ১০৭২ শকের মধ্যে সূর্য্যদেব বর্ত্তমান ছিলেন।

২। *Descriptive Catalogue*, Vol. XXIV ; No. 13393, p. 9018

৩। See Weber's *Catalogue of the Berlin Sanskrit Manuscripts*, No. 834, p. 232 ; W. D. Whitney, "Additional Note on Aryabhatta and his Writings," *Journ. Amer. Orient. Soc.*, Vol. VI, pp. 560 *sqq* ; Kern's Preface to his edition of the ***Brhat-Samhita***, **p. 56.**

"ভট্টেন পূর্বং দশগীতিসূত্রমতীব গূঢ়ার্থমুদাহৃতং যৎ।
গুরুপ্রসাদাদধিগম্য বিষ্যংস্তদ্ ভূতবিষ্ণুঃ সমবোচদিত্থম্ ॥"

উহার আদিতেও ভূতবিষ্ণু-কৃত দশগীতিভাষ্যের উল্লেখ আছে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, ভূতবিষ্ণু দশগীতিকাসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা লুপ্ত। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে ঐ ভাষ্য বস্তুত নাই। যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে মূল আর্য্যভটীয়ের শ্লোক, পরে গদ্যে ভূতবিষ্ণুর ভাষ্য, উভয়ই ছিল। লেখক শুধু মূল মাত্র নকল করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, বোধ হয়। তাহা করার পরে তিনি খেয়ালবশে অথবা পদ্য দেখিয়া মূল ভ্রমে, পাণ্ডুলিপির উপসংহারবাক্যও নকল করিয়াছিলেন। কার্ণও সেইরূপ অনুমান করেন।

৮। আত্রেয় গোত্রসম্ভূত বিরূপাক্ষার্য্যের পুত্র মাধব জ্যোতিষ বাসনা এবং উদাহরণ সহিত আর্য্যভটীয়ের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে বৃহজ্জাতকের স্বকৃত টীকার প্রারম্ভে তিনি ঐ টীকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—১

"আদাবার্য্যভটীয়স্য সিদ্ধান্তস্য সবাসনাম্।
উদাহরণসংযুক্তাং টীকাং কৃত্বা ততঃ পরম্ ॥"

৯। কোটিকলপুড়িবংশজ কোদণ্ডরাম ১৭৭৮ শকে মোট ৪৩ শ্লোকে আর্য্যভটীয়ের কালক্রিয়াপাদের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।২ বিশেষ করিয়া কর্ণাটদেশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি টীকা লেখেন। তাই তেলেগু ভাষার আশ্রয় নিয়াছেন।

১০। অধ্যাপক পিশারোটি৩ এবং সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ঘটীকোপ বা ঘটীগোপ আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থনে তাঁহারা কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা অপর কুত্রাপি ঐ ভাষ্যের উল্লেখ দেখি নাই। সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঘটীগোপ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা প্রাচীন।

এই সকল ভাষ্যকারগণের মধ্যে ভাস্করই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে কখন কখন অপরের ব্যাখ্যানের উল্লেখপূর্ব্বক সমালোচনা করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা—

কালঃ প্রাণবিনাড়ীনাড্যহোরাত্রপক্ষমাসসংবৎসরযুগাদিকং তৎপরিজ্ঞানার্থং ক্রিয়া কালক্রিয়া। অন্যে পুনঃ ক্রিয়াব্যতিরিক্তং কাল…নাভ্যুপগচ্ছন্তি। তেষামযং বিগ্রহঃ কালশ্চাসৌ ক্রিয়া চ। এবমেতৌ দ্বৌ পক্ষৌ কেচিৎ কালং ক্রিয়াব্যতিরিক্তং মন্যন্তে, অন্যে ক্রিয়ৈব কাল ইতি।" (গীতিকাপাদ, ১ম শ্লোকের ভাষ্য · কালক্রিয়াপাদের উপোদ্‌ঘাতও দ্রষ্টব্য)

"সমদলকোটী অবলম্বকঃ। অত্র কেচিৎ সমে দলে যস্যাঃ সেয়ং সমদলা সমদলাসৌ কোটী চ সমদলকোটীতি বর্ণয়ন্তি। তেষাং সমদ্বিসমত্র্যস্রক্ষেত্রয়োরেব ফলসিদ্ধিঃ; ন বিষমত্র্যস্রক্ষেত্রস্য। অস্মাকং পুনঃ সমদলকোটীত্যনেন অবলম্বকব্যুৎপত্ত্যাক্রবতাং ত্রয়াণামপি ফলানয়নং সিদ্ধম্।" (গণিতপাদ, ৬ শ্লোক, ভাষ্য)।

তিনি বলেন যে, আর্য্যভটীয়ের কালক্রিয়াপাদের ২১ শ্লোকের তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা কোন পূর্বাচার্য্য করিতেন।—"অথান্যে অন্যথা ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি।" এইরূপে দেখা যায় যে, ভাস্করের পূর্বেও আর্য্যভটীয়ের একাধিক ভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল।

১। *Desc. Cat. Sans. Mss. Mad. Govt. Orient. Lib.*, Vol. XXIV, No. 13835, p. 9331

২। Rangacarya and Kuppuswami Sastri, *A Triennial Catalogue of Mss.*, 1910/11—1912/3, No. 371 (o), pp 522 f.

৩। K. Rama Pisharoti, "Sastras—Practical and Theoretical," *Quarterly Journal of the Mythic Socity*, Vol. XXI

[আর্য্যভটের শিষ্য আচার্য্য প্রভাকরও আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বোধ হয়। ভাস্কর দুই এক স্থলে ঐ ভাষ্যের খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—

"সমবৃত্তপরিধির্যস্য ক্ষেত্রস্য তৎক্ষেত্রস্য সমবৃত্তপরিধিঃ তস্য পাদঃ সমবৃত্তপরিধিপাদঃ। সত্যেতস্মিন্ ব্যাখ্যানে ক্ষেত্রফলস্য গ্রহণং প্রাপ্নোতি। আচার্য্যপ্রভাকরেণায়মেব বিগ্রহঃ প্রদর্শিতঃ। স গুরুরিতি কৃত্বা অস্মাভিঃ নোপলভ্যতে। অন্যচ্চ কাষ্ঠতুলাজ্যাভিধানং যুক্তমিতি অশাস্ত্রজ্ঞোঽপি জানাতীতি তেনৈব কাষ্ঠতুল্যজ্যা প্রত্যাখ্যাতা। বয়ং তু ক্রমঃ অস্তি কাষ্ঠতুল্যজ্যেতি।" (গণিতপাদ, ১১ শ্লোক, ভাষ্য)

"ইদং চ ব্যাখ্যানং আচার্য্যপ্রভাকরেণ ব্যাখ্যাতম্। তচ্চায়ুক্তমনর্থকমপ্রত্যাখ্যায় ব্যাখ্যানং কর্ত্তুং কথমনর্থক্যম্। অত্র গণিতশাস্ত্রে লঘূপায়প্রদর্শনার্থং বা সূত্রান্তরমারভ্যতে। অত্র অন্যতরগন্ধোঽপি নাস্তি। কথং পূর্বাচার্য্যাভিহিতছেদ্যকবিধিনা নিজ্ঞাতাভ্যাং প্রথমদ্বিতীয়চাপজ্যার্দ্ধাভ্যামিদং কর্ম ক্রিয়তে..." (গণিতপাদ, ১২ শ্লোক, ভাষ্য)

আর্য্যভটীয়ের আধার

সুপ্রাচীন স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত বা ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে আর্য্যভট স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদর্থে অপরাপর জ্যোতিঃশাস্ত্রও তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

"সদসজ্জ্ঞানসমুদ্রাৎ সমুদ্ধৃতং দেবতাপ্রসাদেন।
সজ্জ্ঞানোত্তমরত্নং ময়া নিমগ্নং স্বমতিনাবা॥
আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্বং স্বায়ম্ভুবং সদা সদ্যৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্যাঃ॥"[১]

টীকাকার ভাস্কর লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যেণ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তসংক্ষেপবস্তুরচনা প্রস্তুতা। স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তস্য চ বিধাতা ভগবান্ বেধাঃ।" (গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাষ্য)

ভগবদ্ভক্ত হিন্দু সদাই মনে করেন যে, তাঁহার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা ভগবানের কৃপাতেই হইয়াছে। তাই আর্য্যভট বলিয়াছেন যে, "দেবতার প্রসাদে"ই তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পরম জ্ঞান লাভ করেন। ইহার ব্যাখ্যা করতঃ ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"অনেন আচার্য্যেণ মহদ্ভিস্তপোভিঃ ব্রহ্মা আরাধিতঃ। অতোঽস্য তৎপ্রসাদেন স্ফুটগ্রহগত্যর্থানাং প্রাদুর্ভাব ইতি।...এবময়মাগমার্থো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আচার্য্যেণ অধিগতম্।" (দশগীতিকা, ২ শ্লোক, ভাষ্য)।

"আচার্য্যার্য্যভটস্তপোভিরমলৈরারাধ্য পদ্মোদ্ভবং
যল্লেভে গ্রহচারসারবিষয়ং বীজং মহার্থং স্ফুটম্।
তস্যাতীন্দ্রিয়গোচরার্থনিপুণস্পষ্টোরুসদ্বস্তুনো
ব্যাখ্যানং গুরুপাদলব্ধমধুনা কিঞ্চিন্ময়া লিখ্যতে।" (গণিতপাদের ভূমিকা)

সূর্য্যদেব বলেন,—

"আচার্য্য আর্য্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়াগোলপ্রতিপাদকানি শাস্ত্রাণি কালদৈর্ঘ্যাৎ ভক্তিহীনসম্প্রদায়বিচ্ছেদগ্রন্থবিপ্লবাদিজনিতেন দৃগ্গণিতবিসংবাদেন অকিঞ্চিৎকরাণি আলোচ্য সমদৃগ্গণিতং জ্যোতিঃশাস্ত্রং চিকীর্ষুঃ তাদৃশজ্যোতির্জ্ঞানবীজলাভায় জ্যোতিশ্চক্রগ্রহভগনাদিস্রষ্টারং ভগবন্তং স্বয়ম্ভুবং অতুলৈস্তপোভিঃ আরাধয়ামাস। তত্র সংপন্নো ভগবান্ তস্মৈ তাদৃশমতীন্দ্রিয়মতিরহস্যভূতং কালক্রিয়াগোলবীজজ্ঞানমুপদিদেশ। ততোঽয়মাচার্য্যঃ তদুপদিষ্টং সর্বং বীজং দশভির্গীতিসূত্রৈঃ তৎপরিবারভূতলৌকিকগণিতবীজং স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহিতং একেন আর্য্যাসূত্রেণ সংক্ষিপ্য লোকে প্রকাশয়ামাস। ততোঽষ্টাধিকশতৈরার্য্যাসূত্রৈঃ গণিতকালক্রিয়াগোলজ্ঞানবীজোপযোগং দিঙ্মাত্রেণ দর্শয়ামাস।" (ভাষ্য ভূমিকা)

অপরে আর্য্যভটের বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে

১। 'আর্য্যভটীয়', গোলপাদ, ৪৯-৫০ শ্লোক।

আর্য্যভট নিজের মেধাবলে অধ্যবসায় এবং বিচার সহকারে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণাদির ফলে জ্যোতিষে পারদর্শিতা লাভ করেন।

"অথ অন্তে মন্তস্তে জ্যোতিষামুদয়মধ্যাস্তময়প্রাচ্ছী(?)ন্ দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরিচ্ছিন্দ্য স্বধীবিরচিতামিতি।" (ভাস্কর-ভাষ্য, দশগীতিকা, ২ শ্লোক)

ভাস্কর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গ্রহগতি বিচিত্র। উহা সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। দেবতাপ্রসাদ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। যাহা হউক, পরবর্ত্তী টীকাকারেরা সাধারণ সরল অর্থেই আর্য্যভটের উক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা বোধ হয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে জ্যোতিগ্রন্থ রচনা আর্য্যভট ব্যতীত অপরেও করিয়াছেন। আর্য্যভটের পূর্ব্বে বৃদ্ধগর্গ ও শাকল্য এবং পরে বরাহমিহির (৪২৭ শক) ও ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শক) ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের জ্যোতিঃপদ্ধতির সহিত আর্য্যভটোক্ত পদ্ধতির পার্থক্য আছে।[১] ভাস্করের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঐ প্রকার গ্রন্থ বহু ছিল।

"আর্য্যভট ইতি স্বসংজ্ঞাভিধানেনাস্যাঃ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তানুসারিণ্যাঃ কৃতয়ঃ সন্তীত্যেতৎ প্রদর্শয়তি। তেন বহুত্বাৎ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তানুসারিণীনাং কৃতীনাং কেনেয়ং কৃতী কৃতেহি ন জ্ঞায়তে। অতঃ স্বসংজ্ঞাভিধানম্।" (গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাষ্য)

সুপ্রসিদ্ধ গণেশ দৈবজ্ঞ (জন্ম ১৪২০ শক প্রায়) লিখিয়াছেন,—[২]

"ব্রহ্মা, আচার্য্য বসিষ্ঠ, কশ্যপ প্রভৃতি যে গ্রহগণিত বলিয়াছিলেন, তাহা তত্তৎকালে ঠিক ছিল। দীর্ঘকাল অবসানে তাহা শ্লথ হইয়া পড়ে। তাই সত্যযুগের অবসানকালে ময়াসুর সূর্য্যকে তুষ্ট করিয়া স্ফুট গ্রহগণিত লাভ করেন। কলিতে তাহাতেও অন্তর দৃষ্ট হয়। তখন পরাশর চারুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। কালবশত তাহাতে ভুল দেখিয়া আর্য্যভট তাহাকে পরিশোধিত করেন। তাহাও স্রস্ত হওয়াতে দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফুট নিবদ্ধ করেন। তাহাও যখন আবার শিথিল হইল, তখন ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার করেন।"

এইরূপে দেখা যায়, গণেশ দৈবজ্ঞ মনে করিতেন যে, আর্য্যভট পরাশরসিদ্ধান্তের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ স্থলে গণেশ নামসাদৃশ্যবশত ভ্রমে পড়িয়াছেন। সত্য বটে, আর্য্যভট নামে একজন জ্যোতিষী পরাশরসিদ্ধান্তের আধারে গ্রহগণিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের আলোচ্য আর্য্যভট হইতে ভিন্ন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'মহার্য্যসিদ্ধান্ত' বা সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'। তিনি দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদির অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। নবম শকশতকের শেষ ভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, বোধ হয়।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গণেশ দৈবজ্ঞ স্ববিরচিত 'বুদ্ধিবিলাসিনী'তে (ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত 'লীলাবতী'র টীকা) কয়েক স্থলে আর্য্যভটের পাটীগণিতের উল্লেখ

১। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৫২, ১৮৮, ২১৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। গণেশ দৈবজ্ঞরচিত 'বৃহত্তিথিচিন্তামণি' দ্রষ্টব্য। স্ববিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে নৃসিংহ (জন্ম ১৫০৮ শক ; কৃষ্ণের পুত্র এবং গোলগ্রামস্থ দিবাকরের পৌত্র) গণেশের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

করিয়াছেন এবং তাহা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল 'মহাসিদ্ধান্তে'ই পাওয়া যায়। গণেশের গ্রন্থে আর্য্যভটীয়ের উল্লেখের কোন দৃষ্টান্ত আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই।

আর্য্যভটের অপর গ্রন্থ

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আচার্য্য আর্য্যভট অপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এই মতের অগ্রণী। বরাহমিহির দিনের প্রারম্ভ বিষয়ে আর্য্যভটের দুই মতের উল্লেখ করিয়াছেন—

"লঙ্কার্দ্ধরাত্রসময়ে দিনপ্রবৃত্তিং জগাদ চার্য্যভট।
ভূয়ঃ স এব সূর্য্যোদয়াৎ প্রভৃত্যাহ লঙ্কায়াম্॥"[১]

"আর্য্যভট বলেন যে, লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি সময় হইতে দিনের প্রারম্ভ। তিনিই আবার ('ভূয়ঃ স এব') বলিয়াছেন যে, লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হইতে দিনপ্রবৃত্তি হয়।" ব্রহ্মগুপ্তও আর্য্যভটের এই দুই মতের উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রতি বিষম কটাক্ষ করিয়াছেন।[২] অধিকন্তু তিনি এই দুই মতের গ্রন্থকে 'ঔদয়িক তন্ত্র' ও 'আর্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র' নামে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আর্য্যভট-প্রণীত একমাত্র 'আর্য্যভটীয়'ই এখন পাওয়া যায়। উহা ঔদয়িক তন্ত্র। তাই দীক্ষিত মনে করেন যে, আর্য্যভট-বিরচিত অপর একটি করণগ্রন্থ ছিল, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর্দ্ধরাত্রিক মত গৃহীত হইয়াছিল।[৩]

৫৮৭ শকে আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যক' বা 'খণ্ডখাদ্য' নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আর্য্যভটতুল্য-ফল" গণনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"বক্ষ্যামি খণ্ডখাদ্যকমাচার্য্যার্য্যভটতুল্যফলম্॥
প্রায়েণার্য্যভটেন ব্যবহারঃ প্রতিদিনং যতোঽশক্যঃ।
উদ্বাহজাতকাদিষু তৎসমফললঘুতরোক্তিরতঃ॥"[৪]

এই খণ্ডখাদ্যকের সঙ্গে আর্য্যভটীয়ের গ্রহফলাদি বিষয়ে অনেক স্থলে ঐক্য নাই। অপর পক্ষে, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সঙ্গে উহার অনেক ঐক্য আছে। তদ্দৃষ্টে দীক্ষিত অনুমান করেন যে, আর্য্যভটের বিলুপ্ত করণগ্রন্থ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের আধারে প্রণীত হইয়াছিল[৫] এবং ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকে উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন।[৬]

বলা বাহুল্য যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং খণ্ডখাদ্যক, উভয়েই 'আর্দ্ধরাত্রিক' মতাবলম্বী।

১। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', থিবো ও দ্বিবেদী কৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫।২০

২। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৫, ১৩, ১৪; 'খণ্ডখাদ্যক,' ২।৮

৩। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৯৭, ২২২—পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। 'খণ্ডখাদ্যকম্', আমরাজ-বিরচিত টীকা সহিত পণ্ডিত শ্রীবাবুয়া মিশ্র কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৫, ১।১-২

৫। মল্লিকার্জ্জুন সূরি (১১০০ শক) বলেন, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহ সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

৬। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "Aryabhata's Lost work," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, Vol. XXII, 1930, pp. 113—120.

দ্বাদশ শকশতকের প্রথম পাদে টীকাকার আমরাজ "আর্দ্ধরাত্রিকার্য্যভটতন্ত্রে"র উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তত্রত্য গ্রহফলাদিতে বীজসংস্কারদ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্য ফল পাওয়া যায়।[১] ১১০০ শককালে মল্লিকার্জ্জুন সূরি লিখিয়াছেন,[২] —

"আর্য্যভটাচার্য্যমতে ভৌমাদীনাং মন্দোচ্চপাতভেদা পৃথক পৃথক বিদ্যতে। গ্রহাণাং স্ফুটীকরণপ্রকারা অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহা স্বল্পান্তরা ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্ব্বদিগ ভাগাদিকসাক্ষাৎপরিমাণস্য দুর্লক্ষণত্বাদনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্যাশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারা ভটাচার্য্যেণোক্তং। তস্মাদেষাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টা। অপরেণ প্রকারেণান্যথা গোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চানাং ইচ্ছাকর্ষণবশাচ্চ ভগণগ্রহা দৃক্তুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণ বহবা জ্ঞাতব্য। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংমত্যাৎ দ্বিতীয়পাঠোঽস্তি…।"

১৪২২ শকে কেরল নীলকণ্ঠ সূরি আর্য্যাষ্টশতের স্বকৃত ভাষ্যে আর্য্যভটের আর্দ্ধরাত্রিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

উপরে উদ্ধৃত প্রমাণমূলে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, আর্য্যভট নামে একজন জ্যোতিষী আর্দ্ধরাত্রিক মতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামে খ্যাত ছিল। 'আর্য্যাষ্টশতে'রও 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামে প্রসিদ্ধি ছিল এবং তাহা ঔদয়িক মতাবলম্বী, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্য অপর গ্রন্থকে বিশেষ করিয়া 'আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র' বলা হইত। ইহাও হয় ত সত্য যে, প্রাচীন সূর্য্য এবং সোমসিদ্ধান্তের আশ্রয়ে 'আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র' রচিত হইয়াছিল। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও নীলকণ্ঠ মনে করিতেন, 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট এবং 'আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র'কার আর্য্যভট অভিন্ন ব্যক্তি। আধুনিক কালের শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, খরেগৎ[৪] এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন। আমরা কিন্তু তাহা নিঃসংশয়ে অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না। আর্য্যভট ও বরাহমিহির সমকালিক ব্যক্তি। বরাহমিহির আর্য্যভটকে জানিতেন। সেই হেতু তাঁহার কথা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত বটে। তবুও আমাদের শঙ্কা হয়, উভয় আর্য্যভট অভিন্ন ছিলেন কি না। আমরা সংক্ষেপে আমাদের শঙ্কা উপস্থিত করিতেছি :—

১। আর্য্যভটকৃত গ্রন্থের নির্বচনকালে তাঁহার কোন টীকাকার, শিষ্য বা প্রশিষ্য 'দশগীতিকাসূত্র' এবং 'আর্য্যাষ্টশত'তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই, দেখা যায়। যদি তাঁহার রচিত অপর কোন গ্রন্থ থাকিত, তবে কি তাঁহারা তাহার উল্লেখ করিতেন না?

১। আমরাজ লিখিয়াছেন,—

"যে চ করণাহর্গণা যাতা অর্দ্ধরাত্রিকা গ্রহাস্ত আর্য্যভটতন্ত্রতুল্যাঃ। তেষু চ দৃগ্‌গণিতবিসংবাদোঽস্তো বীজফলসংস্কৃতাস্তে ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।" (খণ্ডখাদ্যক, ১।১২ শ্লোক, টীকা)

"এবং সংস্কারে কৃতেঽর্দ্ধরাত্রিকার্য্যভটতন্ত্রোক্তমধ্যমানাং গ্রহাণাং সমা গ্রহা ভবন্তি।" (ঐ, ২।৮, ভাষ্য)

২। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র'· সূরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১৪ শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে "স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা। এতৎসম্পর্কে লেখকের "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮২-৯৩ পৃষ্ঠা)

৩। আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ১২-৫ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য দেখ।

৪। M. P. Kharegat, "On the interpretation of certain passages in the Pancha Siddhantika of Varahamihira etc," *Journal of the Bombay Branch of the Rayal Asiatic Society*, Vol XIX (1895-97) pp. 109*ff*; বিশেষ ভাবে pp. 129*ff*.

২। আর্য্যভটের শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্কর ঔদয়িক ও আৰ্দ্ধরাত্রিক বিধি অবগত ছিলেন। স্বকৃত 'কর্ম্মনিবন্ধে' বা 'মহাভাস্করীয়ে' তিনি ঔদয়িক বিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে আৰ্দ্ধরাত্রিক বিধির সঙ্গে উহার পার্থক্য কি, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নিবন্ধঃ কর্ম্মণা" প্রোক্তো যোঽসাবৌদয়িকো বিধিঃ।
অৰ্দ্ধরাত্রেশ্চ (? স্ত্র)যং সর্বো যো বিশেষ স কথ্যতে ॥ ২১ ॥
ত্রিশতিভূর্দিনে ক্ষেপ্যাপ্যবমেভ্যো বিশোধ্যতে।
জ্ঞগুণৌভগণেভ্যাঽপি বিশতিশ্চ ততোঽধিকঃ ॥ ২২ ॥"
ইত্যাদি, মহাভাস্করীয়, ৭অধ্যায়।

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, "এতৎ সর্বং সমাসেন তন্ত্রান্তর উদাহৃতম্" (৭।৩৩) অর্থাৎ "এই সমস্ত সংক্ষেপে তন্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।" কিন্তু তাঁহার গুরু আর্য্যভট যে উভয় বিধিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কথিত 'তন্ত্রান্তব' যে তৎকৃত, ভাস্কর তাহা এ স্থলে বা অপর কোথাও বলেন নাই।[১]

৩। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আর্য্যভটকে বহু দূষণ দিয়াছেন। কিন্তু তথায় 'দশগীতিকা' এবং 'আয্যাষ্টশত' ব্যতীত তৎকৃত অপর কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ তিনি করেন নাই।

৪। বরাহমিহির ও নীলকণ্ঠের উক্তি অনুসারে আর্য্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতের পূর্বে আৰ্দ্ধবাত্রিক মতের ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন। ঔদয়িক তন্ত্র আর্য্যভটীয় রচনাকালে আর্য্যভটের বয়স মাত্র তেইশ বৎসব ছিল। সুতরাং আৰ্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র রচনাকালে তাঁহার বয়স পনর, কি ষোল ছিল বলিতে হয়। দৃগ্‌গণিতবিবোধাদি কারণেই গ্রহগণিতে মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ঐ অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে সাত আট বৎসর বেশী নহে, বরং খুবই কম। পনর ষোল বছর বয়সে আর্য্যভট পূর্বতন গ্রহগণিতের সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মনে করা সমীচীন হয় কি? আৰ্দ্ধরাত্রিক মত ব্যাখ্যা পরে করিয়াছিলেন বলিলে অন্য প্রকার অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ, আর্য্যভটীয় রচনার ছয় বৎসর পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হয়।

এ সকল বিরোধ পরিহারার্থ নীলকণ্ঠ অনুমান কবেন যে, আৰ্দ্ধরাত্রিক মতাত্মক গ্রন্থ রচনার ২৩ বৎসব পরে আর্য্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতাত্মক গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' রচনা করেন। তাহা নির্দ্দেশার্থই তিনি বলিয়াছেন, "ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ।"[২] এই অনুমান কাল্পনিক। নীলকণ্ঠ নিজেই এই মত বরাবর স্থির রাখিতে পারেন নাই। ঐ উক্তির,

১। এক স্থলে ভাস্কর আর্য্যভটীয়কারের তন্ত্রান্তরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার লক্ষ্যার্থ যে ভিন্ন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অস্মাকং আচার্য্যেণ স্বতন্ত্রান্তরাবিরুদ্ধপ্রক্রিয়াপ্রতিপাদনার্থং ইদমুক্তম্। ভাবর্ত্তাশ্চ নক্ষত্রা ইতি। বা চ স্বতন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া। প্রাণেনৈতি কলাং ভমিতি।" (কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য)

২। "'ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতা' ইতি তদানীং স্বস্য ত্রয়োবিংশতিবর্ষত্বপ্রদর্শনমপি সংখ্যাহোল্যপ্রদর্শনপরমেব। এতাবতৈব কালেনাস্মাভিঃ [illegible] ভগনাদয়ঃ পঠিতাঃ। অতএবোভয়থাপি প্রদর্শিতমৌদয়িকার্দ্ধরাত্রিকত্বোক্তিরিতি ভাবঃ।" (কালক্রিয়াপাদ, ১০ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য)।

অনতিব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন, "ময়েদানীমেতস্মিন্ গ্রন্থে ক্রিয়মাণে কলেরারভ্য ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্গতা, ত্রয়োবিংশতিবয়স্কেন ময়া গ্রন্থঃ ক্রিয়তে চ।"[১]

৫। প্রথম বয়সে যাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, শেষ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন কেন, তাহার সমীচীন হেতু প্রদর্শন করিতে হইবে। দীক্ষিত উহার দুইটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। প্রথমতঃ আর্য্যভট এত লোকমান্য ছিলেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা চলিত না। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মগুপ্তের গণনার সহিত প্রচলিত গণনা ভিন্ন ছিল। তাই লোকে তাহা গ্রহণ করিত না। এই হেতুদ্বয় সমীচীন মনে হয় না। কারণ, লোকমত দ্বারা বাধ্য হইয়াই যদি ব্রহ্মগুপ্তকে আর্য্যভটের অনুসরণ করিতে হইল, তবে তিনি আর্য্যভটের পরিত্যক্ত মত গ্রহণ করিলেন কেন? খণ্ডখাদ্যকেও তিনি দুএক স্থলে আর্য্যভটকে সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। লোকমত সে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাকে ক্ষমা করিল কেন?

আমাদের মনে হয়, ঔদয়িক আর্য্যভটতন্ত্রকার আর্য্যভট এবং আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভট-তন্ত্রকার আর্য্যভট ভিন্ন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম।[২] তাহা পরিবর্ত্তনের পর্য্যাপ্ত কারণ এখনও পাই নাই। আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রকার আর্য্যভট ঔদয়িকতন্ত্রকার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন। তিনি এবং মহাসিদ্ধান্তকার কথিত বৃদ্ধ আর্য্যভট হয় ত অভিন্ন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে কলির আদিভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। যাহা হউক, তদুক্ত বিধি লোকসমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শকশতকে, আর্য্যভটীয়োক্ত বিধি প্রচলনের সময়েও আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রোক্ত বিধি আদৃত হইত। সেই হেতু ভাস্কর উভয় বিধির মধ্যে পার্থক্য কি, এক বিধি অনুযায়ী গণনা হইতে কি উপায়ে অপর বিধি অনুযায়ী গণনা আনয়ন করা যায়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র বিস্তৃত ছিল—ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

> "প্রায়েণার্য্যভটেন ব্যবহারঃ প্রতিদিনং যতোঽশক্যঃ।
> উদ্বাহজাতকাদিষু তৎসমফললঘুতরোক্তিরতঃ॥"
>
> খণ্ডখাদ্যক, ১।২

"যেহেতু আর্য্যভটতন্ত্র বিস্তৃত বলিয়া উদ্বাহজাতকাদিতে আবশ্যক দৈনন্দিন (তিথিনক্ষত্রাদি) ব্যবহারে (তদনুসারে গণনা করিতে লোক) অশক্ত হয়, সেই হেতু তৎসমফলপ্রদায়ী এই লঘুতর বিধি কথিত হইতেছে।" উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে পৃথূদক স্বামী লিখিয়াছেন,—

> "আর্য্যভটতন্ত্রেণ প্রতিদিনং তিথিনক্ষত্রাদিকো ব্যবহারো বিস্তৃতত্বাদ্গণিতস্য ন শক্যতে কর্ত্তুং। অহং তৎফলসমং স্বল্পেন সূত্রেণ গণিতেন চ কৃতবানিতি॥ খণ্ডখাদ্যকমিতি॥ কেষু ব্যবহারো ন শক্যত ইত্যাহ॥ উদ্বাহজাতকাদিষু ইতি॥ বিবাহজাতকযাত্রাতিথিনক্ষত্রকরণসংক্রান্তিব্যতীপাতগ্রহণোদয়াস্তময়শৃঙ্গোন্নতিসমাগমাদিষেতেষু ব্যবহার আর্য্য-ভটস্যাতিবিস্তৃতত্বাৎ ন শক্যতে কর্ত্তুং। ময়া স্বল্পোক্ত্যা কৃতমিতি।"

ভট্টোৎপল এবং আমরাজের ব্যাখ্যাও এবম্প্রকার। তাঁহারা লিখিয়াছেন,—"প্রায়েণ বাহুল্যেন।"

১। কালক্রিয়াপাদ, ১০ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য।

২। লেখকের "Two Aryabhatas of Al-Biruni" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; বিশেষ ৬৮-৬৯ পৃঃ।

আরও একটা কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মগুপ্ত যে যে স্থলে ঔদয়িক এবং আর্দ্ধরাত্রিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) লিখিয়াছেন যে, ঔদয়িক মত আর্য্যভটের এবং আর্দ্ধরাত্রিক মত পুলিশের। যথা,—

"সাবনদিবসা ১৫৭৭৯১৭৫০০ এষ চতুর্যুগাহর্গণঃ আর্য্যভটীয়স্য পৌলিশাহর্গণেন সহ অন্তরে কৃতে জাতং ৩০০ এতাবন্তোঽহর্কোদয়া অন্তরে তুল্যেরপি রবিচন্দ্রভগণেরবমন্যোঃ সহ যোজ্যং...।" (ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত ১১।৫, ভাষ্য)

"ঔদয়িকা আর্য্যভটীযা আর্দ্ধরাত্রিকাযা (?) পুলিশাদযস্তেযা তুল্যের প ভগণে দ্দনশতত্রয়মন্তরং পূর্বমেব প্রতিপাদিতং তচ্চাবগ্মক্রমেণ যুজ্যতে...অহর্গণয়োঃ আর্য্যভটীযপৌলিশায়ার্দ্ধরাত্রিকযোস্তত্রাবগ্মমেকো দিবস ঔদয়িকে আর্য্যভটাহর্গণে দাতব্যো ভবতি...।" (ঐ, ১১।১৩, ভাষ্য)

শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) লিখিয়াছেন,—

"অন্যদপি মধ্যমসংস্কারমাচার্য্যার্য্যভটেনৈব প্রণীতমিতি কেচিদ্বর্ণযন্তি।

ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্যকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই প্রকার বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং যেন ঐ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। নতুবা "কেচিৎ বদন্তি" লিখিতেন না।

আর্য্যভটের শিষ্যবর্গ

আচার্য্য আর্য্যভটের সমস্ত শিষ্যের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। তবে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শিষ্য সম্পর্কে তিনি পরম ভাগ্যবান্ ছিলেন। কারণ, তাঁহার কোন কোন শিষ্য ও অনুশিষ্য গণিতবিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লল্ল লিখিয়াছেন,—

"বিজ্ঞায শাস্ত্রমলমার্য্যভটপ্রণীতং
তন্ত্রাণি কৃতানি যদ্যপি তদীয়শিষ্যৈঃ।"১

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্য্যভটের অনেক শিষ্যই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতটা শিষ্য-সৌভাগ্য অপর কোন হিন্দু জ্যোতিষীর হইয়াছিল দেখা যায় না।

আর্য্যভটীয়ের রচনাকাল প্রসঙ্গে ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

এতদেব আচার্য্য আর্য্যভটশাস্ত্রব্যাখ্যানসময়ে বা পাণ্ডুরঙ্গস্বামীলাটদেব...নিশঙ্কুপ্রভৃতিভ্যঃ প্রোবাচ।"—(গণিতপাদ, ১০ শ্লোক, ভাষ্য।)

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের পাণ্ডুলিপির পাঠ এ স্থলে খণ্ডিত। এই পাঠ উদ্ধারের উপায় আপাততঃ দেখি না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, ভাস্করের ভাষ্যের অপর কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বের সন্ধান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেই হেতু ভাস্কর যে যে শিষ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন—সমস্ত শিষ্যের নাম যে তিনি করেন নাই, 'প্রভৃতি' শব্দ প্রয়োগেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়—তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় আপাততঃ নাই। যাহা হউক, এ স্থলে আমরা আর্য্যভটের তিন জন শিষ্যের নাম পাইতেছি—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী, লাটদেব ও নিশঙ্কু বা শঙ্কু। অন্য উপায়ে জানা যায় যে, প্রভাকর, ভাস্কর এবং লল্লও আর্য্যভটের শিষ্য ছিলেন। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের যথাসম্ভব পরিচয় দিতেছি।

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদতন্ত্র', ১।২

পাণ্ডুরঙ্গস্বামী—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। বস্তুতঃ ভাস্করের উক্তি ব্যতীত অপর কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

লাটদেব—আচার্য্য লাটদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি "সর্বসিদ্ধান্তগুরু" খ্যাতি লাভ করেন।১ ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শক) লাটের জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে দুই তিনটা দোষারোপ করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহার উক্তি নির্বিচারে বিশ্বাস্য নহে। কারণ, আচার্য্য আর্য্যভটের সিদ্ধান্তে তিনি যে সমস্ত দোষ দিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্যকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার অধিকাংশ বৃথা। এমন কি, তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, আর্য্যভটের অনুক্ত বিষয়ও তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। লাটের প্রতিও ব্রহ্মগুপ্তের ব্যবহার স্থলে স্থলে সেই প্রকার দ্বেষদুষ্ট হইতে পারে। একমাত্র লাটাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা দ্বারাই তাহার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, লাটকৃত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বরাহমিহিরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য লাটদেব প্রাচীন 'পুলিশসিদ্ধান্ত' এবং 'রোমক সিদ্ধান্তে'র প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন।

"পঞ্চেভ্যো দ্বাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন"২

"পুলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পিতামহসিদ্ধান্ত, এই পঞ্চ সিদ্ধান্তের প্রথম দুইটি লাটদেব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" এ স্থলে "ব্যাখ্যাত" (ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) শব্দ সাধারণভাবে "ভাষ্যটীকাদির দ্বারা বিশদ করিয়াছিলেন" অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। লাটদেব কালান্তরাদিদোষহেতু ভ্রষ্ট প্রাচীন সিদ্ধান্ত-দ্বয়কে নানা প্রকার সংস্কারাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ ও দৃগ্‌গণিতৈক্যসম্পন্ন করিয়া এক প্রকার স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন, মনে করিতে হইবে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।

বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, লাটাচার্য্য যবনপুরে সূর্য্যার্দ্ধাস্ত হইতে দিনপ্রবৃত্তি গণনা করিতেন।৩ যবনপুরে সূর্য্যার্দ্ধাস্ত এবং লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি একই সময়।

ভাস্কর৪ লাটদেবের গ্রন্থ হইতে অয়নারম্ভ ও ঋতুপ্রবৃত্তি বিষয়ক দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"মকরাদাবুদগয়নং দক্ষিণময়নং চন্দ্রভবনাদৌ"
"ঋতবঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মঘনাগমশরদ্ধিমাগমানাং।
মৃগমকরাদ্রাশিদ্বয়দিনভোগস্থিতিসমানা॥"

আলবীরুণী লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকর্তৃক রচিত।৫ তদানীন্তন কোন হিন্দু জ্যোতিষীর মুখে তিনি সেই প্রকার শুনিয়া থাকিবেন। সেই হেতুতে কার্ণ মনে করেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন একটি সংস্করণ লাটকৃত হওয়া সম্ভব।৬ দীক্ষিতও

১। ভাস্কর লিখিয়াছেন, "সর্বসিদ্ধান্তগুরুরাচার্য্যলাটদেব আহ" (আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য)
২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১।৩ ৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা.' ১৫।১৮
৪। কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য।
৫। *Alberuni's India*, ১ম খণ্ড,
৬। তৎসম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা'র ভূমিকা।

আলবীরুণীর উক্তিকে মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ববাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকৃত হইতে পারে না। যদি হইত, বরাহমিহির তাহার উল্লেখ করিতেন, যেমন পুলিশসিদ্ধান্ত ও বোমকসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কবিযাছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটপ্রণীত, দীক্ষিত ইহা অনুমান কবেন।১ এই সকল অনুমান দুর্বল। আলবীরুণীর উক্তি ব্যতীত উহাদের পক্ষে অপর কোন প্রমাণ নাই। কোন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা তাহার কোন সংস্করণকে লাটকৃত বলেন নাই। অধিকন্তু আলবীরুণীর লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি মূল সূর্য্যসিদ্ধান্তকেই লাট প্রণীত মনে করিতেন। আমরা জানি, উহা সত্য নহে। সেই হেতুতে আলবীরুণীব উক্তি আরও অপ্রামাণ্য হইয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীষেণ এবং বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহাদেব প্রতিসংস্কৃত যথাক্রমে রোমক ও বসিষ্ঠসিদ্ধান্তে লাটকৃত গ্রন্থ হইতে মধ্যম ববি, চন্দ্র, চন্দ্রোচ্চ, চন্দ্রপাত, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, এবং শনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ ইহাতে দীক্ষিত অনুমান করেন যে, লাটকৃত কোন স্বতন্ত্র করণগ্রন্থও ছিল।৩

শ্রীপতি স্পষ্টতই লাটাচার্য্য-প্রণীত স্বতন্ত্র তন্ত্রগ্রন্থেব উল্লেখ কবিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কেচিদ্বারং সবিতুরুদয়াদাহুরন্যে দিনার্দ্ধাৎ
ভানোরর্দ্ধাস্তময়সময়াদচিরে কেচিদেবম।
বারস্থাদিং যবননৃপতির্দিঙ্মুহূর্ত্তে নিশায়া
লাটাচার্য্যঃ কথযতি পুনশ্চার্দ্ধরাত্রে স্বতন্ত্রে॥"৪

মক্কিভট্ট টীকা করিয়াছেন,—

"...অন্যে লাটদেবাদযঃ ভানোরর্ধাস্তময়সময়াদর্ধাস্তময়কালমারভ্য এব বারমূচিরে উক্তবন্তঃ। লাটাচার্য্যঃ পুনশ্চ স্বতন্ত্রে স্বসিদ্ধান্তে অর্ধরাত্রে বারস্থাদিং কথয়তীত্যর্থঃ।'

কিন্তু সেই গ্রন্থ অধুনা উপলব্ধ নহে।

লাটদেব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আধুনিক পণ্ডিত মহলে নানা কল্পনা জল্পনা হইয়াছে। বেবর মনে করেন যে, এই লাটদেব এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-প্রণেতা লগধ একই ব্যক্তি ছিলেন। ভাউদাজী তাঁহাকে বিদেশীয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ও সেই প্রকার তাঁহাকে যবন বা যবন জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করেন।৫ আচার্য্য ভাস্করের উক্তি দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। লাটদেব আর্য্যভটের শিষ্য; সুতরাং বরাহমিহিরের সমকালে পঞ্চম শকশতকের মধ্যভাগেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত লাটের প্রতি এই দোষ দিয়াছেন যে, তৎকর্ত্তৃক পরিগণিত গ্রহণাদির

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৮০ পৃঃ
২। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১১।৪৮-৫০
৩। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৬৮ পৃঃ
৪। শ্রীপতি প্রণীত 'সিদ্ধান্তশেখর', শ্রীববুয়া মিশ্র সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩২, ২।১০
৫। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', ৮৪ পৃঃ

দিগৈক্য হয় না।১ এই দূষণ কতটা সৎ বলা যায় না। লাটের সংস্কৃত পুলিশ ও রোমক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বরাহমিহির অন্য প্রকার বলিয়াছেন।

'পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকপ্রোক্তঃ।'২

অর্থাৎ "পুলিশকৃত সিদ্ধান্ত স্ফুট; রোমকপ্রোক্ত সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন।" বরাহমিহিরের সময়ে যাহা স্ফুট ছিল, শতাধিক বর্ষ পরে কালান্তরে অবশ্য-সম্ভাব্য দোষে তাহা কিঞ্চিৎ শ্লথ হইবারই কথা। কিন্তু তাহার জন্য লাটদেবকে দূষণ দেওয়া যাইতে পারে না।

নিশঙ্কু বা শঙ্কু - ইহার প্রকৃত নাম নিশঙ্কু, কি শঙ্কু, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেন না, ভাস্করের ভাষ্যের যেই স্থলে তাঁহার নামে আছে, আমাদের পাণ্ডুলিপি ঐ স্থলে খণ্ডিত। যদি শঙ্কুই হয়, তবে এদেশের একটা প্রাচীন কিম্বদন্তীর কথঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়। কালিদাস গণক (দ্বাদশ শকশতাব্দী)ও ঐ কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন।৩ তন্মতে বরাহমিহির ও শঙ্কু সমসাময়িক,—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের দুই রত্ন। আর্য্যভটের শিষ্য শঙ্কু সত্যই বরাহমিহিরের সমকালিক।

প্রভাকর—'সিদ্ধান্তশিরোমণিকা'র সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের উক্তি ("আর্যভটস্য শিষ্যাঃ প্রভাকরাদয়ঃ")৪ মূলে জানা যায় যে, আচার্য্য প্রভাকর আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা বিলুপ্ত। স্বরচিত ভাষ্যে ভাস্কর দুই স্থলে উক্ত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ত্রই ভাস্করের ব্যাখ্যা প্রভাকরের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন।৫ ভাস্কর প্রভাকরকে গুরুবৎ মান্য করিতেন ("স গুরুঃ")। শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) স্বকৃত 'লঘুভাস্করীয়ব্যাখ্যানে' প্রভাকরের একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

'সূর্য্যেন্দুযোগনক্ষত্রে রূপবর্ধনপঙ্ক্তি ।
অত্যাষ্টা চৈব ধৃত্যা চ পং ক্ত্যা যুক্তা পৃথক্ পৃথক্ ॥
নিরোধ' পরিঘং বজ্রং দণ্ডং খণ্ডং চ চূলকম্।
ব্যতীপাতং চ সপ্তৈতান্ মহাদোষান বিদুঃ ক্রমাৎ ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আচার্য্য প্রভাকর-রচিত একটা সংহিতাগ্রন্থ ছিল। লক্ষ্মণসেনকৃত 'অদ্ভুতসাগরে' (১০৯০ শক) এবং পীতাম্বরকৃত 'বিবাহপটলে' (১৪৪৪ শক) আচার্য্য প্রভাকর-প্রণীত সংহিতাগ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'প্রভাকরগণিত' নামে একটা তন্ত্রগ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা এখন বিলুপ্ত। সূর্য্যদেব যজ্বা তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।৬

ভাস্কর—আমরা এই পর্য্যন্ত আচার্য্য ভাস্কর-প্রণীত তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, (১) আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য, (২) বৃহৎ কর্মনিবন্ধ এবং (৩) লঘু কর্মনিবন্ধ। শেষোক্ত

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৪৬
২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১।৪
৩। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ'
৪। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', স্পষ্টাধিকার, ৪৩ শ্লোক, বাসনা (কাশী সরস্বতীভবনস্থ পাণ্ডুলিপি)
৫। ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬। *Triennial Cat. of Sans., Mss., Madras*, 1916-17—1918-19 R. No. 2741, p. 3916

গ্রন্থ দুইটি, রচয়িতার নামানুসারে যথাক্রমে বৃহৎ বা মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় নামেও প্রসিদ্ধ। উহারা আর্য্যভটীয়মূলে প্রণীত। আর্য্যভটীয়ভাষ্যের স্থলে স্থলে ভাস্কর "(বৃহৎ) কর্মনিবন্ধ" হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাহা ভাষ্যের পূর্বে রচিত। লঘুভাস্করীয় তাহার পরে লিখিত।[১]

পরবর্ত্তী হিন্দু জ্যোতিষিগণ ভাস্করের মতকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন। পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক), সূর্য্যদেব যজ্বা, এবং মক্কিভট্ট (১২৯৯ শক) প্রভৃতি তাঁহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের অনুসরণে সোমেশ্বর আর্যভটীয়ের নূতন ভাষ্য প্রণয়ন করেন। "ভাস্করীয়ের অনুসরণে" জনৈক অর্বাচীন জ্যোতিষী 'বাক্যকরণ' রচনা করেন।

ভাস্করীয়ের একাধিক ভাষ্য পাওয়া যায়। কেরলদেশীয় শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) লঘুভাস্করীয়ের একখানি বিশদ ভাষ্য রচনা করেন। তাহা 'শঙ্করনারায়ণীয়' নামে খ্যাত। সূর্য্যদেব যজ্বা-কৃত মহাভাস্করীয় ব্যাখ্যানের নাম 'গোবিন্দসাম্য'। তদবলম্বনে পরমেশ্বর (১৩৫২ শক) 'সিদ্ধান্তদীপিকা' নামে এক বিস্তৃত ভাষ্য লেখেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে মহাভাস্করীয়ের আর একখানি টীকা রচনা করেন। তাহা 'কর্ম্মদীপিকা' নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর লঘুভাস্করীয়েরও টীকা করিয়াছেন। মক্কিভট্ট (১২৯৯ শক), 'গণিতবিলাস' নামে মহাভাস্করীয়ের বিস্তৃত টীকা করেন।[২] রুদ্রের শিষ্য শ্রীকণ্ঠ মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় উভয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন।[৩] উদয়দিবাকর জ্যোতিষভট্টকৃত লঘু-ভাস্করীয়ের টীকা ত্রিভন্দ্রম্ ও বরোদাস্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় পাওয়া যায়।[৪]

লল্ল—আচার্য্য লল্ল আচার্য্য আর্য্যভটের অন্তেবাসী শিষ্য ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রাচীনদের মধ্যে সূর্য্যদেব যজ্বা[৫] এবং পরমেশ্বর[৬] লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ণ, জনার্দ্দন বালাজী এবং সুধাকর দ্বিবেদী[৭] প্রভৃতি

১। শঙ্করনারায়ণের মতে ভাস্কর সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যভটীয়ভাষ্য, পরে মহাভাস্করীয় এবং সর্ব্বশেষ লঘুভাস্করীয় রচনা করেন।

'তত্র প্রথমতস্তাবদার্য্যভটস্য গণিতকালক্রিয়াগোললক্ষণশাস্ত্রস্য ভাষ্যং কৃত্বা পুনগ্র্হকর্ম্মনিবন্ধনং বৃহদ্ভাস্করীয়ং নাম কৃত্বা পুনরপি সংক্ষেপেন অষ্টাধিকারকারিতগ্রহকর্মনিবন্ধনং মন্দবুদ্ধীনামনুগ্রহবুধ্যা গুরুরয়ং ভাস্করঃ স্বনামসম্বন্ধ-মুপদিদিক্ষু··· ।" স্বয়ং গ্রন্থকারের উক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া এই মত অনাদরণীয়।

২। এই টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধান্তশেখরের স্ববিরচিত ভাষ্যে মক্কিভট্ট স্বকৃত 'বৃহদ্ভাস্করীয়-ব্যাখ্যানে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। *Triennial Catalogue* for Madras, 1919—1922, No. 3730 দ্রষ্টব্য।

৪। ভাস্কর সম্বন্ধে ইতোধিক খবরের জন্য লেখকের "The two Bhaskaras" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, 1930, pp, 727-736. এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, প্রভাকর এবং ভাস্কর একই ব্যক্তি। উহা সত্য নহে। তখন ভাস্করকৃত আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য আমার হস্তগত হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উক্তি হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রভাকর এবং ভাস্কর ভিন্ন ব্যক্তি।

৫। সূর্য্যদেব লিখিয়াছেন, "···কিঞ্চিৎ সম্প্রদায়েন সিদ্ধম্। ক্ষেপশোধনমন্তীতি জ্ঞাপং তচ্ছিষ্যেণ লল্লাচার্য্যেণ শিষ্যধীবৃদ্ধিদাখ্যে মহাতন্ত্রে···"—ভটপ্রকাশিকা, ৩।১০

৬। পরমেশ্বর লিখিয়াছেন, "তথা চ তচ্ছিষ্যো লল্লাচার্য্যঃ"—ভটদীপিকা, ৩।১০

৭। 'গণকতরঙ্গিণী', ৪ পৃঃ।

তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত[১] এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়[২] এই বিষয়ে শঙ্কা করেন। তাঁহাদের মতে লল্ল, এমন কি, আর্য্যভটের সমকালীনও নহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার,—

১। যদি লল্ল প্রথম আর্য্যভটের শিষ্য বা সমকালীন হইতেন, তবে ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) *লল্লের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথমার্য্যভটের গ্রন্থেও থাকিত।* কিন্তু আর্য্যভটীয়ে সেই সকল দোষ নাই।

২। ব্রহ্মগুপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গ্রন্থকারের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্য্যভটের উপর তিনি খড়্গহস্তই ছিলেন। কিন্তু তিনি লল্লের নামোল্লেখও করেন নাই।

৩। লল্ল যদি আর্য্যভটের শিষ্য হইতেন, গুরুর সিদ্ধান্তে বীজসংস্কার করিতেন না। বীজসংস্কার প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং আর্য্যভটই তাহা করিতেন, অথবা শিষ্যের সময়ে বীজসংস্কার আবশ্যক হইত না।

৪। লল্ল ভূভ্রমণবাদে দোষ দিয়াছেন। আর্য্যভটের শিষ্য হইলে, তিনি এই প্রকার গুরুদ্বেষী হইতেন না।

৫। ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) লল্লকে অনেক দোষ দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

এই সমস্ত যুক্তি আমাদের নিকট সারবান্ মনে হয় না। কারণ, (.১) লল্ল গুরুর সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই ব্যাখ্যা করিতে ভুল করিয়াছেন, মনে করিলে প্রথম আপত্তি কাটিয়া যায়। বস্তুতই যে ঐরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। (২.১) অনুক্তিবাদ, অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্ত লল্লের নামোল্লেখ করেন নাই, তাই লল্ল ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারেন না, এই প্রকার যুক্তি, দুর্ব্বল প্রমাণ। এক লাটদেব ব্যতীত আর্য্যভটের অপর কোন শিষ্যের নামোল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই। সেই যুক্তিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আরও দেখা যায়, আর্য্যভটের শিষ্যবর্গের ভুলত্রুটির জন্যও ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকে দায়ী করিয়াছেন। পৃথূদক স্বামী ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। হয় ত সেই কারণে ব্রহ্মগুপ্ত স্বতন্ত্রভাবে লল্লের নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই। (৩.১) জ্যোতিষে সর্ব্বদাই কালান্তরে বীজসংস্কারের প্রয়োজন হয়। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 'গ্রহলাঘব'কার গণেশ দৈবজ্ঞ তাঁহার পিতার প্রদত্ত গ্রহগণিতে ৬০ বৎসর পরে বীজসংস্কার করিয়া তাহাকে স্ফুটতর করিয়াছিলেন।[৩] লল্লও সেই প্রকার দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করিয়া তাঁহার গুরুর গণিতকে স্ফুট করার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বলা যায়। (৪.১) এই পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, আচার্য্য আর্য্যভটের সকল শিষ্যানুশিষ্যই তাঁহার ভূভ্রমণ-

---

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' ২২৮ পৃঃ। ২। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,' ১৮১ পৃঃ।

৩। গণেশ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সোরা-
ন্যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তত্তনয়ো গণেশঃ
স্পষ্টং যথা হক্‌কৃতদৃগ্‌গণিতৈক্যমত্র।"—বৃহত্তিথিচিন্তামণি

বাদে দোষ দিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে। (৫.১) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুক্তিবাদ দুর্বল প্রমাণ। যাহা হউক, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী সূর্য্যদেব যজ্বা লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লল্ল রেবতী তারার ভোগ ৩৫৯ অংশ দিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বনে গণনা করিয়া দীক্ষিত এবং রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, লল্ল ৬০০ (দীক্ষিত) বা ৫০০ (রায়) শকের কাছাকাছি সময়ে ছিলেন। সুতরাং তিনি আর্য্যভটের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পাবেন না, তাঁহারা ইহা বলেন। তাঁহাদেব এই যুক্তি সারবান্ বলিতে হইবে, যদি লল্লপ্রদত্ত গণনা সূক্ষ্ম ছিল ধরা যায়।

লল্ল নামক একজন জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যে'র একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। উহা 'খণ্ডখাদ্যপদ্ধতি' নামে খ্যাত ছিল। আমরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি লল্লাদির ভাষ্য অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের স্বকীয় টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

"লল্লোৎপলসোমেশ্বরবিরচিতভাষ্যানি তত্ত্বতো বুদ্ধা।
একীকৃত্য তদর্থং সুখায় সংক্ষেপতো বক্ষ্যে॥"

খণ্ডখাদ্যকের টীকাকাব লল্ল এবং শিষ্যধীবৃদ্ধিদকার লল্লাচার্য্য একই ব্যক্তি মনে করিয়া শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, লল্লাচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা অর্ব্বাচান।[১] তাঁহার এই অনুমান সত্য নহে। আমরাজের অপর উক্তি হইতেই তাহা বোঝা যায়। শুক্রশীঘ্রোচ্চ আনয়নেব জন্য খণ্ডখাদ্যকে প্রাপ্ত বিধির সমালোচনা অবসরে আমরাজ লিখিয়াছেন,[২]—

"অস্মাচ্চ বক্ষ্যমাণোত্তরোক্ত্যা কৃতমুনয়ো লিপ্তাঃ শোধ্যা এতচ্চ গ্রন্থকৃদহম(?)হমিকামাত্রম্। ন তু চিত্তচমৎকারিণী কাঽপি যুক্তিরবগম্যতে। কেচিত্ত

ভানোঃ ফলেন পরমেণ দলীকৃ'তেন
স্পষ্টো ভৃগুবিরহিতোঽপরিস্ফুটঃ স্যাৎ॥

ইতি শিষ্যধীবৃদ্ধিবচনাৎ শুক্রশীঘ্রফলস্যৈব সংস্কারমাহুস্তন্ন। লল্লোৎপলভাষ্য'য়াঃ শীঘ্রোচ্চস্যৈব সংস্কারস্যাভিহিতত্বাৎ।"

এ স্থলে দেখা যায়, আমরাজ ভাষ্যকার লল্লের মতাবলম্বনে শিষ্যধীবৃদ্ধিদকার লল্লের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন, বলিতেই হইবে।

আচার্য্য লল্ল ত্রিবিক্রম ভট্টের পুত্র এবং শাম্বের পৌত্র। তাঁহাদের বাসস্থান লাটদেশে।

লল্লাচার্য্য প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। আচার্য্য আর্য্যভটের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি 'ধীবৃদ্ধিদ', 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' বা 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' নামে একখানি গ্রহগণিতগ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন,

"আচার্য্যার্য্যভটোদিতং হবিষমং ব্যোমৌকসাং কর্ম্ম য-
চ্ছিষ্যাণামভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীবৃদ্ধিদম্॥"

১। *Bulletin of the Cal. Math. Soc.*, Vol XXII, 1930, p. 116

২। 'খণ্ডখাদ্যক', ২।৩, টীকা

অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন,১—

"লল্লেন তস্য তনয়েন শশাঙ্কমৌলেঃ
শৈলাধিরাজতনয়াদয়িতস্য শম্ভোঃ।
সংপূজ্য পাদযুগমার্য্যভটাভিধান-
সিদ্ধান্ততুল্যফলমেতদকারি তন্ত্রম্ ॥"

আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং লল্লাচার্য্যের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া শ্রীপতি ভট্ট (৯৬১ শক) 'সিদ্ধান্তশেখর' নামে একখানি বৃহদাকার গ্রহগণিতগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।২ ঐ গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীববুআ মিশ্র বলেন,৩ "গ্রন্থরচনাসম্বন্ধে লল্লাচার্য্যই বিশেষভাবে শ্রীপতির আদর্শ ছিলেন। কারণ, যে সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই, অথচ লল্ল করিয়াছেন, শ্রীপতি সেই সমস্ত বিষয়কেও নিয়মিতরূপে যথাযথভাবে শ্লোকাত্তরে বলিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, শ্রীপতি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা লল্লকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কোন কোন বিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে অপর অনেক বিষয়ে লল্লাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেব, দামোদর প্রভৃতি পরবর্ত্তী আর্য্যভটানুযায়ী করণগ্রন্থকারগণ লল্লকৃত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। (পরে দেখ)।

লল্ল একখানি পাটীগণিত এবং 'রত্নকোশ' নামে একখানি জ্যোতিষসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থই অধুনা লুপ্ত। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য লল্ল প্রদত্ত গোলপৃষ্ঠফল-গণনাবিধির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"তর্হি তেন লল্লেন বৃত্তফলং পরিধিঘ্নং সম্ তত্তো ভবতি গোলপৃষ্ঠফলম্' ইতি স্বগণিতে কথং পরিধিঘ্নং কৃতম্। কিন্তু বৃত্তফলং চতুর্ঘ্নমেব পৃষ্ঠফলং ভবতি। অস্য লল্লোক্তস্য গণিতস্য দুষ্টত্বাদ্ ভূপৃষ্ঠফলমপি দুষ্টমিত্যর্থঃ।"৪

কমলাকর (১৫৮০ শক) বলেন, ঐ দোষটা লল্লাচার্য্যের হইতে পারে না। মূল গ্রন্থে ঐ দোষ ছিল না। "লেখকাক্ষর"দোষবশত ভাস্করাচার্য্য-পরিদৃষ্ট উহার পাণ্ডুলিপিতে ঐ দোষ আসিয়াছিল মাত্র।৫ এই মতের সমর্থনে কমলাকর কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, লল্লকৃত 'পাটীগণিত' ছিল। তাহার উল্লেখ আমরা এই পর্য্যন্ত অপর কুত্রাপি দেখি নাই।

লল্লকৃত রত্নকোশ এবং অন্যান্য সংহিতাশাস্ত্র অবলম্বনে শ্রীপতি 'রত্নমালা' নামক সুবিখ্যাত সংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ১৩।২২

২। শ্রীপতি লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদার্য্যভটজিষ্ণুনন্দনশ্রীত্রিবিক্রমসুতাদিসূরিভিঃ।
সিদ্ধিরম্বরচরস্য কক্ষয়া যা কৃতাহথ ময়কাহপি সোচ্যতে ॥"

৩। তৎপ্রদত্ত গ্রন্থপরিচয়, ১৬ পৃঃ

৪। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি,' গোলাধ্যায়, ভুবনকোশ ৫৭ শ্লোক বাসনা।—৫৩ শ্লোকও দেখ।

৫। "শিরোমণৌ লল্লকৃতং দোষাক্রান্তং বলাৎ কৃতম্।
তৎ সমুদ্ধরতে বিদ্বান্ যঃ স দৃগ্ গোলবিদ্বরঃ ॥
ধীশব্দাদ্গুণকঃ পঞ্চ লল্লোক্তো বৃত্তভূফলে।
বর্ণোহয়ং রূপসর্গেহত্র লেখকাক্ষরতোহথবা ॥"

সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক, মহাপ্রশ্নাধিকার, ৩০৭-৮ শ্লোক।

আচার্য্য লল্ল সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করিবার আছে। সেই সকল কথার অবতারণা করিতে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে। সেই হেতু আমরা আর দুই একটা অত্যাবশ্যক কথা বলিয়া লল্লাচার্য্যের কাহিনীর আপাততঃ উপসংহার করিব। ঐগুলি লল্লের সময় নিরূপণে বিশেষ সহায়ক হইবে, মনে করি।

লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"বিজ্ঞায় শাস্ত্রমলমার্য্যভটপ্রণীতং
তন্ত্রাণি যদ্যপি কৃতানি তদীয়শিষ্যৈঃ।
কর্ম্মক্রমো ন খলু সম্যগুদীরিতস্তৈঃ
কর্ম্ম ব্রবীম্যহমতঃ ক্রমশস্তু ধুক্তম্॥"—শিষ্যধীবৃদ্ধিদ, ১।২

অর্থাৎ "আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ অনেক তন্ত্র লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই কর্মক্রম সম্যক্‌রূপে বলেন নাই। সেই হেতু আমি (বর্ত্তমান গ্রন্থে) কর্ম্মক্রম সুচারু বাক্যে ক্রমশ বলিব।"

আচার্য্য ভাস্কর বলেন যে,—

"ভাস্করেণ পরিচিন্ত্য কৃতোঽয়ং
মন্দবুদ্ধিপরিবোধসমর্থঃ।
সম্যগার্য্যভটকর্ম্মনিবন্ধঃ
স্পষ্টবাক্যকরণৈঃ সমবেতঃ॥"—মহাভাস্করীয়, ৮।২৬

অর্থাৎ "(আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্রাদির) বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ভাস্কর এই সম্যক্ আর্য্যভটকর্ম্মনিবন্ধ অতি স্পষ্টার্থ বাক্যে সরল ভাষায় লিখিয়াছে, যাহাতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও উহাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।"

তৎপ্রণীত লঘুভাস্করীয়ের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—

"বিস্তরগ্রন্থভীরূণাং গ্রহনক্ষত্র বিত্তয়ে।
নিবন্ধঃ কর্ম্মণাং প্রোক্তো ভাস্করেণ সমাসতঃ॥"

অর্থাৎ "যাহারা বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভয় পায়, তাহারাও যাহাতে গ্রহগতি সম্বন্ধে সদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেই অর্থে ভাস্কর সংক্ষেপে এই কর্মনিবন্ধ রচনা করিয়াছে।"

এইরূপে ভাস্করের উক্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে কর্ম্মনিবন্ধ লিখিয়াছেন। অথচ লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভটের কোন শিষ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কর্ম্মক্রম লিখেন নাই। লল্লাচার্য্যের শিষ্যধীবৃদ্ধিদ, ভাস্করাচার্য্যের মহাভাস্করীয়ের পূর্বে রচিত মনে করিলেই, ঐ দুই উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদের মত প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষীর একে অপরের কথা জানিতেন না মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিশেষত উভয়েই যখন এক প্রান্তবাসী ছিলেন। আমরা জানি, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং লল্লও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, লল্লাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য সমসাময়িক ছিলেন। এহেতু সূর্য্যদেব ও পরমেশ্বরের উক্তি মত লল্লাচার্য্যকে আচার্য্য আর্য্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বীকার করিতে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

অপর পক্ষে লল্ল লিখিয়াছেন,—

"যচ্চন্দ্রকেন্দ্রগতিরেষ শরদ্বিদস্ত্রৈ-
র্ভক্তা ফলং জনিতমার্য্যভটস্য শিষ্যৈঃ।
তেন স্ফুটা গতিরতীতদিনেন্দুভুক্তি-
মাখ্যাতি কার্য্যমনয়া ন তু বর্ত্তমানে॥"—'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ২।৪৩

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য "আর্য্যভটের শিষ্যগণ" হিসাবে প্রভাকর প্রভৃতির ("প্রভাকরাদয়ঃ") উল্লেখ করিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী ইহা লিখিয়াছেন। লল্ল লিখিয়াছেন,—"আর্য্যভটের শিষ্যগণ"-ব্যাখ্যাত প্রক্রিয়া দ্বারা আনীত গ্রহফল তাঁহাদের সময়ে ("অতীতদিনে") স্ফুট হইত, কিন্তু তাঁহার স্বসময়ে হয় না ("ন তু বর্ত্তমানে")। সুতরাং প্রভাকরের কাল ও লল্লের কালের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর ছিল, দেখা যায়। সেই হেতু লল্ল আর্য্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব হয় না।

আর্য্যভটের প্রতিভা

গণিতবিদ্যার সর্ব্বত্রই আর্য্যভটের প্রতিভা দীপ্তিমান্। নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা তিনি সমস্ত শাখাকেই সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিব। বিস্তৃত বর্ণনার স্থান ইহা নহে।

পাটীগণিতে, আর্য্যভট বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যাখ্যাপনের একটা অতি সুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করেন।[১] তদ্দ্বারা বৃহৎ সংখ্যাও অতি সংক্ষেপে বলা যায়। যথা,'খ্যুঘৃ'=৪,৩২০,০০০; 'সুশুশিথৃন'=১৭,৯৩৭,০২০। ইহাতে আর্য্যভট স্থানীয় মানতত্ত্বের উপযোগ করিয়াছেন। বর্গমূল এবং ঘনমূল নিষ্কাশনের জন্য আর্য্যভট-প্রদত্ত বিধি অধুনা প্রচলিত বিধির মতনই।[২] আর্য্যভটের পূর্ব্বকালের কোন হিন্দু গ্রন্থে মূল নিষ্কাশনের কোন বিধির বর্ণনা পাওয়া যায় না। আসন্নমূলানয়নের বিধি বোধায়নপ্রমুখ শুল্বকারগণের জানা ছিল। জৈন গ্রন্থেও তাহার প্রয়োগ আছে। গ্রীক গণিতিকগণ ঘনমূল আনিতে জানিতেন না। আলেকজেন্দ্রিয়ার হিরণ (২০০ খ্রীষ্টাব্দ প্রায়) অবর্গ সংখ্যার আসন্নমূলানয়নের একটা বিধি দিয়াছিলেন। উহা প্রাচীন হিন্দু বিধিরই অনুরূপ।

জ্যাগণিতে, আর্য্যভট জ্যাখণ্ডগণনার জন্য একটা সুন্দর বিধি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বিধি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত, না অপর হইতে গৃহীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফরাসী মনীষী ডিলেম্বার তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রীক কিম্বা আরবেরা ঐ প্রকার সুন্দর বিধি জানিত না।[৩] আর্য্যভট বৃত্তের পরিধি-ব্যাসানুপাততর,

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের "অক্ষরসংখ্যাপ্রণালী" প্রবন্ধ দেখ। ('সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০।

২ Avadesh Narayan Singh, "On the Indian Method of Root Extraction," *Bull. Cal. Math. Soc.* vol, 18, 1927, pp. 123-140; Sarada Kanta Ganguly, "Notes on Aryabhata,' *Journ. Behar and Orissa Res. Soc*, 1926, pp, 78-91

৩। Bibhutibhusan Datta, "*The Hindu Contributions to Mathematics*, pp, 14ff.

যাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 'পাই' (π), তাহার একটা অতি সূক্ষ্ম মান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে

$$\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{৬২৪৩২}{২০০০০}$$

দশমিক অঙ্কে লিখিলে

$$\pi = ৩.১৪১৬$$

এই মানের সুসূক্ষ্মতা দেখিয়া কোন কোন বিদেশী লেখক সন্দেহ করিতে লাগিলেন, উহা হিন্দুর আবিষ্কার কি না। কেহ কেহ ত উহাকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বলিয়া শঙ্কা করিলেন। ঐ সমস্ত শঙ্কা অন্যায্য ও বৃথা। কারণ, গ্রীকগণ 'পাই'এর এত সূক্ষ্ম মান জানিতেন না। তাঁহাদের পরিগৃহীত মান (২২/৭) অপেক্ষাকৃত স্থূল। আর্য্যভটের সমকালিক বা স্বল্পপ্রাগ্বর্ত্তী চীনা গণিতিক ছু-চাঙ্গ-চী একটা সূক্ষ্মমান (৩৫৫/১১৩) আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উহা ভিন্ন।[১] আর্য্যভটের আবিষ্কৃত পাই-মান তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য মহলে বরাবর ব্যবহৃত হইত।

বীজগণিতে আর্য্যভট কুট্টকগণনার একটা সুন্দর সামান্য বিধি আবিষ্কার করেন।[২] কুটকগণিতে গ্রীকগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। চীনা সাঁ-ছু দুএকটা উদ্দেশকের বিশেষ সমাধান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি সামান্য বিধি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু আর্য্যভট তাহাতে কৃতকার্য্য হন। বর্গসমীকরণের সমাধান করিতে আর্য্যভট জানিতেন। ঘনধারা সঙ্কলনের বিধি আর্য্যভটের গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়।

$$১^৩ + ২^৩ + ৩^৩ + \cdots + ন^৩ = (১ + ২ + ৩ + \cdots + ন)^২$$

জ্যোতির্গণিতে আর্য্যভটের দান আরও মূল্যবান্। তিনি ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ দেশের পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস যে, তিনি উহার আবিষ্কর্ত্তাও। কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু হেতু উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। আর্য্যভটের ঘোর প্রতিবাদী ব্রহ্মগুপ্ত ভূভ্রমণবাদের জন্য আর্য্যভটের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্য্যভটের সহস্র বৎসর পরে, পঞ্চদশ শকশতাব্দীতে য়ুরোপে কোপর্নিকস ভূভ্রমণবাদ যথাযথ ব্যাখ্যা করেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে আর্য্যভটের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেন, "চন্দ্র সূর্য্যকে এবং মহতী ভূচ্ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে।" এ দেশের পৌরাণিক মতে, গ্রহণের কারণ রাহু। রাহু চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে, তাই গ্রহণ হয়। এই পৌরাণিক মতকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে আর্য্যভট কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বরাহ,

---

১। Bibhutibhusan Datta, "Hindu Values of—" *Jour. Asiat. Soc. Beng*, vol. 22, 1926, pp. 25-42

২। Bibhutibhusan Datta, "Elder Aryabhata's rule for the solution of indeterminate equations of the first degree, *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 24, 1932, pp. 19-36 আরও দেখ Sarada Kanta Ganguly, "India's Contribution to the theory of Indeterminate Equations of the first Degree, *Jour. Ind. Math. Soc.*, vol. 19, 1931-2, Notes and Questions pp. 110-120, 129-142, 153-168.

ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ জ্যোতিষিবর্গদের ততটা সৎসাহস ছিল না। তাই তাঁহারা নানা প্রকার কল্পনার আশ্রয়ে স্মৃতিপুরাণাদিতে বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টা পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালে হয়, দেখা যায়। গ্রহগতি সম্পর্কে আর্য্যভট-ব্যাখ্যাত নীচোচ্চবৃত্তবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা নিঃসংশয়রূপে দেখাইয়াছেন।[১]

আচার্য্য আর্য্যভটের পরে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ গণিতে কি নূতন দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ জানিবার উপায় নাই। যেহেতু তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। কুট্টকগণিতে আর্য্যভটের যে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ছিল, ভাস্কর তাহা পূর্ণ করেন। অধিকন্তু তিনি জ্যোতির্গণিতের প্রশ্ন সমাধানেও কুট্টকের উপযোগ করেন। এইটা সম্পূর্ণ অভিনব। তৎপূর্ব্বে এদেশে, কি বিদেশে, কোথাও গ্রহগণিতে বীজগণিতের উপযোগ হয় নাই। আসন্ন জ্যামান গণনার জন্য ভাস্কর একটা নূতন বিধি দিয়াছেন।

$$\text{জ্যা ক} = \frac{\text{ব্যাস (পরিধ্যর্দ্ধ} - \text{ক)ক}}{\frac{১}{৪}\{৪০৫০০ - (\text{পরিধ্যর্দ্ধ} - \text{ক})\text{ক}\}}$$

ক = ধনু। ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি প্রভৃতিও স্ব স্ব গ্রন্থে এই বিধি দিয়াছেন।

ভগ্নাংশের আসন্নমূল আনয়নের জন্য লল্ল একটা বিধি দিয়াছেন—

যদি $\text{ক} = \text{খ}^{২} + \text{গ}$, যথায় গ খ হইতে ছোট, তবে

$$\sqrt{\text{ক}^{\circ} + \text{ঘ}'} = \text{খ}^{\circ} + \frac{৬০(\text{গ} + ১) + \text{ঘ}}{২(\text{খ} + ১)}$$

পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত 'করণকুতূহলে' এই বিধি বর্ণনা করিয়াছেন।

আর্য্যভটীয়জ্ঞদের মতভেদ ও ভ্রান্তি

আচার্য্য আর্য্যভটের রচনা অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট। সেই হেতু তাহার প্রকৃতার্থ দুর্বোধ্য। এই সম্বন্ধে, এমন কি, তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের মধ্যেও মতভেদ ছিল, দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্যভট-প্রদত্ত জ্যাখণ্ড গণনাবিধির ব্যাখ্যা আচার্য্য ভাস্কর, আচার্য্য প্রভাকর হইতে ভিন্নরূপে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উভয় ব্যাখ্যা মতেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়।

আর্য্যভটের কোন কোন সূত্রের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ভ্রমে নিপতিত হন। তাঁহাদের কদর্থ অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতঃ বলেন যে, ভুল শিষ্যদেরই। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,—

"যদি ভাস্করাদিভিঃ পূর্বাপরয়োঃ কপালয়োর্ধনমৃণধনং যথাসংখ্যং ব্যাখ্যাতং তত্র দিনার্দ্ধস্য ক্ষয়নাভাবো যুক্তঃ

১। Prabodhchandra Sengupta, "Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy," *Jour. Dept. Lett. Cal. Univ.* Vol. 18, 1928.

সম্ভবতি। য দিনার্দ্ধেঽপি লম্বনং তত্তিথৌ ক্রিয়তে। কতরে ক্রিয়ন্তে ক্ষয়ধনয়োরতত্তদযুক্তং। স্যাদ্দূষণমেতদ্যদ্যার্য্যভটো বক্ষ্যেৎ। তদ্বাক্যঞ্চ...তস্মাদার্য্যভটস্য নায়ং দোষঃ। ভাস্করাদীনামেব ভবতু তৈর্ন বুদ্ধস্তদভিপ্রায় ইতি।"১

অর্থাৎ "হাঁ, ইহা দোষ হইত বটে, যদি আর্যভট এই প্রকার বলিতেন। তাঁহার বাক্য এই...। অতএব এই দোষ আর্যভটের নহে। ভাস্করাদির আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার (আর্যভটের) অভিপ্রায় বুঝেন নাই।" অপর এক স্থলে,—

"অয়মপ্যর্থস্তত্র (আর্য্যভটতন্ত্রে) নাস্তি তস্মাদসদ্দূষণমেতৎ স্যাৎ। তদ্ব্যাখ্যাতৃণাং যদ্ভবতি তদ্ভবতু কা নঃ ক্ষতিঃ।"২

অর্থাৎ "এই অর্থও তথায় (আর্যভটতন্ত্রে) নাই। সুতরাং এই দূষণ অসৎ। তাহার ব্যাখ্যাতাগণের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি?"

"তস্মাৎ সদ্দূষণমেতদার্যভটসূত্রস্য যদি নাম ভাস্করেণোপাখ্যানং কৃতং স্যাদার্য্যভটাভিপ্রায়ানুসারীতি।"৩

অর্থাৎ "সুতরাং আর্যভটসূত্রের প্রতি এই দোষারোপ ঠিক হইয়াছে, যদি তাহার ভাস্করকৃত ব্যাখ্যান আর্যভটের আন্তরিক অভিপ্রায় অনুযায়ী হইয়া থাকে।"

এই শেষোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায়, উক্ত সূত্রে আর্যভটের মনোগত অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা পৃথূদক স্বামী সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মগুপ্তের প্রদর্শিত আর্যভটের একটা দোষকে পৃথূদক স্বামীও প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী বলেন যে, আর্যভটের ঐ সূত্রের পরমেশ্বরকৃত ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ সমীচীন হয় না।৪

আর্য্যভটশাস্ত্রের প্রতিপত্তি ও প্রসার

আচার্য্য আর্য্যভট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্তৃক রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হিন্দু জ্যোতিষী মহলে বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। ভাষ্য এবং টীকার সংখ্যাধিক্য তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। এমন কি, অষ্টাদশ শকশতকেও আর্যভটীয়ের উপর টীকা রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল দেখা যায়।

অর্য্যভটের গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার অনেক শিষ্য স্বতন্ত্র গ্রহগণিত লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভাস্করের মহা এবং লঘুভাস্করীয় এবং লল্লের শিষ্যধীতন্ত্র ব্যতীত অপর গ্রন্থের প্রভাব কালক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, দেখা যায়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে তাহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩৭৮৫ কল্যব্দে অর্থাৎ ৬০৬ শকে কেরল প্রদেশে কালান্তরে প্রয়োজনীয় বীজসংস্কার দ্বারা আর্য্যসিদ্ধান্তকে স্ফুট করিয়া 'পরহিত' নামে এক জ্যোতিষতন্ত্র রচিত হইয়াছিল।৫ কথিত আছে যে, মহামখম উৎসব সময়ে তিরুনবয় নগরীতে সমবেত হইয়া, তদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্মণ্ডলী দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া ঐ সংস্কার সাধন করেন।

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।২৬ ভাষ্য। ২। ঐ, ১১।৪০, ভাষ্য। ৩। ঐ, ১১।২২, ভাষ্য। ৪। ঐ, ১১।৩৫, সুধাকর দ্বিবেদিকৃত টীকা।

৫। পিশারোটির "Shastras—Practical and Theoretical" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০১৪ শকে মথুরানিবাসী চন্দ্রের পুত্র ব্রহ্মদেব গণক আর্য্যভটশাস্ত্রের আশ্রয়ে 'করণ-প্রকাশ' নামে একখানি সুন্দর করণগ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাচ্যুতত্রিনয়নার্কশশাঙ্কভৌমসৌম্যজ্ঞশুক্রশনিবাগধিপাগণেশান্।
নত্বাহমার্য্যভটশাস্ত্রসমং করোমি শ্রীব্রহ্মদেবগণকঃ করণপ্রকাশম্॥''

ব্রহ্মদেব-কৃত মঙ্গলাচরণ আর্য্যভটের মঙ্গলাচরণের অনুরূপ—"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরু-কোণভগণান্নমস্কৃত্য" ইত্যাদি। ব্রহ্মদেব লল্লোক্ত বীজসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন,[১] করণপ্রকাশ অনুসারে এখনও গ্রহগণনা হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজ্ঞ করণপ্রকাশ হইতে শুক্র, মঙ্গল এবং রাহু গণিত গ্রহণ করিয়াছেন। এ দেশের অধিকাংশ গণক গ্রহলাঘবের সাহায্যে পঞ্জিকাগণনা করিয়া থাকেন।

১৩৩৯ শকে পদ্মনাভের পুত্র এবং নর্ম্মদার পৌত্র দামোদর আর্য্যভটসিদ্ধান্ত অনুসরণে 'ভটতুল্য' নামে করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"প্রত্যক্ষশুধ্যার্য্যভটস্য তুল্যং বিদাং মুদেহং করণং করোমি"

ইহাতে কোন কোন বিষয়ে লল্লোক্ত সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। নক্ষত্রভোগ আর্য্যভটীয়ে ও তদাশ্রয়ী করণপ্রকাশে নাই। দামোদর স্বীয় গ্রন্থে তাহাকেও স্থান দিয়াছেন।[২]

১৩৫৩ শকে কেরলাচার্য্য পরমেশ্বর বেধ সাহায্যে পরহিতের সংস্কার করিয়া 'দৃগ্‌গণিত' নামে অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন।

'বাক্যকরণ' নামে একখানি করণগ্রন্থ আছে। উহার কর্ত্তা এবং রচনাকাল অজ্ঞাত। বোধ হয়, উহা অর্বাচীন কালের। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় 'বাক্যকরণ' এবং 'বাক্যকরণবিচার' পাওয়া যায়।[৩] 'বাক্যকরণ' ভাস্করীয়ের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—

"ভাস্করীয়ানুসারেণ গণিতং ক্রিয়তে লঘু"

'বাক্যকরণবিচারে' আছে—

"অতএব বাক্যকরণকৃতা আর্য্যভটীয়ং সর্ব্বকালেষু দৃক্‌সমং কর্ত্তুং সংস্কারং কল্পয়িতা তস্য প্রামাণ্যং নির্ব্যূঢ়ম্। অতএব চ বাক্যকরণং শিষ্টৈরপ্যঙ্গীকৃতমিতি চেন্ন। এবং সতি বাক্যকরণকৃতং আর্য্যভটীয়ং সংস্কৃত্য প্রমাণং কুর্ব্বতঃ ততোঽপি লঘুতয়া আর্ষগ্রন্থানেব সংস্কৃত্য তৎপ্রমাণীকরণে অত্যন্তস্বকৃতোপপত্তেঃ।"

আমাদের দেশে সম্প্রতি গ্রহগণনার তিনটা মত আছে—আর্য্যপক্ষ, ব্রহ্মপক্ষ এবং সৌরপক্ষ। প্রথম পক্ষের মূল গ্রন্থ আর্য্যসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়ের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং তৃতীয়ের সূর্য্যসিদ্ধান্ত। তিন পক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্ষমান সম্বন্ধে। অন্যান্য বিষয়ে তিন পক্ষ প্রায়ই একমত। আর্য্যপক্ষের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় মালাবারে। আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য এবং টীকাকারদের অনেকেই কেরলবাসী। তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ প্রদেশেই

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ২৪০-৩ পৃষ্ঠা।
২। ঐ, ২৫৫-৭ পৃষ্ঠা।
৩। *Descriptive Catalogue* Nos. 13503, 13495

আর্য্যভটের সমাদর সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল।* ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আর্য্যভট হিন্দুস্থানের পূর্বাংশের লোক হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি হইল দক্ষিণাংশে।

হিন্দুস্থানের বাহিরেও আর্য্যসিদ্ধান্তের প্রসার এবং প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বোগদাদের খলিফা অল্‌মনসুরের রাজত্বকালে, ৬৯৪ শকে (প্রায়), উহা বোগদাদে আনীত এবং আরবী ভাষান্তরিত হয়। অল্‌ফাজারী, এয়াকুব ইবন তারিক, আবু অল্‌হসন, অল্‌অয়াজীপ্রমুখ তদানীন্তন আরব জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের হিন্দু শিক্ষকের নিকট অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের সঙ্গে ঐ গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদেব রচিত গ্রন্থসমূহে আর্য্যভটীয় হইতে কোন কোন বিষয় গৃহীত হইয়াছে, দেখা যায়। অল্‌বীরুণীকৃত 'ভারতবৃত্তান্ত' হইতে আমরা এই সকল এবং আরও অনেক তথ্য জানিতে পারি। তিনি এই সম্পর্কে দু'একটা কৌতুকময় কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আর্য্যভট' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ আরব পণ্ডিতেরা করিতে পারিতেন না। তাঁহারা উহাকে 'আর্জভড়' বলিতেন। লোকমুখে বিকৃত হইয়া ইহা 'অর্জভর' হইল। কালক্রমে একেবারে 'অজ্‌ঝবর'এ পরিণত হইল। বুঝিবার ভ্রমে কেহ কেহ মনে করিত, উহার অর্থ সহস্রাংশ।[১] আবু অল্‌হসন চতুর্যুগকে 'অর্জভর-বর্ষ' বলিয়াছেন।

আর্য্যভটসম্প্রদায়ের খ্যাতি

আচার্য্য আয্যভট এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ তাঁহাদের জীবদ্দশায় বিপুল যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

> "কালে মহতি দেশে বা স্ফুটার্থং যস্য দর্শনম্।
> জয়ত্যার্য্যভটঃ সোঽব্ধিপ্রান্তপ্রোল্লঙ্ঘিসদ্‌যশাঃ॥
> নালমার্য্যভটাদন্যে জ্যোতিষাং গতিবিত্তয়ে।
> তত্র ভ্রমন্তি তেঽজ্ঞানবহুলধ্বান্তসাগরে॥"[২]

"মহৎ কাল বা দেশ অন্তরেও যাঁহার জ্যোতিষদর্শন স্ফুটার্থক, যাঁহার সদ্‌যশোরাশি সাগরপ্রান্তকেও অতিক্রম করিয়াছে, সেই আর্য্যভটের জয় হউক। আর্য্যভট ব্যতীত অপর কেহ গ্রহগতি জানিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ সাগরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র।"

> "তপোভিরাপ্তং স্ফুটতন্ত্রমস্মাকং
> চিরং সমভ্যেতু জগৎসু সদ্‌গুণৈঃ।
> চিরং চ জিহ্মাহরপেতকল্মষা
> ভটস্য শিষ্যা বিতরাগশক্রবঃ॥"[৩]

১। *Alberuni's India*, II, p. 18

২। লঘুভাস্করীয়, ১।২-৩

৩। মহাভাস্করীয়, ১।৩

"বহু তপস্যায় লব্ধ আমাদের এই স্ফুটতন্ত্র[১] সদ্‌গুণের জন্য চিরকাল পূজিত হইবে। আর্য্যভটের শিষ্যগণ কলুষবিহীন এবং জিতরাগশত্রু হইয়া চিরজীবী হউক।"

ইহা অন্ধ গুরুভক্তি বা নিছক্ আত্মশ্লাঘা নহে। কবিজনসুলভ সামান্য অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া, ঐ বর্ণনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটা প্রমাণ দিতেছি। ৪২৭ শকে, আর্যভটের গ্রন্থরচনার ঠিক ছয় বৎসর পরে, আচার্য্য বরাহমিহির তাঁহার বিখ্যাত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' সঙ্কলন করেন। তাহাতে তিনি আর্য্যভটের এবং তাঁহার শিষ্য লাটদেবের নাম করিয়াছেন। আর্য্যভটীয় হইতে একটা বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। পুলিশ এবং রোমকসিদ্ধান্তের সঙ্কলনে, লাটকৃত সংস্করণই বরাহমিহিরের আশ্রয় ছিল, মনে হয়। বরাহমিহিরের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী। তিনি কাপিত্থক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উহা বর্ত্তমান সংযুক্ত প্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল।[২] সুতরাং উভয় স্থলই আর্য্যভটের কর্ম্মস্থল মগধ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সে কালে ছয় বৎসর মধ্যেই যে আর্য্যশাস্ত্র মগধ হইতে সুদূর উজ্জয়িনীতে ও কাপিত্থকে নীত এবং আলোচিত হইয়াছিল, তাহা তাহার বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তিরই পরিচায়ক।

এমন কি, তদানীন্তন জ্যোতিষিগণ আর্য্যভট এবং লাটদেবের উক্তিকে 'আপ্তবাক্য' বলিয়া মান্য করিতেন। দিনপ্রবৃত্তি বিষয়ে আর্য্যভট, লাটদেব এবং সিংহের মত উল্লেখের পরে, বরাহমিহির স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত স্বতন্ত্র। তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

> "সূর্য্যস্যার্দ্ধাস্তময়াৎ প্রতিদিবসং যদি দিনাধিপঃ ক্রমঃ।
> তত্রাপি নাপ্তবাক্যং ন চ যুক্তিঃ কাচিদস্যাস্তি॥"
>
> পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৫।২৬

"প্রতিদিন সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত হইতে আমরা দিনাধিপ গণনা করি। তাহার পক্ষে আপ্তবাক্য বা অপর কোন যুক্তিও নাই।" আরও দেখ, আর্য্যভটের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ এবং পশ্চিম প্রান্তের লোকও ছিলেন। তাঁহারা আর্য্যভটের গভীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই বিদ্যালাভের জন্য পূর্বপ্রান্তে আসিয়াছিলেন।

পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী অলবীরুণী আর্য্যভট এবং তাঁহার অনুযায়িগণকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আর্য্যভটের মূল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাও ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ বিরুদ্ধ সমালোচকগণের লেখা হইতে।

১। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

> "স্বয়মেব নাম যৎ কৃতমার্য্যভটেন স্ফুটং স্বগণিতস্য।
> সিদ্ধং তদস্ফুটত্বং গ্রহণাদীনাং বিসম্বাদাৎ॥"—ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ১১।৫২

"আর্য্যভট নিজেই স্বগণিতের যে স্ফুট নাম রাখিয়াছেন, গ্রহণাদির বিসম্বাদ হেতু তাহা অস্ফুটত্বই সিদ্ধ হয়।" আর্য্যভট কোথাও স্বকৃত গ্রন্থের নামে স্ফুট শব্দ যোগ করেন নাই। ভাস্করের কথিত "আমাদের এই স্ফুটতন্ত্র" বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মগুপ্ত ঐ প্রকার লিখিয়াছিলেন, বোধ হয়।

২। *Ancient Geography of India*, pp. 705 f,

তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "সত্য সর্বতোভাবে আর্য্যভটের অসূয়াযিগণের পক্ষে। আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা বস্তুতঃই বিজ্ঞানের অতি উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিলেন।"[১]

এদেশে আর্য্যভটের গোঁড়ার দলও ছিল। তাঁহাদের কথা,—

"যদুক্তং সূর্য্যাদুপরি চন্দ্রস্য গমনং তদ্বেদান্তেতিহাসাদিষু শ্রূয়তে ন পুনরার্য্যভটোক্তিঃ। আর্য্যভটপ্রণীতং বিহায় ন বয়ং ততঃ (? ত্র) প্রবিশামঃ। পৌরাণিকশ্রুত্যাদিষু সম্বন্ধোঽস্য দর্শনস্যাস্তু বা ন বা। তদ্দর্শনমন্যথানুপপত্ত্যা সেৎস্যতি।"

অর্থাৎ ইহা কথিত হয় যে, চন্দ্র সূর্য্যের ঊর্দ্ধে গমন করে। তাহা বেদান্ত, ইতিহাস প্রভৃতিতেই শোনা যায়। আর্য্যভটের উক্তি ঐ প্রকার নহে। আর্য্যভট-প্রণীত দর্শন ছাড়িয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিব না, শ্রুতি প্রভৃতির সহিত ঐ দর্শনের ঐক্য থাক বা না থাক। অন্যথা, উপপত্তিহীন হইলেও সেই দর্শন সিদ্ধ হইয়া যাইবে। (লঘুভাস্করীয়বিবরণে শঙ্করনারায়ণ)।

এ দেশে লোকসমাজে আর্য্যভটের মহিমা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কালক্রমে তিনি সূর্য্যের অবতাররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। কোন প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্তপঞ্চকবিধাবপি দৃগ্‌বিরুদ্ধ-
মৌঢ্যোপরাগমুখখেচরচারকॢপ্তৌ।
সূর্য্যঃ স্বয়ং কুসুমপুর্য্যভবৎ কলৌ তু
ভূগোলবিৎকুলপ আর্য্যভটাভিধানঃ॥"

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে একটা বিবেচনাযুক্ত মতও ছিল।

"আর্য্যভটো গ্রহগণিতং গোলং দামোদরো বিজানাতি।
যন্ত্রজ্ঞো জিষ্ণুসুতঃ সর্বং জানাতি মঞ্জুলাচার্য্যঃ॥"

"আর্য্যভট গ্রহগণিতে এবং দামোদর গোলে বিজ্ঞ; জিষ্ণুতনয় (ব্রহ্মগুপ্ত) যন্ত্রজ্ঞ; কিন্তু মঞ্জুলাচার্য্য সর্বজ্ঞ।"

তাঁহার বিরোধিতা

আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি কোন কোন জ্যোতিষী দোষারোপ করিয়াছেন। আচার্য্য বরাহমিহির এই দোষ দিয়াছেন যে, আর্য্যভট একবার লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রিতে, আবার লঙ্কায় সূর্য্যোদয়ে দিনপ্রবৃত্তি হয় বলিয়াছেন।

আর্য্যভটের বিরুদ্ধাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিলেন, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি নানাপ্রকারে আর্য্যভটসিদ্ধান্তের দোষোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহাতে আত্মবিরোধ, স্মৃতিবিরোধ, অস্ফুটত্ব, অসৎ, ন্যূনতা প্রভৃতি নানা দোষ আছে। সমস্তগুলির পর্য্যালোচনা করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মগুপ্তের প্রদর্শিত কোন কোন দোষ বস্তুতই আর্য্যভটীয়ে আছে। অনেকগুলি নাই। আর্য্যভটীয়ে অনুক্ত সিদ্ধান্তও আর্য্যভটের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে ব্যাখ্যানকারগণের ভুল ব্যাখ্যা অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকে দোষ দিয়াছেন, যদিও সেই দোষ বস্তুত তাঁহার গ্রন্থে নাই। এমন

১। *Alberuni's India*, p. 227.

কি, তিনি সময় সময় কটূক্তি প্রয়োগ করিতেও ছাড়েন নাই। এই জন্য অল্‌বীরুণীও ব্রহ্মগুপ্তের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।[১] ব্রহ্মগুপ্ত উচ্চ কোটির গণিতাচার্য্য। তিনি গণিতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হিন্দুস্থানের গৌরব। গণিতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ছিদ্রান্বেষণপ্রিয়তা, অযথা নিন্দা এবং পরুষ ব্যবহার, তাঁহার ন্যায় বিদ্বজ্জনের পক্ষে সম্পূর্ণই অশোভন হইয়াছে। আর্য্যভটের অতুল কীর্ত্তি প্রথম বয়সে তাঁহাকে দ্বেষান্ধ করিয়াছিল, মনে হয়। আর্য্যসিদ্ধান্তগুলি স্থিরচিত্তে ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য যেন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সমালোচকের নিকট কশাঘাতও পাইয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে, তাঁহার অনুযায়ী এবং টীকাকার বলভদ্র কোন কোন বিষয়ে আর্য্যভটের বিরোধিতা করেন। বলভদ্রের গ্রন্থ এখন লুপ্ত। আর্য্যভটের প্রতি তাঁহার দুরাচরণের খবর অল্‌বীরুণীর 'ভারতবৃত্তান্তে' পাওয়া যায়। তাঁহার মতে বলভদ্রের ব্যবহার অন্যায্য ছিল।[২]

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য আর্য্যসম্প্রদায়ের দোষোল্লেখ বিশেষ করেন নাই। তিনিও একবার ভুল করিয়াছেন। তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন যে—

"দৃষ্টিকর্ম্ম বলনঞ্চ কেনচিদ্ ভ্রান্তিতঃ কথিতমুৎক্রমজ্যয়া।
তৎকৃতং তদনুগৈস্ততোঽপরৈরন্ধপুরুষপরম্পরোপমৈঃ ॥"[৩]

"দৃক্‌কর্ম্ম এবং বলন আনয়ন করিতে একজন ভ্রান্তিবশতঃ উৎক্রমজ্যা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুযায়িগণ এবং অপরেরাও অন্ধপরম্পরায় তৎকৃত বিধি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।" দৃক্‌কর্ম্ম এবং বলন আনয়নে উৎক্রমজ্যা ব্যবহারের কথা আর্য্যভটই বলিয়াছেন।[৪] লল্লও তাহা করিয়াছেন। পৃথূদক স্বামী (এবং আমরাজ)ও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[৫] ভাস্করাচার্য্য ইঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন। তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মগুপ্তও এহেতু আর্য্যভটকে দূষণ দিয়াছিলেন।[৬] বস্তুতঃ উৎক্রমজ্যা ব্যবহার করিয়াই সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যায়। তাই ভাস্করের প্রদত্ত দূষণ উল্লেখের পর আমরাজ বলেন,

"অস্মাকং চতুর্ব্বেদমতানুসরণমেব শ্রেয়ঃ প্রতিভাতি। তেন চোৎক্রমজ্যৈবাভিহিতেতি।"

আর্য্যভটের প্রতি নানা দূষণ দেওয়ার পর, ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"কালান্তরেণ দোষা যেঽন্যৈঃ প্রোক্তা ন তে ময়াঽভিহিতাঃ"

"ইতিপূর্ব্বে অপরে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম না।" এ স্থলে কাহাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে? ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্বে বরাহমিহির আর্য্যভটকে দু'একটি দোষ দিয়াছিলেন, জানা যায়। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত নিজেও করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আর্য্যভটের বিরোধ অপরেও করিয়াছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

১। *Alberuni's India*, I, p. 376 ; see also p. 168.

২। *Ibid*, I, pp. 227, 244-6

৩। সিদ্ধান্তশিরোমণি, গোলাধ্যায়, দৃক্‌কর্ম্মবাসনা, ১৬ শ্লোক।

৪। গোলপাদ, ৩৫—৬ শ্লোক।

৫। খণ্ডখাদ্যকভাষ্য, ৬।২ ; গণকতরঙ্গিণী, ৮, ১৮ পৃঃ

৬। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১১।৩[illegible]—৪১

সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়*

চট্টগ্রামবাসী কবি মুক্তারাম সেন-বিরচিত 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থে নিজের যে বংশবিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত ভূমিকায় প্রকাশিত কবির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী রাজচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তিপ্রদত্ত বংশবিবরণের কোন মিল পাওয়া যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত উভয় বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মভূমি চাটিগ্রাম রাজ্যের দেবগ্রাম। তাঁহার বংশের পূর্ব্বনিবাস রাঢ় প্রদেশের জাহ্নবীকূলস্থ কোন গ্রাম। তথা হইতে কেহ 'রাজসঙ্গী' হইয়া বাড়বাধা চাটেশ্বরী রাজ্যে উপস্থিত হন। কবির আদ্য গোত্র ও পঞ্চ প্রবর,—আদ্য, অত্রি, অর্জ্জুন, গার্গব ও বার্হস্পত্য। তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায়, পিতামহ নিধিরাম এবং পিতা মধুরাম। কবির পিতা তাঁহার তিন পুত্র—গোবিন্দ সেন, ব্রজলাল সেন ও কবিকে লইয়া, দেআঙ্গে (দেবগ্রামে) বসতি স্থাপন করেন। কবির মাতা ভরদ্বাজগোত্রীয় দয়ারাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রী। তিনি পতিসঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁহাদের পূর্ব্বাপর বংশাবলী স্বদেশে ছিল। কবির সময়ে 'মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী' ছিল।[১]

রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁহার 'চন্দ্রপ্রভা' নামক বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় রাঢ়ের আদ্যগোত্রীয় সেনবংশের বংশাবলী লিখিয়াছেন। ভরত আদ্য গোত্রের প্রবর লিখিতে পারেন নাই। আদ্যকুলোদ্ভবদিগের মুখ হইতে জানিয়া লইতে বলিয়াছেন।[২] উপরে এই গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে 'গার্গব' একটি বলা হইয়াছে। 'ভার্গব' সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে 'গার্গব' হইয়াছে। গার্গব প্রবর স্বীকার করিতে হইলে গৃগু নামক ঋষির কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু এরূপ কোন ঋষির নাম পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বসন্তকুমার সেন তাঁহার প্রণীত বৈদ্যজাতির ইতিহাসে চট্টলের আদ্যগোত্রীয় সেনদিগের প্রবর লিখিয়াছেন,—আদ্য, অত্রি, অর্জ্জুন, ভার্গব ও বার্হস্পত্য[৩]

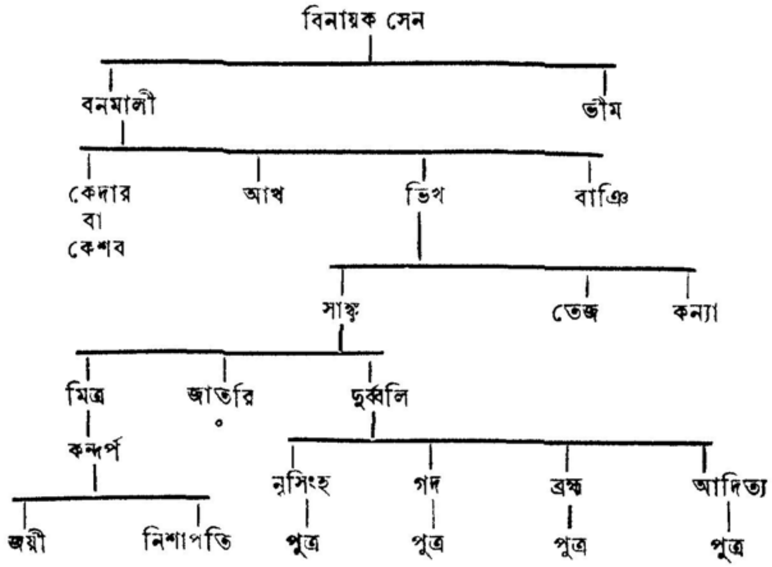
ভরত বলেন যে, আদ্যর্ষিগোত্রীয়দিগের রাঢ়ে সমাজ তিনটি—নপাড়া, শালগ্রাম ও মানকর।[৪] বর্দ্ধমান জেলায় মানকর নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। অন্য দুইটির অবস্থান এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। ভরতের সময় ইহারা নানাস্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সারদামঙ্গল, ৬-৭ পৃষ্ঠা।
২। চন্দ্রপ্রভা, ৯ পৃষ্ঠা।
৩। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠা।
৪। চন্দ্রপ্রভা, ১০ পৃষ্ঠা।

আদ্য গোত্রীয়দিগের বীজ পুরুষ ছয় জন—বিনায়ক, হরি, কোলাহল, সিধ, উমাপতি ও ঈশ্বর। ইহাঁদিগের মধ্যে বিনায়ক সেনের বংশে জয়ী নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাই। এই জয়ী ও কবির প্রপিতামহ জয়দেব অভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। নিম্নে বিনায়ক হইতে জয়ী সেন পর্য্যন্ত বংশাবলী দেওয়া গেল,[৫]—



জয়ী ও নিশাপতির বিবাহ কিম্বা পরবর্ত্তী পুরুষের উল্লেখ ভরত করেন নাই। এমন কি, *দুর্ব্বলির পৌত্রগণের নামও লিখিতে পারেন নাই।* *ইহা দ্বারা মনে হইতেছে যে,* জয়ী ও নিশাপতি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দুর্ব্বলির পৌত্রগণ শিশু ছিল। ভরতের স্বহস্ত-লিখিত পুথির তারিখ শকাব্দা ১৫৯৭ = ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ।[৬] ভরত, জয়ীর বিদেশ গমন সম্বন্ধেও কিছু লেখেন নাই। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, জয়ী ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে রাজকর্ম্মচারিরূপে চট্টগ্রামে গিয়া থাকিবেন। কবি, জয়ীর তিন পুরুষ পরবর্ত্তী। সাধারণত ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে কবির সময় (১৬৭৫ + ৭৫ =) ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হয়। কবি বলিয়াছেন, মহাসিংহ তাঁহার সময়ে দেশ অধিকারী ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মহাসিংহ মোগল আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল ১১৬০—১১৬৫ বাঙ্গালা বা ১৭৫৪—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ।[৭] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জয়ী বা জয়দেবই প্রথম চট্টগ্রামে আগমন করেন।

যত দূর দেখা গেল, তাহাতে কবির প্রদত্ত বিবরণে আমরা কোন অসামঞ্জস্য পাইলাম না। এখন দেখা যাউক, কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানসে সম্পাদক মহাশয় কবির জ্ঞাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রদত্ত বিবরণী বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন,

৫। চন্দ্রপ্রভা, ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা।

৬। "ভরতমল্লিকস্য স্বহস্তলিখিতপুস্তকসমাপ্তি। শকাব্দাঃ ১৫৯৭।" চন্দ্রপ্রভা, ৪৫০ পৃষ্ঠা।

৭। সারদামঙ্গল, ভূমিকা, ৵[illegible]টীকা।

তাহা কত দূর প্রমাণসহ। এই বংশ সম্বন্ধে রাজচন্দ্র সেন নিম্নলিখিত শ্লোকবদ্ধ ইতিহাস উপস্থিত করিয়াছেন—[৮]

"শাকে চৈব বিয়দ্বেববাণচন্দ্রমিতে পুরা।
আদ্যগোত্রোদ্ভবঃ পঞ্চপ্রবরো বৈদ্যসত্তমঃ॥
শ্রীযুক্তযাদবো রায়ঃ শম্ভুদর্শনকাময়া।
সার্দ্ধং শ্রীমন্তভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥
যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়াগ্রামতঃ খলু।
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ॥
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোঽসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ॥"

অর্থাৎ (বিয়ৎ = ০, বেদ = ৪, বাণ = ৫, চন্দ্র = ১ =) ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খৃষ্টাব্দে) কবির প্রপিতামহ যাদব রায়, ভ্রাতা মাধব রায় সহ শম্ভুদর্শন মানসে যশোহরের কালিয়া গ্রাম হইতে চন্দ্রশেখরে আগমন করেন। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রপিতামহের সময় ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইলে কবির সময় (১৬১৮+৭৫)= ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু কবির সমসাময়িক মহাসিংহ প্রায় ৬০-৬৫ বৎসরের পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ জয়দেব, যাদব হইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে জয়দেবের ভ্রাতা নিশাপতি মাধব নহে। কবির পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গের যশোহর জেলার কালিয়া গ্রাম হইতে শম্ভুদর্শন কামনায় চন্দ্রশেখরে আসেন নাই; আসিয়াছিলেন—রাজসঙ্গী হইয়া বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্যে, রাঢ়ের জাহ্নবীতীরস্থ কোন গ্রাম হইতে। 'পঞ্চসপ্ততিধৌ শাকে' অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে) লিখিত বঙ্গজ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থ সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় কালিয়া গ্রামে আদ্যগোত্রীয় সেনের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। আবার কবির জ্ঞাতি মহাশয় বলিতেছেন যে, কবির প্রবরের 'গার্গব' স্থলে 'আঙ্গিরস' হইবে। ইহা যে ঠিক নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বসন্তবাবু বিক্রমপুরস্থ বঙ্গজ আদ্যগোত্রীয় বৈদ্যগণের ত্রিপ্রবরের কথা বলিয়াছেন, যথা—আদ্য, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।[৯] ইহাতে আঙ্গিরস থাকিলেও কবির কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতি মহোদয়ের প্রবরসংখ্যার সহিত ঐক্য হইতেছে না। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উভয় বিবরণে পূর্ব্বপুরুষের নাম, সময়, আসিবার উদ্দেশ্য, যে স্থান হইতে আগমন এবং যে স্থানে আগমন এবং প্রবর, কিছুরই মিল নাই। জ্ঞাতি মহোদয়ের প্রদত্ত এই বিবরণ দ্বারা সম্পাদক মহাশয়ের 'কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানস' কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তিনিই বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় কবির জ্ঞাতি-প্রদত্ত আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটি আরও অদ্ভুত। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'দেবগ্রাম (বর্ত্তমান আনোয়ারা) নিবাসী রায়

৮। সারদামঙ্গল, ভূমিকা ৷৴০।
৯। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় ভাগ।

রমণচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি' যাদব রায়কে আপন কন্যা সম্প্রদান করতঃ গৃহজামাতৃরূপে নিজ দীঘির পূর্ব্বপাড়ে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তথায় কিছু কাল বাসের পর যাদব ও মাধব রায় জানিতে পারেন যে, রমণচাঁদ বৈদ্যবংশীয় নহেন, কিন্তু কাশ্যপগোত্রীয় 'আইচ দাস' আখ্যাত কায়স্থবংশীয়। ইহাতে মাধব রায় ক্ষোভে ও রোষে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং আপন ভ্রাতৃজায়া অলকাসুন্দরীকে বিষ প্রয়োগে বধ করিয়া একদা নিশীথে তথা হইতে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ যথাসময়ে এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া, এক দিবসের মধ্যেই বহু লোক নিযুক্ত করত তিনি আপনার নিহতা কন্যার নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলেন, এবং জামাতা যাদব রায়কে একটি বৈদ্যকন্যা বিবাহ করাইলেন। এই বিবাহের ফলেই কবির পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়।[১০]

এই গল্পটি যে কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ কবির প্রপিতামহ জয়দেব রায় যে একজন সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা তাঁহার 'রায়' উপাধি দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। এমতাবস্থায় তিনি যে কাহারও গৃহজামাতা হইতে স্বীকৃত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। তার পর রমণচাঁদ যে কাশ্যপ গোত্রীয় আইচ দাসবংশীয় কায়স্থ ছিলেন, ইহা জানিবার জন্য রমণচাঁদের দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে কিছু কাল বাস করার দরকার হয় না। বিবাহের মন্ত্র পাঠকালেই উভয় পক্ষের গোত্র পদবীর উল্লেখ করিতে হয়। আইচ পদবী যে বৈদ্যের মধ্যে নাই, ইহা জয়দেব কিম্বা তাঁহার জানা না থাকা অসম্ভব। এই বিবাহে ক্ষোভ ও রোষের যদি কোন কারণ হইয়া থাকে, তাহা জয়দেবেরই হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার ভ্রাতার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কি? শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টলসমাজে কায়স্থ ও বৈদ্যে বিবাহ অজ্ঞাতপূর্ব্ব কিম্বা অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা নহে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপ বিবাহ এই সমাজ-সমূহে অদ্যাপি প্রচলিত। আমরা শ্রীহট্ট হইতে ১১৯৯ সালে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) নকল করা একখানি তুলট কাগজের পুথির মধ্যে 'জাতিমন্তপ্রদীপ' নামক একখানি কুলজী গ্রন্থের দুইটি পাতা পাইয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে যে, প্রদীপের তিন পুত্র। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তের স্থিতি স্বর্গে, চিত্রাঙ্গদ নাগলোকে এবং সেন মিত্র পৃথিবীতে বাস করেন। সেন মিত্রের তিন স্ত্রী—সতী, রতি ও বিমলা। সতীর পুত্রগণ বৈদ্য। অন্য দুই স্ত্রীর সন্তানগণ কায়স্থ[১১]। ইহা দ্বারা এবং ঐ সমাজসমূহে প্রচলিত প্রথা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ যে মূলতঃ একজাতি, এরূপ ধারণা বহু কাল হইল প্রচলিত আছে। কায়স্থগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলেন। বৈদ্যগণও

১০। সারদামঙ্গল, ভূমিকা, ।৵-।৶।

১১। "জাতিমন্তপ্রদিপে প্রদীপস্ত ত্রিপুত্রঃ ॥ ১ ॥ চিত্রগুপ্ত সর্গে স্থিতিঃ চিত্রাঙ্গাঃ গদ নাগ সর্ব্বত্য ।॰ সেনমিত্র স্থিতি ভবেৎ সতি রতি বিমলায়াং চতুর্থে অমরাবতিঃ এতনা চতুর্থনামা সেনমিত্র স্ত্রি ভবেৎ ॥ দুহি আদিক অষ্ট ঘর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ হয় কুলের প্রধান তারা সতির তনয়ঃ দাস দেব ১৬ ঘর প্রধান কায়স্থ হয় বিমলার প্রধান তারা রতির তনয়ঃ ॥"

যে এক সময়ে নিজদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ বঙ্গজ বৈদ্য কুলজীগ্রন্থেও পাওয়া যায়।[১২]

ইঁহাদের মধ্যে যে কেবল বিবাহই প্রচলিত আছে, তাহা নহে; যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চৈতন্যদেবের পার্ষদ চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী মুকুন্দ সেন ও বাসুদেব সেনকে প্রেমবিলাস গ্রন্থে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন[১৩]। আবার যাঁহারা এখন বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ দলিলাদিতে 'জাতি কাহেস্ত' লিখিয়াছেন। আমরা শিলচরে একজন রায় বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা চিরকালই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীহট্টে চক্রপাণি দত্তের বংশ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের এক দল (সপ্তগ্রাম) বৈদ্য, আর এক দল (লখাই) কায়স্থ। ভরত মল্লিক বৈদ্য দত্তের ভরদ্বাজ গোত্রের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ঐ অঞ্চলের ঐ গোত্রীয় দত্তগণ এখন বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দেন। আমরা শ্রীহট্টের বহু পরিবার সম্বন্ধেই এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশেই যে কায়স্থ ও বৈদ্যে সম্পর্ক আবদ্ধ, তাহা নহে। ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও অর্থাৎ রাঢ়ে ও বঙ্গে এক সময়ে ইহার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ কায়স্থ ও বৈদ্যের কুলজী গ্রন্থগুলি পাঠে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি। এ স্থলে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বীজ পুরুষ বিনায়ক সেনের পুত্র ধন্বন্তরি শোভাকর নাগের কন্যা বিবাহ করেন। এই নাগের দৌহিত্রবংশই সেনহাটীর প্রসিদ্ধ কুলীন[১৪]।

ঐ গোত্রীয় বিন সেনের পুত্র গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করেন। ভরত মল্লিক গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কথা বলিলেও তিনি বৈদ্যের পদবীর মধ্যে গুহের উল্লেখ করেন নাই।[১৫]

১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত দুই শত বর্ষের পুরাতন হস্তলিখিত রাঘব কবিরাজের 'বৈদ্যকুলদর্পণ'এর মঙ্গলাচরণে লিখিত আছে,—

> "গণেশ রামকৃষ্ণশ্চ তুঙ্গাদিত্য মহেশ্বর।
> পিতা গুরু পরংব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে॥"—বিশ্বকোষ, বৈদ্যজাতি, ৫৪৩ পৃষ্ঠা।

১৩। বসন্তকুমার সেনগুপ্তপ্রণীত 'চক্রপাণি দত্ত', ১ম অধ্যায়, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

১৪। "ধন্বন্তরেঃ সুতাঃ পঞ্চ বনিতা দ্বিতয়েঽভবন্।
আদ্যো গাণ্ডেরীসেনোঽভূৎ খ্যাতকীর্ত্তিঃ পিতুঃ প্রিয়ঃ।
শোভাকরনাগস্য দৌহিত্রো দৈবদোষতঃ॥
অয়ং কনিষ্ঠপুত্রোঽপি জ্যেষ্ঠভাবং গতো গুণৈঃ।
যস্য ভ্রাতৃপ্রধানস্য মূর্দ্ধ্নি ছত্রং ধৃতং কিল॥" (চন্দ্রপ্রভা, ৭৬ পৃষ্ঠা)।
"গাণ্ডেরী শম্ভুসেনশ্চ নাগজায়াং বভূবতুঃ॥
... ...
নাগজাতমতোঽন্যোবাং গাণ্ডেরী তু বিশিষ্যতে॥" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

১৫। "ধর্ম্মসেনসুতো জাতো রাঘবোঽথ গুণাকরঃ।
গুহপদ্ধতির্বৈদ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ২১১ পৃষ্ঠা)।

ঐ গোত্রীয় বিনায়ক পশুপতি সেনের বংশে দামোদর সেন শ্রীহট্টীয় পরাম্বী পালের কন্যা বিবাহ করেন।১৬

মৌদ্গাল্যগোত্রজ কুলীন পদ্মদাসবংশে ডোমন দাস কেশপালের কন্যা বিবাহ করেন। ভরত লিখিয়াছেন,—"ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।" এই পাল-দৌহিত্রগণ কুলীনই ছিলেন।১৭

ভরত আরও লিখিয়াছেন যে, সেনভূমির রাজা চন্দ্রসেনের অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে আট জন কায়স্থ ও দশ জন বৈদ্য।১৮

বঙ্গজ কায়স্থ পুরবসুর কন্যা শক্তিগোত্রীয় কুশলীপুত্র কুলীন হিঙ্গুসেন বিবাহ করেন। এই হিঙ্গুবংশীয় কুলীনগণ খুলনা জেলায় পয়গ্রামে বাস করেন। এই বিবাহের কথা কায়স্থ এবং বৈদ্য, উভয় কুলগ্রন্থেই পাওয়া যায়।১৯

শক্তিগোত্রীয় শক্তিধর সেনের প্রপৌত্র দণ্ডপাণি সেন হাতী ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন।২০

মৌদ্গল্যগোত্রীয় বীজপুরুষ চায়ুদাসের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জয়দাস নাগকন্যা বিবাহ করেন।২১

১৬। "দামোদরোঽথ পরমেশ্বরোঽথ ধরণীধরঃ।
এতে চামুন্দৌহিত্রা বৌহারিগ্রামমাশ্রিতাঃ॥
জ্যেষ্ঠস্য স্ত্রী শ্রীহট্টীয়পরা রপালকন্যকা।" (চন্দ্রপ্রভা, ৭০ পৃষ্ঠা)।

১৭। "ডোমনস্য সুতৌ জাতাবুমাপতিহরি উভৌ।
পিতুর্বার্দ্ধক্যদোষেণ কেশপালসুতাসুতৌ॥" (ঐ, ৩৩৮ পৃষ্ঠা)
"ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যো পালো ন বিদ্যতে॥
বংশ্যো ডোমনদাসস্য বামনঃ কুলবান্ কথম্।
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো বামনে বহবো গুণাঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা. ১৯ পৃষ্ঠা)।

১৮। 'চন্দ্রসেনোঽভবদ্রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ।
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ॥
চন্দ্রপানাদয়ো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
অষ্টৌ সুতা অপরাশ্চ চন্দ্রখানাদয়োঽভবন্।
যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ।
অষ্টৌ পুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ॥" (ঐ, ২১০ পৃষ্ঠা)।

১৯। 'পুরোপি শুভঘোষস্য কন্ধিকস্যাপকারতঃ।
সন্ত্যজ্য কাণঘোষায় পশ্চাত্তমগুহায় চ॥
মহত্রাজে দম্ভজায় মাধবায় চ কোপতঃ।
বৈদ্যায় হিঙ্গুসেনায় বনমালিপরোভবৎ॥" (আচার্য্য চূড়ামণির কারিকা)।
"পুরবসোশ্চ যা কন্যা হিঙ্গুসেনো ব্যুবাহ তাম্।"
(বৈদ্য ঘটক সূর্য্যদাসের দোষমালা; বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)।

২০। "বংসসেনস্তত্র পুত্রাঃ দণ্ডপাণিমহাব্রতঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষসেনশ্চ বাণীধরসুতাত্মজাঃ॥
হাতীঘোষসুতা দণ্ডপাণিপরিণয়কৃতা।" (বিশ্বকোষ, ৫৪০ পৃষ্ঠায় ধৃত রাঘব কবিরাজের বৈদ্যকুলদর্পণ।)

২১। "জয়দাসঃ পুণ্যশীলো নাগকন্যা মুহিতুঃ পতিঃ।" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

বারভূঞার অন্যতম ভূষণার মুকুন্দরাম কায়স্থ ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিগের ফতেয়াবাদ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পুত্র রাজা সত্রাজিৎ বা শত্রুজিৎ বঙ্গজ বৈদ্য দুর্গিমাধব সেনের বংশে বিবাহ করেন।[২২]

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্যে বিবাহ সর্ব্বত্রই চলিত।

উপরোক্ত প্রবাদের মূলে যে কোন সত্য নিহিত নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কবি কোথায়ও বলেন নাই যে, তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায় দেবগ্রামবাসী হইয়াছিলেন। বরং তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মধুরাম সেন তিন পুত্র লইয়া দেআঙ্গে অর্থাৎ দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যথা—

"পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥"—৭ পৃষ্ঠা।

সম্পাদক মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—'কবির মতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজসঙ্গী হইয়া রাঢ় হইতে দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করিয়াছিলেন।' তিনি ইহা কোথায় পাইলেন? কবি লিখিয়াছেন,—

"তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥"—৭ পৃষ্ঠা।

এখন দেখা যাউক, এইরূপ একটি সর্ব্বৈব মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহার মূলে বর্ত্তমান সময়ের কায়স্থ ও বৈদ্যের সামাজিক বিবাদ—যাহার আরম্ভ Riseley's Census Report. ইহার উদ্দেশ্য—কবির বংশের গৌরববৃদ্ধি, বিশুদ্ধি এবং কায়স্থ হইতে বৈদ্য বড়, ইহা প্রমাণ করা। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা কবির বংশের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহা দ্বারা কবির বংশে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপিত হইয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, পরস্পর বিবাহের দ্বারা বৈদ্য কায়স্থের বংশবিশুদ্ধি নষ্ট হইত না, কিম্বা এখনও ঐ সমাজে হয় না। কায়স্থের দৌহিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ কুলীনরূপে এখনও বর্ত্তমান। বরং দেখা যায় যে, কবির রাঢ়বাসী জ্ঞাতিগণের মধ্যে গোপ ও কুমারের সহিতও সম্পর্ক রহিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বৈদ্যসমাজ হইতে বিচ্যুত করিবার কোনও আয়োজন হয় নাই, কিম্বা বৈদ্যসমাজে তাঁহাদের বিবাহাদিতে বাধা জন্মে নাই।[২৩]

কবি তাঁহার মাতার নাম করেন নাই, কিন্তু কবির তথাকথিত জ্ঞাতি বলিতেছেন যে, কবির মাতার নাম সাবিত্রী দেবী। কবির সময়ে বৈদ্যদিগের পদবীর অন্তে 'গুপ্ত'

২২। "হরিশ্চ মধুরেশশ্চ বাণবল্লভপুত্রকৌ। অমৃতাম্বরজপুত্রৌ জাতা চ তনয়া শুভা।
পরিণীতা চ সা কন্যা রাজ্ঞা শত্রুজিতা সতী॥" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

২৩। "তিলসেনস্য চত্বারঃ সুতা ভরতরাঘবৌ।
সুদর্শনঃ কানু(কাহ্ন ?)সেনঃ কুমারগোপসুন্দরাঃ॥
ভরতস্য সুতা যোঽসৌ বিকগুপ্তসুতাসুতঃ।
রাঘবস্য সুতো যোঽসৌ কুবেরসেনসূনুজঃ॥
সুদর্শনসুতো যোঽসৌ প্রচণ্ডসেনসূনুজঃ।
কাহ্নারিতনয়ো যোঽসৌ মুরারিকুমারসূনুজঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ২৫০ পৃষ্ঠা)।

যোগ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভই প্রথমে বৈশ্যত্ব দাবীতে 'গুপ্ত' লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথা অপ্রচলিতই ছিল। কবি তাঁহার নামের পরে শূদ্রের ন্যায় 'দাস' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, যথা,—

"কহে মুক্তারাম সেন দাসে ॥" (২২ পৃষ্ঠা)

আবার যে দুইখানি পুথি হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়খানির লেখক—শ্রীরাধামোহন সেন দাষ বা দাস, সাং বরমা। এই রাধামোহন সম্ভবতঃ কবির পিতামহের প্রথমা স্ত্রীর জ্ঞাতিবংশীয়। উভয়ের কেহই 'গুপ্ত' কিম্বা 'শর্ম্মা' ব্যবহার করেন নাই।

কবির প্রদত্ত বিবরণ ও কবির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত রাজচন্দ্র সেন-কথিত বিবরণে প্রায়শই অমিল। এহেন অবস্থায় আমরা এই জ্ঞাতিটিকে কবির প্রকৃত জ্ঞাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিহান হইতেছি। সম্পাদক মহাশয় বলেন নাই, ইনি কবির বংশের কোন্ ধারা হইতে উদ্ভূত।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, 'কবির বংশ চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈদ্যবংশের মধ্যে একতম।' চট্টগ্রামের বৈদ্যসমাজের কথা জানি না, কিন্তু রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যসমাজে আদ্যগোত্রীয় সেন কখনও কুলীন ছিল না বা নাই।[২৪]

গ্রন্থের শেষে পুস্তকের তারিখ কবি লিখিয়াছেন,—'গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক' অর্থাৎ ১৩৬৯ শক বা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ। ইহা ঠিক হইলে কবি মহাসিংহের তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হন। সম্ভবতঃ এই তারিখের 'কাল'=৩ লিপিকরপ্রমাদ। প্রকৃত পাঠ কায়=৬ হইবে। তাহা হইলে তারিখ হয় ১৬৬৯ শক বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে মহাসিংহ, নবাব হাছন কুলী খাঁর দেওয়ানরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয় ইস্‌লাম খাঁ মাসহাদীর চট্টগ্রাম অধিকারের সময় লিখিয়াছেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ '১৬৩৮' ছাপার ভুলে ১৮৩৮ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইস্‌লাম খাঁ মাসহাদীর শাসনকাল ১৬৩৭—১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

২৪। "শক্তিধন্বন্তরিশ্রেষ্ঠৌ মধ্যৌ বিশ্বানরাদ্যকৌ ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ৮ পৃঃ)।
"আত্রেয়শ্চ তথাদ্যশ্চ তথা বিষ্ণুমহর্ষিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব সাধ্যানাং গোত্রসংগ্রহঃ ॥" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

নিয়ম পরিবর্ত্তন

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"—এই নিয়মের পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে :—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ চাঁদা দিতে হইবে।"

নূতন নিয়ম,—৪২ (ঘ) এর পর বসিবে—

"(ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক

৩০।১২।১৩৪০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার

সদস্যগণ কর্ত্তৃক পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলী ঃ—

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এককালীন দুইখানি গ্রন্থ বা একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থের (সাময়িক পত্র ছাড়া) চারিখণ্ড পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২। (ক) গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোন সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(খ) কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন।

(গ) বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৩। (ক) সদস্যগণ ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিজের নিকট পুস্তক রাখিতে পারিবেন, এবং এই নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাঁহাকে ঐ পুস্তক গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে হইবে।

(খ) অন্য কোন সদস্য না চাহিলে একই পুস্তক ক্রমান্বয়ে একাধিক বার এক সদস্যকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সদস্যগণ পুস্তক ফেরত না দিয়া দ্বিতীয় বার লইয়া যাইবার অনুমতি পাইবেন না।

(গ) কোন সদস্য পনের দিনের অধিক কাল পুস্তক নিজের নিকট রাখিয়া দিলে তাঁহার নিকট প্রথমটি ব্যতীত যতগুলি স্মারক-পত্র প্রেরিত হইবে, ততগুলিরই ডাকমাশুল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

(ঘ) কোন সদস্য এই ডাকমাশুল দিতে অস্বীকার করিলে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক ফেরত দিতে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল শৈথিল্য করিলে তাঁহাকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা হইতে এক বৎসরের মত বঞ্চিত করা হইবে।

৪। (ক) সদস্যগণ পরিষদের পুস্তক যত্নের সহিত ব্যবহার করিবেন, চিহ্নিত বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিবেন না।

(খ) যদি কোন সদস্য কোন পুস্তক হারাইয়া ফেলেন, ছিন্ন করেন, বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করেন, তবে তিনি ঐ পুস্তক নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া পরিষদ্‌কে দিতে বাধ্য থাকিবেন, অথবা ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পরিষদের যাহা ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

(গ) তাহা ছাড়া এইরূপে পরিষদের ক্ষতিপূরণ না-করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(ঘ) এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করিবার জন্য পুস্তক গ্রহণকালে সদস্যগণ পুস্তকের অবস্থা দেখিয়া লইবেন; উহা ছিন্ন হইলে গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন।

৫। (ক) পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য বিনামূল্যে দুইখানি কার্ড পাইবেন।

(খ) গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই কার্ড না দিয়া কেহ পুস্তক বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(গ) কার্ড হারাইয়া ফেলিলে নূতন কার্ড পাইবার জন্য সদস্যগণকে কার্ড-প্রতি দুই আনা করিয়া মূল্য দিতে হইবে।

৬। ছুটি ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গ্রন্থালয়ে গ্রন্থের আদান-প্রদান হইবে।

৭। পুস্তকের হিসাব-নিকাশের জন্য ১৫ই চৈত্রের মধ্যে সদস্যগণকে সকল গ্রন্থ ফেরত দিতে হইবে। এই তারিখ হইতে পরবর্ত্তী ১লা বৈশাখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে যাইবে না।

৮। কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার নিয়মাবলী :—

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পাঠাগার সদস্য-অসদস্য-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য পাঠার্থ ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত) প্রত্যহ খোলা থাকিবে।

২। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই পাঠকগণ টেবিলের উপর সজ্জিত সাময়িক পত্র পড়িতে পারিবেন।

৩। পাঠকগণ অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের যে-কোন পুস্তক দেখিতে বা পড়িতে পাইবেন। দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ গ্রন্থ পরিষদের কোন কর্ম্মচারীর সম্মুখে বসিয়া দেখিতে হইবে। ৭টার মধ্যে সমস্ত পুস্তক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

৪। পাঠকগণ পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার জন্য একসঙ্গে দুইখানি পুস্তক পাইবেন। সেগুলি ফেরত দিয়া অন্য দুইখানি পুস্তক তাঁহারা লইতে পারিবেন।

৫। গ্রন্থ লইবার জন্য গ্রন্থাগারের মুদ্রিত লাল শ্লিপে বইয়ের নাম ও নম্বর, পাঠকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিতে হইবে। পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়ে পাঠকগণ ঐ শ্লিপের উপর 'প্রত্যর্পিত' ছাপ দেওয়াইয়া লইবেন।

৬। পাঠকগণ যত্নসহকারে পুস্তক ব্যবহার করিবেন এবং উহা কোন প্রকারে চিহ্নিত বা নষ্ট করিবেন না।

৭। পাঠাগারে গল্পগুজব ও ধূমপান নিষিদ্ধ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

উনচত্বারিংশ বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ঊনচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ও শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

		বর্ষারম্ভে	বর্ষান্তে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	৭
(খ)	আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	১০০৬	১০৬৩
(চ)	সহায়ক-সদস্য	২২	২২
		১০৫৫	১১১১

বর্ষারম্ভে ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল. মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৭ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

দুঃখের বিষয়, মৌলভী-সদস্যসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই শ্রেণীতে কোন সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও পাওয়া যায় নাই।

সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে ৪২০ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গমন করেন, ৮ জনের মৃত্যু হয় এবং একজন সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচিত হন, একজন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ৩১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ২ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৪১ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ৫৮৬ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪ জনের নাম বাদ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৫০ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন এরূপ ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ৬২২ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যাওয়ায় একজনের পদ শূন্য হয়। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ২২ হইয়াছে।

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ২ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ছাত্রসভ্যের সংখ্যা মোট ২৩ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত সকলেই এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন। উক্ত ২।১ জনের দ্বারা পুথি নকল ও মাঝে মাঝে পুস্তকালয়ের তালিকা-প্রণয়ন ছাড়া অন্য কিছু করান সম্ভব হয় নাই।

পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) **বিশিষ্ট-সদস্য**

১। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল.*।

(খ) **সাধারণ-সদস্য—**

১। ইন্দুভূষণ সেন এম. এ., বি. এল্., ব্যারিষ্টার।

২। উপেন্দ্রলাল বক্সী বি. এ. (বীরভূম)।

৩। কামিনীনাথ রায় (বর্দ্ধমান)।

৪। ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল. এম. এস্.।

৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার।

৬। ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র (গোবরডাঙ্গা)।

৭। নিখিলনাথ রায় বি. এল. (খাগড়া)।

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বসু (কাশী)।

৯। যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি।

১০। ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. এল.।

১১। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় (কান্দী)।

১২। শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত (কোটা ষ্টেট)।

১৩। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., ব্যারিষ্টার।

১৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি. এ. (বেহালা)।

১৫। মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী (রঙ্গপুর)।

১৬। নটরাজ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নটশিরোমণি।

১৭। অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম. এ. (ঢাকা)।

১৮। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম. এ., এফ. জি. এস্.।

উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্যে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছে। তিনি পরিষদের নানা বিভাগে নানা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি

* ইনি এক সময়ে পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

বহুবৎসর সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, শোকপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত পরিষৎ তাহা স্মরণ রাখিবে।

নিখিলনাথ রায় মহাশয় যেরূপ যত্নের সহিত সাহিত্য-সেবা করিতেন, পরিষদের কার্য্যেও সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বহু অধিবেশনে সভাপতি হইয়া সুচারুরূপে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গভাষা ও পরিষৎ শোকসন্তপ্ত।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে,—

১। স্বর্ণকুমারী দেবী	* ২। বিপিনচন্দ্র পাল
৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	* ৪। দুর্গাদাস লাহিড়ী
* ৫। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	৬। আবদুর রহিম
* ৭। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র	৮। কবিরাজ সত্যচরণ সেন

অধিবেশন †

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনেই সর্ব্বসাধারণের যোগদান করিবার সুযোগ ছিল।

(ক) অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১

(খ) মাসিক অধিবেশন—১০

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন—৪

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৯

(ক) ৩৮শ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩৯, (১০ই জুলাই) রবিবার। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই অধিবেশনে (১) ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (২) ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৩) ৺নীবনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয় এবং অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর পরবর্ত্তী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পরলোকগত সদস্যগণের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া এতদুদ্দেশ্যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের ও স্বতন্ত্র তহবিল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলে উক্ত তহবিলে কয়েকটি দানের প্রতিশ্রুতি এবং দানের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

† অধিবেশনগুলির বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দিবসগুলিতে মাসিক অধিবেশন হয় :—

১। ১লা শ্রাবণ, ২। ২২এ শ্রাবণ, ৩। ২৯এ শ্রাবণ, ৪। ৩রা পৌষ, ৫। ২৪এ পৌষ, ৬। ২রা মাঘ, ৭। ২১এ ফাল্গুন, ৮। ৫ই চৈত্র, ৯। ১৯এ চৈত্র এবং ১০। ২৮এ চৈত্র। এই সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	জ্যোতিষে কঃ পন্থা	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।
২।	লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
৩।	দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ...	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৪।	ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়।
৫।	মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌরমাস	ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
৬।	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
৭।	বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ।
৮।	মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি ...	ঐ ঐ
৯।	শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১০।	শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস ...	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
১১।	আচার্য্য লক্ষ্মীধর	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর-ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত ও মৃত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

১। বিপিনচন্দ্র পাল, ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, ৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, ৬। দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৭। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৮। নিখিলনাথ রায়, এবং ৯। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-

প্রকাশার্থ আলোচ্য বর্ষে ২৫এ আষাঢ়, ১৫ই শ্রাবণ, ৮ই আশ্বিন, ৩রা পৌষ ও ২রা মাঘ, মোট সাতটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতাদি হয় এবং কোন কোন সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এতদ্ব্যতীত ১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়-লিখিত "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল" প্রবন্ধ পাঠের জন্য ৫ই ভাদ্র এবং ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য ১৬ই আশ্বিন বিশেষ অধিবেশন হয়।

উৎসব ও সবংর্দ্ধনা*

(ক) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক সমবেত সুধীবর্গকে পরিষদের সাদর আহ্বান ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই শুভ-দিনে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা পাঠ করেন। উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জলযোগান্তে উৎসব সম্পন্ন হয়।

(খ) প্রফুল্ল-জয়ন্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ বয়ক্রম অতিক্রম করায় জনসাধারণের পক্ষে গত ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'প্রফুল্ল-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মানপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যদেবকে উপহার দেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতি অনুসারে মানপত্রটির আধার ও আবেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া চিত্রিত করিয়া দেন। এতৎ সম্পর্কে ২৭এ অগ্রহায়ণ সোমবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।

(গ) বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা

আলোচ্য বর্ষের ১২ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত উক্ত সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মৌলভী আবদুল ওদুদ মহাশয়গণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতির বিষয়ে বঙ্গীয় মুসলমানগণের প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

---

* এই সকল উৎসব ও সংবর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্যবর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ—(ক) কলিকাতার পক্ষে,—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ পদত্যাগ করায়) পরে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ও ৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) মফস্বলের পক্ষে—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ২। ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ও ৪। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এবং ৪। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ৺ অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, পরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। ৺নিখিলনাথ রায়, পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ১৩। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ১৮। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং ২০। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির তেরটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য গ্রহণপূর্ব্বক দুইবার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়,—

১ (ক) The Bengal Mela Sanitation Bill ও (খ) Ancient Monuments Preservation Act সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট পরিষদের মন্তব্য চাহিয়া পত্র লেখেন। এই দুই বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য প্রেরণ করা হয়।

২। রামায়ণ-সম্পাদন সম্পর্কে নির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হয়।

৩। শ্রীরামপুরে রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক মৃত্যু উপলক্ষে যে নিখিল-বঙ্গ পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন ও প্রদর্শনী হয়, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়।

৪। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

৫। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (খ) জগত্তারিণী পদক-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৭। 'রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব'সম্পর্কে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। বরোদায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সে ও কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। সাহিত্য ইতিহাস-দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা এবং আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, ছাপাখানা ও চিত্রশালা-সমিতি ব্যতীত বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতি, (খ) রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ-সমিতি, (গ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্দ্ধনা-সমিতি, (ঘ) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি, (ঙ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (চ) রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ-সমিতি, (ছ) নিয়মাবলী শাখা-সমিতি, (জ) রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব-সমিতি, (ঝ) ছুটী নির্দ্ধারণ-সমিতি, (ঞ) Ancient

Monuments Preservation Act আলোচনা-সমিতি এবং (ট) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি।

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণবাবু অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলেও প্রথমোক্ত তিনজন সভ্য বিশেষ যত্নের ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উনচত্বারিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly, Annual Bibliography of Indian Archæology (Kern Institute, Holland) এবং অন্যান্য ইংরাজী পত্রিকায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রকাশ ও আলোচনার বন্দোবস্ত করার ফলে পরিষৎ-পত্রিকা অবাঙ্গালী পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইল। প্রবন্ধগুলি যথারীতি বিভিন্ন শাখায় অনুমোদিত হইয়াছিল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১।	পুরুষোত্তম দেব	মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২।	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা) ...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)	ঐ
৪।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান ...	" প্রিয়রঞ্জন সেন
৫।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা ...	" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৬।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি	" মণীন্দ্রমোহন বসু
৭।	শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য	" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় " সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৮।	আসাম বুরুঞ্জী	" যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
৯।	বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ	ঐ
১০।	বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(খ) প্রাচীন সংবাদ-সাহিত্য

১।	দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ভাষা-বিজ্ঞান

১।	বাঙ্গালা ছন্দের মূলসূত্র ...	শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(ঘ) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১। পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন ... ... শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক

২। লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ... ... „ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

(ঙ) গ্রাম্যসাহিত্য

১। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার নিয়মের বিবরণ ... „ কামিনীকুমার কর রায়

(চ) বিবিধ

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষণ—পত্রিকাধ্যক্ষ

এতদ্ব্যতীত পত্রিকার সহিত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শেষাংশের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কতকগুলি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

(ক) হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ২য় ভাগ। ডকটর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও লেখপঞ্জীসমেত আলোচ্য বর্ষ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) সিদ্ধান্তশতক (গ্রহগণিত)—৺রাজকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এক বিস্তৃত পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রকাশিত খণ্ড দুইটি ইতি মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়া এবং কোনরূপ সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক না লইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যয় হিসাবে তিনি পরিষদের নিকট হইতে যে ৫০৲ টাকা লইয়াছিলেন, তাহারও অর্দ্ধেক তিনি পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(ঘ) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহা পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশের খরচ আপাততঃ নিজ তহবিল হইতে প্রদান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, যদি ১৩৩০ বঙ্গাব্দের বজেটে উপযুক্ত অর্থ থাকে তবে তাহা হইতে, না হইলে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই টাকা শোধ করা হইবে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের কোন সংস্করণ নিঃশেষ হইলে পর, ছয় মাস মধ্যে যদি পরিষৎ হইতে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ না হয়, তবে গ্রন্থকার স্বয়ং তাহা মুদ্রণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলনে ও সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সমেত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

(চ) অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থের ভূমিকা ও শব্দসূচি মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ছ) গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকা ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(জ) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা, শব্দসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টাংশ মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ঝ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সঙ্কলিত ও সম্পাদিত (পরিষৎ পুথিশালার) সংস্কৃত পুথির বিবরণ মুদ্রণের কার্য্য নানা কারণে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৯৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

(ঞ) চণ্ডীদাসের পদাবলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য মুদ্রণকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৩২ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

(ট) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উত্তর ও আদি কাণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সম্পর্কীয় চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে।

(ঠ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ড) আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(চ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়া গেলেই মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে।

পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ যাহাতে দেশবিদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইহাদের সমালোচনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং বিশেষ করিয়া পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিবরণপূর্ণ একটী ইংরাজী প্রবন্ধ Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তালিকা মুদ্রণের কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই তালিকা প্রচারিত হইলে পরিষদ্ গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল,—

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)	(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি
(খ) মূর্ত্তি	(ঙ) ব্যবহৃত দ্রব্য
(গ) মুদ্রা	(চ) বিবিধ

পরিশিষ্টে দ্রব্যগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(ক) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত মহামায়ূরী মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ওময়য় খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা (দিরহম্) দুইটী এবং (গ) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর-প্রদত্ত কাঙ্গাল হরিনাথের স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত গানের বই।

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির অধিকাংশই চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সকল দ্রব্য সংগ্রহে পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সেগুলি মেসার্স কে সি পাল এণ্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত শো-কেসে রক্ষা করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলির তালিকা পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ, মুদ্রাদির তালিকা মুদ্রণ, চুণার পাথরের অসম্পূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা এবং মেঝের পেটেন্ট-ষ্টোন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণকালে উহার পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত দাউদ সাহেবের গৃহের কিছু ক্ষতি হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে উহাকে ১০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন গত চারি বৎসর হইতে চিত্রশালার কার্য্য পরিচালনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে করপোরেশন হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ এই সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যে সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের (পূর্ব্বোক্ত কার্ণিশ ও পাথরের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করা ও পেটেন্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য) সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বার্ষিক সাহায্য দানে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে বিভিন্ন সময়ে উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্য হইতে ১৬৮ খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত বিভাগে পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নাটক সম্বন্ধীয় পুথি আছে। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবচরিত, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য, পদাবলী, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুথি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি দুইখানি—শ্রীনাথ শর্ম্মার 'কর্ম্মপ্রকাশ' এবং কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'; ইহাদের লিপিকাল যথাক্রমে ১০০১ সাল ও ১৫৪৫ শকাব্দ। ২৫০ বর্ষের প্রাচীন পুথিও কয়েকখানি আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুকরণে নৃসিংহকৃত 'চৈতন্যমহাভাগবত' এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ—এই দুইখানি পুথি সংস্কৃত পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয়বিধ পুথির মধ্যেই কয়েকখানি নূতন পুথি আছে; ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতার নামও সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত নহে।

যে সকল হিতৈষী মহোদয় পুথি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ৮৭, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঢ্য ২৬, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১৬, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ১৪, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৯, ৺সূর্য্যকুমার পাল ৪, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩, জনৈক হিতৈষী ৩, রায় শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ১, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিদ্যাভূষণ ১, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর ১, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১, মোট ১৬৮ খানি। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৬ এবং সংস্কৃত ৭২ খানা। এগুলি তালিকাভুক্ত হওয়ায় বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৫১২৬। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—

বাঙ্গালা	৩১০৮
সংস্কৃত	১৭৫৩
তিব্বতী	২৪৪
ফার্সী	১২
অসমীয়া	৩
ওড়িয়া	৪
হিন্দী	২
	৫১২৬

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির বিবরণ' আলোচ্য বর্ষে ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'-এর ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালায় পুথির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিষৎ পুথিশালার পুথি ব্যবহার করিয়া গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই সকল পুথিতে মলাট ও খেরো লাগাইয়া যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত করা যাইতেছে না। মলাট ও খেরোর অভাবে অন্যূন ২৫০০ পুথি কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে পুথিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পুথির আলমারিগুলিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কোনও আবরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। খোলা আলমারিতে ইন্দুর প্রবেশ করিয়া এই অবসরে কতকগুলি পুথি কাটিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালা পুথির বিবরণের সঙ্কলন কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই। মফস্বলে যাইয়া নূতন পুথি সংগ্রহের চেষ্টাও এ বৎসর করা সম্ভবপর হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বার্ষিক ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৭০ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭২৩ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকগুলির মধ্যে ২৯৩৩ খানি পুস্তকাকারে বাঁধা সাময়িক-পত্রিকা আছে।

বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	২২৩৯৬
(খ)	বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রন্থাগার	২২৫০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত-গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সভার-গ্রন্থাগার	২৫৪০
(চ)	স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র ও তরঙ্গিণী মৈত্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত	২৫৯৫
(ছ)	স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা-স্মৃতি-পুস্তকাগার	৯১৭
(জ)	স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার	৭৬৫
(ঝ)	ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৯৯
		৩৫৮৩৯

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত	৩৫৮৩১
(খ) বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহার-প্রাপ্ত	৮৭৮
(গ) বর্ত্তমান বর্ষে বাঁধান সাময়িক-পত্র	১০১
(ঘ) চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৪৯৭
	৩৭৩০৭

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের হিতার্থী, সাহিত্যিক ও সদস্যগণ ৩২৫ খানি গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া ১৭২ গ্রন্থ ও ১টি আলমারী উপহার দিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি পাওয়া গিয়াছে :—

(১) শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী—১। অন্নদামঙ্গল (সচিত্র) এবং
২। Memoirs of Raja Prutapadityu, 1816.

(২) ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), ১২৩৫ বঙ্গাব্দ।

(৩) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১৭৬৬ শকঃ।

(৪) ,, রায়সাহেব বিপিনবিহারী সেন—১। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২। পূর্ণিমার কতকগুলি সংখ্যা। ৩। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

(৫) ,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কয়েক সংখ্যা।

(৬) ,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা, ১২৬৫ সাল ৪র্থ খণ্ডের ২৫।২৮ সংখ্যা।
২। কবিতা কুসুমাবলী, ১৭৮৩ শকঃ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

(৭) ,, মন্মথমোহন বসু—১। হিতোপদেশ, বঙ্গাব্দ ১২৩০।

(৮) ,, রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকার কয়েক সংখ্যা।

(৯) ,, আনন্দচন্দ্র দত্ত—১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭০-৭১ সাল।

(১০) শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী—১। বঙ্গদর্শন, ২। জ্ঞানাঙ্কুর, ৩। নব্যভারত-এর ফাইল।

(১১) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। মণিমালা, (২য় ভাগ)।

বর্ষ মধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ৭৯ খানি (ইংরাজী ছোট গল্প পুস্তক), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৯১ খানি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ খানি, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম ১২ খানি, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ১১ খানি, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ৯ খানি, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ৫ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ১১৩ খানি পুস্তক ও ১৬ খানি পুস্তিকা এবং তিনটি আলমারী খরিদের জন্য অর্থদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—

(ক) বেঙ্গল (গবর্ণমেন্ট) লাইব্রেরী—১৮৭ খানি পুস্তক ও ৬১ রকমের ৩৫৬ খানি সাময়িক-পত্র।

(খ) স্মিথ্ সোনিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন—৩৪ খানি পুস্তক।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—৫ খানি পুস্তক।

(ঘ) বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব—৪ খানি পুস্তক।

(ঙ) তাঞ্জোর মহারাজা সরফোজী সরস্বতী-মহল লাইব্রেরী—৩ খানি পুস্তক।

নিম্নোক্ত বিভাগীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী উপহার দিয়াছেন

(ক)	ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৩ খানি
(খ)	বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৫ ,,
(গ)	মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট	...	...	৫ ,,
(ঘ)	নিজাম গবর্ণমেণ্ট	...	...	২ ,,
(ঙ)	পাব্লিসিটি বোর্ড, বেঙ্গল		...	৮ ,,
(চ)	ডাইরেক্টর অব ইন্‌ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল		...	৩ ,,

এই সকল উপহারের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

দৈনিক ৮, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৭২, দ্বৈমাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ১৫, মোট ১৩৯ খানি। ৪ খানি দৈনিক ও ৩ খানি মাসিক-পত্র খরিদ করা হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি নিয়মিতভাবে দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠকগণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং উক্ত গ্রন্থাগারের তালিকা মুদ্রণের প্রস্তাব, সংগৃহীত সাময়িক-পত্রের সমগ্র তালিকা প্রস্তুত ও তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা, বর্ণানুক্রমিক বাংলা পুস্তক-তালিকা তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগানুযায়ী ও গ্রন্থকারের নামানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সমিতির নির্দ্দেশ মত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বাংলা সাময়িক-পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিবার জন্য পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তালিকার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষ মধ্যে সদস্যগণকে বাড়ীতে পড়িবার জন্য ৪৪২৫ বার পুস্তকাদি প্রদান করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের জন্য পরিষদ্ মন্দিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদস্য প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুরাতন সংবাদ-পত্রের ফাইল পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্য ব্যতীত অনেকেই পরিষদ্ মন্দিরে বসিয়া প্রয়োজনানুসারে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিবার ও নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খোলা থাকে। ঐ সকল দিনে প্রত্যহ নিয়মানুসারে বাড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাদি আদান-প্রদানও হইয়া থাকে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী। স্থির হইয়াছে যে, ইঁহার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম ও প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ দেওয়া হইল।

(খ) অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ইঁহার এক চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) বিপিনচন্দ্র পাল। ইঁহার এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

(ঘ) নিখিলনাথ রায়। ইঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(চ) হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(ছ) প্রিয়নাথ সেন। ইঁহার চিত্র সংগৃহীত হইলে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে গৃহীত স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে :—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইঁহার চিত্র বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অদ্য বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইঁহার তৈলচিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

(ঘ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র দান করিয়াছেন। উহাও এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিষৎ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর নিকট এবং এই চিত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

(ঙ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার তৈল-চিত্র দান করিয়াছেন।

(চ) উক্ত প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যাবস্থার একখানি চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ হিসাবের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয়, অর্থ অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতি-রক্ষার সঙ্কল্পগুলির অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা

সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস-শাখা—৺নিখিলনাথ রায়	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরে, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	
বিজ্ঞান-শাখা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ	ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ
দর্শন-শাখা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিবেশন সংখ্যা—(ক) সাহিত্য-শাখা—৮, (খ) ইতিহাস-শাখা—২, (গ) বিজ্ঞান-শাখা—৩ এবং (ঘ) দর্শন-শাখা—১।

এই সকল অধিবেশনে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন এবং পরিষদ্ গ্রন্থ নির্ব্বাচন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-বিভাগের কার্য্য, বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা আলোচনার জন্য শাখা-সমিতির ১৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। যে সকল শাখা বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী ও রঙ্গপুর-শাখা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আলোচ্যবর্ষে মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম দিনে মূল সভাপতি-পদে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও তৎপর দিবস সাহিত্যাদি শাখার এবং শিল্প ও কলা (সঙ্গীতাদি) বিভাগের সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বৃত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর-শাখায় যে সাহিত্য-সম্মিলন হয় তাহা সকল শাখারই অনুকরণযোগ্য। মূল পরিষৎ হইতে মেদিনীপুরে এই জন্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয় নাই।

পরিষদ্-মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

মেসার্স এম ডি মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে মাল মসলা প্রভৃতি দিয়া দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ আর বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্লাম্বিং এক্‌সপার্ট) মহাশয় নানা স্থান হইতে ড্রেণ প্রভৃতির জন্য নল, ইয়ার্ডগেলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনে রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশনেই নিম্ন নির্দ্দিষ্ট দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০০৲
„ মন্মথমোহন বসু	১০১৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০১৲
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১০০৲
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	৫০০৲

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বর্ষ মধ্যেই তাঁহার প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুস্তকালয়ের জন্য তিনটি পুস্তকাধার খরিদ করিবার অর্থ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ব্যয় ৫০৲ টাকার মধ্যে ২৫৲ না লইয়া পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কে সি পাল এণ্ড কোং টিম্বার মার্চ্চেণ্টের স্বত্বাধিকারী মহাশয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার রক্ষা করিবার জন্য একটি সুদৃশ্য শো-কেস্ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী তাঁহার স্বামী ডক্‌টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকালী দানের সঙ্গে একটি পুস্তকাধার দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

বঙ্গীয় রাজসরকার নানা বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে পরিষৎকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকার স্থলে মাত্র ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিক্ষায়তনের জন্য রাজসরকার ২০০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরিবর্ত্তে ৭০ খানি মাত্র লইয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য ৭৫০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদ্ মন্দির ও চিত্রশালার ট্যাক্স রেহাই দিয়া করপোরেশন পরিষদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্য করপোরেশন গত চারি বৎসর যে বার্ষিক দান করিতেন, আলোচ্য বর্ষে সেই দান না পাওয়ায় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

পরিশিষ্টে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের এবং পৃথক্ পৃথক্ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ দেওয়া হইল। মোটের উপর পরিষদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্য অর্থাভাবেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। সদস্যগণের নিকট হইতে আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ-সরকার গ্রন্থ প্রকাশার্থ বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকার শতকরা ১০৲ কম দিয়াছেন। চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আলোচ্য বর্ষে কিছুই পাওয়া যায় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরিষদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য সাময়িক সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিষদের কার্য্যপরিচালন করা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ বিশেষ দান

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান, কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ও সদস্যগণের বর্ষিক চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে—

১। মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার জন্য দান।
২। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তির জন্য উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুতের জন্য দান।
৪। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।
৫। প্রফুল্ল-জয়ন্তীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান।
৬। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান।
৭। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী খরিদের জন্য দান।
৮। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য দান।
৯। হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির দান।
১০। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান।
১২। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।
১৩। গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে দান।
১৪। সাধারণ-তহবিলে দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দেওয়া হইল।

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি

দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমেত হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির সভ্যগণের এক ফটো দান করিয়াছেন।

এই সকল দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের পরিবারবর্গকে মাসিক বা এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য পরিষদ্ মন্দির মধ্যে একটি Home Saving Safe স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পোপের আশীর্ব্বচন

আলোচ্য বর্ষে রোমের মহামান্য পোপ মহোদয় পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়া সম্পাদকের নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

ধীরে ধীরে পরিষৎ ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থাপয়িতাদের আদর্শ ক্রমশঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানা বাধা ও বিসংবাদের মধ্যেও পরিষদের শক্তির ক্রমশঃ উপচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্টতা ও বঙ্গদেশের জ্ঞান-সম্পদ্ যাহাতে যথারূপে আলোচিত ও সকলের পরিজ্ঞাত হয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য এই পূজা-মন্দির যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। ইহা আমাদের নিজস্ব। ইহার সম্পদে আমরা সম্পন্ন। ইহার জীবন ও উন্নতি আমাদের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের উদাসীনতায় ইহার সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের ত্যাগ, চেষ্টা ও সাধনায় ইহার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। পরিষদের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য দান ও যথাসাধ্য কার্য্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। আশা করি, এ বিষয়ে আমাদের চিত্তে কখনও অবসাদ আসিবে না ও এ কর্ত্তব্য পালনে আমরা শৈথিল্য করিব না। বঙ্গ-দেশবাসীর নিজ ভাষা ও বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র এই পরিষৎ যাহাতে সমগ্র জগতে জ্ঞান-বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই আমাদের আশা। দেশের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণ এই আশা শীঘ্র ফলবতী করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
কলিকাতা.
১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪০

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক-পত্রাদি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী*, ৩। বঙ্গবাণী, ৪। Advance*, ৫। Amrita Bazar Patrika, ৬। Liberty*, ৭। Star of India, ৮। Statesman*।

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। আমোদ, ৩। এডুকেশন গেজেট, ৪। খুলনাবাসী, ৫। গৌড়ীয়, ৬। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৭। ছোট গল্প, ৮। ঢাকা-প্রকাশ, ৯। দীপালি, ১০। ত্রিপুরা, ১১। নবশক্তি, ১২। পল্লীবার্ত্তা, ১৩। পল্লীবাসী, ১৪। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৫। বঙ্গরত্ন, ১৬। বঙ্গবাসী, ১৭। বসুমতী, ১৮। বাতায়ন, ১৯। বীরভূম-বার্ত্তা, ২০। ভগ্নদূত, ২১। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২২। মোহাম্মদী, ২৩। সময়, ২৪। সমাচার, ২৫। সঞ্জীবনী, ২৬। স্বরাজ, ২৭। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২৮। হিতবাদী, ২৯। হিন্দু, ৩০। Calcutta Gazette, ৩১। Calcutta Municipal Gazette*, ৩২। Indian Messenger, ৩৩। Mussalman, ৩৪। Navavidhan.

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত-শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য-দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। উপাসনা, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ-পত্রিকা, ১০। কায়স্থ-সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গন্ধবণিক মাসিকপত্র, ১৩। গল্পলহরী, ১৪। গৌড়প্রভা, ১৫। চিকিৎসা-প্রকাশ, ১৬। জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি, ১৮। জীবন বীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২। শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। নিবেদিতা, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭। প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী,

৩০। বণিক, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। বিশ্বজনীন, ৩৩। ব্রহ্মবাদী, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধুরী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য-সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা, ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদ্গোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। American Anthropologist, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial India, ৬১। India and the World, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review*, ৬৫। Industry, ৬৬। Insurance and Finance Review, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review*, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara.

দ্বৈমাসিক

১। Indian Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্।

ত্রৈমাসিক

১। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। প্রতিভা, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। Vishva-Bharati Quarterly.

(খ) এই সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিষৎ-পত্রিকা দেওয়া হয়।

১। Alle Fonte della feila Religione, Rome, ২। Asiatic Society of Bengal, ৩। Institut für Volkerkunde der Universität Wien, ৪। Kern Institute, Leyden, হল্যাণ্ড, ৫। School of Oriental Studies, University of London, ৬। Smithsonian Institution, U. S. A., ৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ৯। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ (National

Council of Education), যাদবপুর, ১০। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ, ১১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, বাঙ্গালোর, ১২। Imperial Library, কলিকাতা, ১৩। Library of the Director General of Archaeology, New Delhi, ১৪। ইউনাইটেড রিডিং রুম্ ও লাইব্রেরী, ১৫। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান ক্লাব ও লাইব্রেরী, ১৬। গৌতমী লাইব্রেরী, রাজমাহেন্দ্রী, ১৭। চৈতন্য লাইব্রেরী, ১৮। তালতলা লাইব্রেরী, ১৯। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী, ২০। বাগবাজার লাইব্রেরী, ২১। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, মেদিনীপুর, ২২। মাজু পাব্লিক লাইব্রেরী, ২৩। রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-পাঠাগার, কান্দী, ২৪। লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরী, ২৫। সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি ও লাইব্রেরী, ২৬। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, কাশী, ২৮। রামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয় (গদাধর আশ্রম), ২৯। রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়, ৩০। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটী ও লাইব্রেরী, রেঙ্গুন, ৩১। রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম, ৩২। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ (বিবেকানন্দ মিশন), ৩৩। বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৩৪। বিবেকানন্দ মিশন, কলিকাতা।

(গ) শাখা-সমিতির-সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী ; ৺নিখিলনাথ রায় ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু ; শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

৺নিখিলনাথ রায় (সভাপতি), পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ; শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ৺অভয়কুমার গুহ ; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ; ৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ; শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র ; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত [redacted]র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৯) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-রক্ষণ সমিতি

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১০) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

(১১) রমেশ-ভবন দ্বিতল-নির্ম্মাণ সমিতি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (সহঃ সম্পাদক); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (সহঃ সম্পাদক)।

(১২) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ৺হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; স্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা;

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার (আহ্বানকারী)।

(১৩) প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) রবীন্দ্র গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৫) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৭) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষৎ

রঙ্গপুর-শাখা—১৩৩৯

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ২, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, ছাত্র ২৫, এবং সাধারণ ৮৫, মোট ১২৪।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাংবৎসরিক ১, সাধারণ ১, বিশেষ ২।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতি গঠনের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন কামরূপ ও অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ হয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয় শাখার পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলি আলোচনা করিয়া ২৩ খানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং অপূর্ব্ব প্রকাশিত অসমীয়া গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুথিগুলির মধ্যে একখানি শাচিপত্রে লিখিত এবং উহাতে সাহ্ সুজা ও ঔরঙ্গজেবের কথা এবং স্বর্গনারায়ণের জন্মচরিত গ্রন্থে আহোমরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আসামের বৈষ্ণব কবি শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের বহু গ্রন্থ এই শাখায় রহিয়াছে।

শাখার ২৬শ ও ২৭শ সাংবৎসরিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইলে পর স্থানীয় জজসাহেব "মিশরের পিরামিড্" এবং রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক বাহাদুর "সাহিত্যে সুচিতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। "বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শাখার সভাপতি মহাশয়ের স্বর্ণপদক এবং সঙ্গীতের জন্য শ্রীমতী উমা গুপ্তা মহাশয়াকে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য শ্রীমতী শোভনা সেন, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং শাখার সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুত কয়েকটি পদক ঘোষণা করা হয়।

মান্দ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শাখার চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

শাখার ১৭শ ভাগ পত্রিকা ১-৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর শাখার পক্ষে শাখার সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে এক প্রশস্তি দান করেন।

শাখা-পরিষদের সংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সংস্কার সাধনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জে, জি, ড্রামণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে ২৫০৲ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আরও ২৫০৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাখার কার্য্য পরিচালনের জন্য স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ৫০০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্বৃত্ত ১৭২৩৸/৯, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৩০৮/০, মোট ২০৩২৻৯ মধ্যে ব্যয় ৪৪৮৸/৯ বাদে ১৫৮৩।/০ উদ্বৃত্ত আছে।

মেদিনীপুর-শাখা

বিংশ বর্ষ—১৩৩৮।৩৯ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সম্পাদক— ,, নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১০৮; অধিবেশন-সংখ্যা ৩৫; গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১৭১১; এতদ্ব্যতীত শাখার মুখপত্র 'মাধবী' পত্রিকার বিনিময়ে ৩০ খানি সাময়িক পত্র পাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা এবং তাহাদের লেখকগণ—

১। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

২। দ্রাবিড় সভ্যতা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

৩। মেদিনীপুরের এথ্‌নলজিকাল সারভে—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়।

৪। মেদিনীপুরে প্রচলিত লোক-নৃত্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৫। ভ্রান্তি—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

৬। মেদিনীপুরে বৌদ্ধস্মৃতি (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৭। জীবন-সঙ্গিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

৮। মন-মর্ম্মর—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

৯। বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে চৈত্র মাসে শাখার বার্ষিক অধিবেশন এবং সাহিত্য-সম্মিলন হয় এবং তৎসংক্রান্ত চারুশিল্প-প্রদর্শনী হয়। বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-প্রদর্শনী ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, এস্‌রাজবাদন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-বিভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই বার্ষিক উৎসবের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিপদে 'বোধনার' প্রতিষ্ঠাতা ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল দেও সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে মূল পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আয় ২৪৮৮/০, ব্যয় ২০৩৲১২॥০, উদ্বৃত্ত ৪৫/৭॥০।

গৌহাটী-শাখা

২৪শ বর্ষ—১৩৩৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— ,, সত্যভূষণ সেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। শিবসাগর (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন।

২। আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটি গীত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী।

৩। আমেরিকার সংবাদ-পত্র—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্তা' (সমালোচনা)—শ্রীযুক্তা কমলা সেন।

এতদ্ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দুর্গাদাস লাহিড়ী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব দুর্গাধর বরকাটকী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, নিখিলনাথ রায়, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, ব্রজেন্দ্রনাথ দে এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

১৩৩৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ—

১। বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা (প্রবন্ধ)—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২। 'ভক্তকবি সুরদাস' বিষয়ে বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল।

৩। মহানিষ্ক্রমণ (অশ্বঘোষকৃত 'অতিনিষ্ক্রমণ' অবলম্বনে লিখিত)—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে সতীশচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি এবং প্রদাতৃগণ।

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)

১। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

২। চৌবিশী (চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্করের চিত্র)—শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার।

৩। প্রাচীন বঙ্গের চিত্রাঙ্কনের ধারায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্র—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালের চিত্র—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম।

৫। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। শান্তি-সংবর্দ্ধনার ফটো—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

(খ) মূর্ত্তি

১। পিত্তল-নির্ম্মিত মহামায়ূরী মূর্ত্তি (কাষ্ঠাসন সমেত)—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। বুদ্ধমূর্ত্তি (ধাতব), এবং ৩। লক্ষ্মীমূর্ত্তি (পিত্তল) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) মুদ্রা

১। দুইটি মুদ্রা (ওমযয় খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা—দিরহম্)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়ম, আমেরিকা ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ২০টি আধুনিক মুদ্রা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী।

(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

১। কাঙ্গাল হরিনাথের স্বহস্তলিখিত গানের বই—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

২। জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের পত্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাঙ্গালা ও ইংরেজি রচনা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

(ঙ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য

১। স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার দোয়াত-দানী—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল।

২। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চশমা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

৩। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের চোগা, চাপকান, লিখিত পত্রাদির নকল, এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্তের খড়ম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের ব্যবহৃত পায়জামা ও চাপকান—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(চ) বিবিধ

১। প্রস্তর খণ্ড (মধ্য-ভারতের চারখেরী ষ্টেট-এর হীরকখনি হইতে প্রাপ্ত। ইহার নিম্নেই হীরক ছিল)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র।

২। ভোটিব স্তূপ—শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ।

৩। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত জলপাত্র—শ্রীযুক্তা বিমলাবালা চন্দ্র।

৪। স্বর্গীয় ডাঃ যামিনী সেন মহাশয়কে প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র—শ্রীযুক্তা কামিনী রায়।

৫। দ্বারকার নিকটস্থ সমুদ্রের ফেণ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত।

৬। হুগলি জেলার অন্তর্গত খামারগাছীর নিকট দাদপুর গ্রামে এক কূপ খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃন্ময় দ্রব্যাদি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণকালে তাঁহার ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র, একটি রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত, (১৯১৭।২৬এ ফেব্রুয়ারী)।

২। বাগেরহাট মহকুমার শিক্ষকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রূপায় বাঁধা বাঁশের কাস্কেট সমেত (১৯১৭।২১এ এপ্রিল)।

৩। সিদ্ধিপাশা হেমন্তকুমারী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রৌপ্যনির্ম্মিত আধার সমেত এক কর্ণিক (৩১এ জানুয়ারী, ১৯২৬)।

৪। নাগপুরের অধিবাসিগণের প্রদত্ত মানপত্র - একটি রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৭এ মার্চ্চ)।

৫। করাচী মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত উৎকীর্ণ লিপি সমেত ট্রে একটি (১৯৩২।২২এ অক্টোবর)।

৬। আচার্য্য রায়ের প্রথম সিন্ধুদেশ গমন উপলক্ষে করাচীর পার্শী রাজকীয় মণ্ডল কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্র—কাষ্ঠ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৮এ অক্টোবর)।

৭। প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা করপোরেশন-এর প্রদত্ত একটি রৌপ্যনির্ম্মিত চরকা—চরকার পাটায় মানপত্র খোদিত।

৮। প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতির মানপত্র।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানপত্র।

১০। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের মানপত্র (তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ)।

১১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত মানপত্র—(তাম্রফলকে দুই পংক্তি উৎকীর্ণ কবিতা)।

১২। করাচীর Buy Indian Bazar-এর প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্‌স সমেত।

১৩। নিখিলবঙ্গ গবর্মেণ্ট কলেজের টীচার্স এসোসিয়েশন-এর প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের বাক্‌স সমেত।

১৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের আধার সমেত।

১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কাউন্সিল অব পোষ্ট-গ্রাজুয়েট টীচিং-এর মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত আধার সমেত।

১৬। পাঞ্জাব প্রদেশের রাসায়নিকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৭। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

১৯। বিদ্যাসাগর কলেজ ইউনিয়ন কমার্শিয়াল বিভাগ হইতে প্রদত্ত মানপত্র।

২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২১। নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মিলনীর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ছাত্রাবাসের পরিচালক ও ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২৩। নারায়ণগঞ্জ (মেদিনীপুর) হইতে প্রেরিত মানপত্র।

২৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তামার থালা।

২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্‌স সমেত।

২৬। ছাত্রছাত্রী পরিষদের মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

২৭। একটি রৌপ্যনির্ম্মিত নিশান।

২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত এক শ্বেত-প্রস্তরের পাত্র ও এক শঙ্খ।

২৯। একটি গালার ট্রে।

৩০। একটি লক্ষ্ণৌএর চিত্রিত ট্রে।

৩১। রৌপ্যনির্ম্মিত তালা ও চাবি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের

আয়-ব্যয় বিবরণ

(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৪৭৮৯৷৹	...	...	৪৭৮৯৷৹
২	প্রবেশিকা	৮০৲	...	...	৮০৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৩৩৷/৩	...	১৫৫৸/৩	৪৮৯৷৵৬
৪	পত্রিকা বিক্রয়	২৮২৶৹	...	...	২৮২৶৹
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	১৮৫৲	...	...	১৪৫৲
৬	সুদ	৷৹	২৩১৸৹	১১১৫৸৹	১৩৪৮৲
৭	স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	২৩১৸৹	...	...	২৩১৸৹
৮	গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
৯	করপোরেশনের দান	৬৫০৲	...	...	৬৫০৲
১০	এককালীন দান	৬৮১৲*	...	৫/০	৬৮৬৴৹
১১	স্মৃতিরক্ষার আয়	৫৩৲	...	১০০৲	১৫৩৲
১২	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৬৷/০	...	...	১৬৷/০
১৩	বিবিধ আয়	২৪৷/০	...	...	২৪৷/০
১৪	সংবর্দ্ধনার আয়	১২০৲	...	...	১২০৲
১৫	প্রতিষ্ঠা-উৎসবের চাঁদা	৮৬৲	...	...	৮৬৲
১৬	হাওলাত আদায়	৩৭৭৸৶৯	...	...	৩৭৭৸৶৯
১৭	আমানত জমা	১০৭৲	...	...	১০৭৲
১৮	হাওলাত জমা	৩৫০৲	...	২০১৷/৩	৫৫১৷/৩
		৯৪০৮৶০	২৩১৸০	১৫৭৭৸৴৬	১১২১৭৸/৬

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৭৮৯৷৷৯	...	৪৯৭৷৵০	৩২৮৬৸৶৯
২	পত্রিকা মুদ্রণ	১৬৩৭৸৴৯	...	...	১৬৩৭৸৴৯
৩	পুস্তকালয়	১৯১৫৴৩	...	...	১৯১৫৴৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা	১৭৭৫৶৯	...	...	১৭৭৫৶৯
৫	বিবিধ মুদ্রণ	৮০৶৩	...	...	৮০৶৩
৬	ডাকমাশুল	৫৪৫৷৷৵৩	...	...	৫৪৫৷৷৵৩
৭	মন্দির মেরামত	১০৮৶০		...	১০৮৶০
৮	আলো ও পাখা	২৫০৷৷৴০	...	...	২৫০৷৷৴০
৯	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাক	১৬৷৷৬		...	১৬৷৷৬
১০	দপ্তর সরঞ্জামী	৭৫৷৷৵৬	...		৭৫৷৷৵৬
১১	আসবাব	৶৬	...	...	৶৬
১২	" মেরামত	১৬৸৴৯	...		১৬৸৴৯
১৩	গাড়ীভাড়া	৬০৸৵৬	..		৬০৸৵৬
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	৫২৷৵৬	..	১৮৷৷০	৭০৸৵৬
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১৭৷৯	.	. .	১৭৷৯
১৬	বেতন (সাধারণ)	২২৬৯৷৶৬	...	...	২২৬৯৷৶৬
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৩২৲৬		...	৩৩২৲৬
১৮	" " গাড়ীভাড়া	৪৯৶৯	...	...	৪৯৶৯
১৯	বিবিধ ব্যয়	৯২৸৶৬	...	...	৯২৸৶৬
২০	সংবর্দ্ধনা ...	১৬৪৸৴৯	...	...	১৬৪৸৴৯
২১	প্রতিষ্ঠা-উৎসব .	১৪৫৴৬	...	...	১৪৫৴৬
২২	সাহায্য .	৭৫৲	...	...	৭৫৲
২৩	আমানত শোধ ...	৫৯৲	...	...	৫৯৲
২৪	হাওলাত দাদন ..	২৭১৷৴৩	...	৩৫০৲*	৬২১৷৴৩
২৫	হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি .	২০৪৲	...	...	২০৪৲
২৬	হাওলাত শোধ .	১০০৸৵৬	...	২৬২৸৵৯	৩৬৩৸৴৩
২৭	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার ..	...	...	৩৬৫৶০	৩৬৫৶০
২৮	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৩১৸০	...	২৩১৸০
		১৩১০৬৴৩	২৩১৸০	১৪৯৩৸৵৯	১৪৮৩১৸০

* এই টাকা রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে হাওলাত দেওয়া হইয়াছে।

কৈফিয়ৎ—১৩৩৯

	বিবরণ	গত বর্ষের আয়	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: কোম্পানী কাগজ মজুদ	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে এবং কার্য্যালয়ে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়: সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ তহবিল	৪০১৫।/৮	৯৪০৮৲	১ ৪২৩।৶৮	১৩১০৬/৩	৩১৭।৵৫	..	৩১৭।৵৫(ক)	...
২	স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸০	৯৬৩৫ ৵৯	৫৬৩৫৲	।৵৯(খ)	৪০০০৲
৩	গচ্ছিত তহবিল	৩১০৬৬৸৵৩	১৫৭৭৸৶৬	৩২৬৪৪৸/৯	১৪৯৩৮৵৯	৩১১৫০৸৶	২৯৩৬৫	১৭৮৫৸৶০(গ)	...
		৪৪৭১৭৷৵৮	১১২১৭৸/৬	৫৫৯৩১৷২	১৪৮৩১৸০	৪১১০৩৸২	৩৫ .০	২১০৩৸২	৪০০০

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।
৩০।৩।৪০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
২।৬।৪০

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি
উনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন
১৪।৪।৪০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

(ক) হস্তে নগদ।

(খ) হস্তে নগদ।

(গ) ব্যাঙ্কে—৭৪৩৶৯, ডাকঘরে ৩৶১০, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট ১০০৲ এবং হস্তে ৯৩৮৸৶৫।

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১০৮৲	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদিমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, সিদ্ধান্ত-শতক ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়—	
২। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১২৬২॥৩	১। নকল	৫০৲
৩। সুদ	৪৫৫৲	২। সম্পাদন	৫০৲
৪। গ্রন্থ বিক্রয়	৪৮৯।৶৬	৩। কাগজ	৪৭৬।০
		৪। মুদ্রণ	২০৩০৸৶৬
		৫। ছবি	৪১/৯
		৬। বাঁধাই	২৫৲
		৭। বেতন, ডাকমাশুল ও গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	৬১৩॥৶৬
	৩২৮৬৸৶৯		৩২৮৬৸৶৯

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১০৩৸৶৬	১। অনাদিমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ধর্ম্মপুরাণ মুদ্রণের ব্যয়	২৯৪।৴
২। কোম্পানী-কাগজের সুদ	৪৫৫৲	২। ডাকমাশুল ও বেতনাদি	২০৩৲
৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত ২০১।/৩		৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত মধ্যে শোধ	২৬২৸৶৯
	৭৬০।৯		৭৬০।৯

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের	৬১৩৸৶৬
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা	৩৫০৲
	৯৬৩৸৶৯
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত শোধ	১০০৸৶৬
	৮৬৩৲

জায়—		জায়—	
			জের—৪৫০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲
,, নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	৩৫০৲
	৪৫০৲		৮৬৩৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু }
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

হায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা		
						কোং কাগজ মজুত	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে ও হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
স্থায়ী তহবিল ...	৯৬৩৫।৵৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸০	৯৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	।৵৯	৪০০০৲
া গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল ...	১৩০০০৲	৭৬০।৯	১৩৭৬০।৯	৭৬০।৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	
র সরকার তহবিল ...	১২৩৯॥৵৬	৫৩৸/০	১২৭৩।৶৬	...	১২৭৩।৶৬	১০০০৲	২৭৩।৶৬	
ক অনুসন্ধান তহবিল ...	১৫০৯॥০	৬৩৸০	১৫৭৩।০	...	১৫৭৩।০	১২৭৫৲	২৯৮।০	
ত আদিপর্ব তহবিল ...	৩৩॥৵০	৪৲	৩৭॥৵০	...	৩৭॥৵০	...	৩৭॥৵০	
সংরক্ষণ তহবিল ...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	
তিত্যক, ভাণ্ডার ...	১১১৪৭॥০	৩৮৫/০	১১৫৩২॥/০	৩৬৫৵০	১১১৬৭।৶০	১০৭০০৲	৪৬৭৶০	
স্মৃতি তহবিল ...	৩৯৩।/৩	১৭॥০	৪১০৸/৩	...	৪১০৸/৩	৩৫০৲	৬০৸/৩	
মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	৫৯৸৵৬	২০৲	৭৯৸৵৬	১৮॥০	৬১।৵৬	...	৬১।৵৬	
বন্দ্যোপাধ্যায় ” ...	৭৬০॥৩	৩৩॥৯	৭৯৪/০	...	৭৯৪/০	৬৪০৲	১৫৪/০	
ন্দর ত্রিবেদী ” ...	২৩৮৬৸/৯	১০৬।৯	২৪৯৩/৯	৩৫০৲	২১৪৩/৯	২১২৫৲	১৮/৯	
র বড়াল ” ...	৩০৮৲	১৩৸০	৩২১৸০	...	৩২১৸০	২৭৫৲	৪৬৸০	
সমাজপতি ” ...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	
চিত্তরঞ্জন দাশ ” ...	২৲	...	২৲	...	২৲	...	২৲	
ন গঙ্গোপাধ্যায় ” ...	১৲	...	১৲	...	১৲	...	১৲	
ী দেবী ...	...	১০০৲	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	
ল তহবিল ...	...	২০৲	২০৲	...	২০৲	...	২০৲	
	৪০৭০২।/০	[illegible]০৯॥৶৬	৪২৫১২৻৬	১৭২৫॥৵৯	৪০৭৮৬।/৯	৩৫০০০৲	১৭৮৬।/৯	৪০০০৲

ন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হীচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

হাওলাত দাদন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের	৭৮৮॥১০॥
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	২৭১১/৩
	১০৫৯৬/১৩॥০
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়	৩৭৭৮৶/৯
	৬৮১৮৶/৪॥০

জায়—

১। লালগোলা তহবিল	২৭৭/৪॥০
২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দরুণ চণ্ডীদাসের পদাবলী	১৬০৮৵০
৩। শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
৪। পরিষদের কর্ম্মচারী	১০৫৲
৫। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১২৲
৬। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
	৬৮১৮৶/৪॥০

আমানত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার জের	৩৫৬৲
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	১০৭৲
	৪৬৩৲
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত শোধ	৫৯৲
	৪০৪৲

জায়—

১। জমাদার এবং চাঁদা আদায়কারিগণের জমা	২০০৲
২। প্রবর্ষ্টাইন এণ্ড কোং	৫০৲
৩। মাইকেল মধুসূদনের পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী বাবদ	১৫৲
৪। ছাত্রসভ্যগণের জমা	২১৲
৫। চণ্ডীদাসের পদাবলীর অগ্রিম মূল্য	১২৲
৬। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
৭। পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য জমা	১০০৲
৮। পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৩৲
	৪০৪৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার সাহায্য।

জের—[illegible]

রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	২৲	আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	ডাক্তার ,, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲	,, ,, বামনদাস মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৲	,, অমলচন্দ্র হোম	১৲
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৲	,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲	,, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
,, রায় অনাথনাথ বসু	১৲	,, প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৲
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	১৲	,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	১১৲		২০৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।

জের—৬৮৲

স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲	বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০৲	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু	২৲
র ,, হরিশঙ্কর পাল	৫৲	,, ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৫৲	,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲	,, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র	৫৲	৺নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৲	শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন	২৲
,, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
,, কুমার দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	৫৲	,, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
,, চন্দ্রকুমার সরকার	৫৲	,, হেমচন্দ্র নস্কর	১৲
,, ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲	,, করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, হমেন্দ্রনাথ বল্লভ	২৲	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	৬৬৲		৮৬৲

প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে দান।

	জের—	৯৭৲
স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫৲	
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲	
,, হরিদাস বসু	৫৲	
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪৲	
স্যর ,, হরিশঙ্কর পাল	৪৲	
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲	
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৪৲	
,, গোকুলচন্দ্র লাহা	৪৲	
,, শ্যামাদাস বাচস্পতি	৪৲	
,, রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর	৪৲	
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৲	
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲	
বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র	৩৲	
শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৩৲	
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৲	
,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	২৲	
,, কুমারকৃষ্ণ কুমার	২৲	
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	২৲	
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲	
রায় ,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	২৲	
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲	
,, দেবীধর ঘোষ	১৲	
,, অমল হোম	১৲	
,, ডক্‌টর নলিনাক্ষ দত্ত	১৲	
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲	
,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲	
,, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	
	৯৭৲	

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, বিনয়কুমার সরকার	১৲
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲
,, প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১৲
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ডক্‌টর সত্যচরণ লাহা	১৲
,, দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
,, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, মন্মথমোহন বসু	১৲
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, সতীশচন্দ্র বসু	১৲
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ডক্‌টর সুকুমাররঞ্জন দাশ	১৲
	১২০৲

বিবিধ দান

১। সাধারণ তহবিলে দান

আচার্য্যদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার—১০৲
হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতি ৭৪৮/৬

২। গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু—২০৲

৩। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৪৫৲
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৵০

৪। পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত ২০৲

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-স্মৃতির জন্য দান*

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৲

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ১০০৲
" এচ, ডি, বসু ২৫৲
" কিরণচন্দ্র দত্ত ৫৲

৭। রমেশচন্দ্র মিত্রের চিত্রের জন্য দান

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী বাহাদুর ২৲

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তি সংক্রান্ত উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুত জন্য দান

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ১৬৲

৯। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণার্থ দান

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা ৩০০৲
আচার্য্য " প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১০০৲
" অমলচন্দ্র হোম ১৫৲

১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ২৲
" নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৮৶০
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০

*পরে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন ১ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৫০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	২৭৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	১৫০৲
৬।	স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ	১৪৫৬৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য	১৭৩০৲
৮।	এককালীন দান	৭৫০৲
৯।	চিত্রশালার জন্য করপোরেশনের দান	৩০০০৲
১০।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৫০৲
১২।	হাওলাত আদায়	২৫০৲
১৩।	সংবর্দ্ধনার আয়	৫০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
		১৩৭৬১৲
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৩১৭৲
		১৪০৭৮৲

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	পত্রিকা	১০০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৯৫০৲
৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৭৫৲
৫।	ডাকমাশুল	৫০০৲
৬।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	৩০০০৲
৭।	আলো ও পাখা	৩০০৲
৮।	ঘর ভাড়া	২৪৲
৯।	মন্দির মেরামত	১০০৲
১০।	দপ্তর সরঞ্জামী	৫০৲
১১।	আসবাব	২৫৲
১২।	গাড়ী ভাড়া	৬০৲
১৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫।	বেতন	২১৫০৲
১৬।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৫০৲
১৭।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩৬৫৲
১৮।	বিবিধ	১০০৲
১৯।	পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫০৲
২০।	গচ্ছিত তহবিলের দেনা শোধ	৩৫০৲
২১।	স্মৃতিরক্ষা	১০০৲
		১৩৯৩৯৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।
১৪-৪-৪০।

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ =

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

যোগী-সম্পাদক
নাং বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্দ্র চৌধুরী
হাম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলীর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে আপনি এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আপনি এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন। আপনার সাহায্যের উপরেই এই বিরাট কার্য্যের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি, গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ; প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি, ২০শে পৌষ, ১৩৪০।

বশংবদ
শ্রীরাজশেখর বসু
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

[বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দ, ও ইংরেজী]





বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

১৩৪০

পরিচয়

রাজা রামমোহন রায় ভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলী জাতির অমূল্য সম্পদ। রাজার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হইবেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়। তাঁহার উপদেশে, সাহিত্য-পরিষদের তিন জন সদস্য, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইবে। সম্পাদনকার্য্যে তাঁহারা সুপটু; সে-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। রামানন্দবাবুর পরিচালনায় ও তাঁহাদের চেষ্টায় যে রামমোহন রায়ের যাবতীয় গ্রন্থের একটি নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ফলে তাঁহার পুস্তকাদি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং তাহাদের পঠনপাঠন স্থগিত। এই অভাব মোচনের অভিপ্রায়েই, বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে, রামমোহনের প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া, খণ্ডাকারে এই গ্রন্থসংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই আয়োজনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের, বিশেষভাবে পরিষদের সদস্যগণের, সাহায্য ও সহানুভূতির উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমি আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটি সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে ইহা বিরাজ করুক। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অনুষ্ঠান-পত্র

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিষ্টল নগরে, রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের পর এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আজ দেশে বিদেশে তাঁহার পরলোকগমনের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। এই শত বৎসরে রামমোহন ভারতের বর্ত্তমান যুগের অবিসম্বাদী নেতারূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। ধর্ম্ম ও দর্শন তত্ত্বের প্রচারে, সমাজনীতির বিচারে, রাজনীতির চর্চ্চায়--সকল দিকেই তিনি তাঁহার বহুমুখী ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং এ সমুদয় বিষয়েই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত রচনা শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিশেষ সম্পদ। অথচ পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ইদানীং অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার কোন কোন পুস্তক লুপ্তপ্রায়. এমন কি তাঁহার কয়েকটি রচনা এখনও প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরেজী, এই কয়টি ভাষাতেই রামমোহন তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার দোষে ও সাধারণতঃ বই ও কাগজপত্র যেরূপ অবহেলায় এখানে রক্ষিত হয়, তাহার ফলে সেগুলি রামমোহনের মৃত্যুর বৎসর-দশেকের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দেখিয়া, রামমোহনের রচনাবলী যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে, তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তখনই তাহার পুনর্মুদ্রণের জন্য উদ্যোগী হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য—তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়—নিজব্যয়ে তাঁহার সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামগোপাল ঘোষ-মহাশয় রামমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংগৃহীত অর্থে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার পর, দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে, ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের কতকগুলি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়।

তাহার পর বহুকাল আর রামমোহনের রচনাদি স্বতন্ত্রাকারে বা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থগুলি সর্ব্বপ্রথম একত্র সংগৃহীত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত হইল উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে। ইহাদের প্রথমটি রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া এই সংস্করণটির প্রকাশ-কার্য্য শেষ হয় আট বৎসর পরে—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে রামমোহনের যতগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সে-সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তাহার সবগুলিই আছে। ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্পাদন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণের প্রথম খণ্ড ও দুই বৎসর পরে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে শ্রীকান্ত রায় এই সংস্করণটি তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রণ করেন, এবং ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে—ইংরেজী এক খণ্ড এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এক খণ্ড—প্রকাশিত হয়। এইটিও রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের সংস্করণ দুইটির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থাবলী দুইটিও এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

তাহার পর আবার ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামমোহনের দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যোগ হয়, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত উহার দুইটি ক্ষুদ্রাকার খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ডই পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণমাত্র। রামমোহনের উপরোক্ত সংস্করণ কয়টি বা তাহাদের পুনর্মুদ্রণগুলির কোনটিই কিন্তু সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নহে। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ ব্যতীত এগুলিতে অন্যান্য নানা ত্রুটি আছে। কোন কোন স্থলে কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ বর্জ্জিত হইয়াছে, আবার কোন কোনটিতে রামমোহনের রচনার বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহনের কয়েকটি রচনা এ-পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীভুক্ত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক রামমোহনের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, ইংরেজী, উর্দ্দু প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থের যে-সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় রচনা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা থাকিবে। এই সংস্করণের পাঠ সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ হইতে

অনুষ্ঠান-পত্র

গৃহীত হইবে এবং রামমোহনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠান্তর দেওয়া হইবে। রামমোহনের গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা এই প্রথম। পরিষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিশদ ঐতিহাসিক ভূমিকা, সূচী, নির্ঘণ্ট, টীকা প্রভৃতি থাকিবে। তদুপরি, রামমোহনের বিচারবিতর্ক-সম্পর্কিত পুস্তকগুলির পরিশিষ্টরূপে তাঁহার প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরও মুদ্রিত হইবে। এই বিষয়ে এ-চেষ্টাও এই প্রথম। বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থাবলীতে রামমোহনের রচনার কোন তত্ত্বব্যাখ্যা বা সমালোচনা থাকিবে না, কেন-না সে-কাজ বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদকগণের উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

বর্ত্তমান সংস্করণের মুদ্রণপারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব যাহাতে যথোপযোগী হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। তাহা ছাড়া এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণগুলির আখ্যাপত্রের * ও এক একখানি পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপি এবং অন্যান্য চিত্র ইত্যাদি থাকিবে। এই বিজ্ঞপ্তির সহিত যে প্রতিলিপি দেওয়া হইল তাহা হইতেই পুস্তকের আকার, কাগজ ও ছাপা কিরূপ হইবে তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারা যাইবে।

এই সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ পুস্তক থাকিবে। রামমোহনের পুস্তকাবলী বহু স্থানে, এমন কি ইংলণ্ড ও অন্য নানা দেশে, ছড়াইয়া থাকায় সেগুলিকে সংগ্রহ করা প্রচুর সময়, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণ সমাপ্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। আশা করা যাইতেছে, তিন বৎসরে এই কার্য্য সমাধা করা যাইবে। কিন্তু অবস্থানুকূল্যে আরও অল্প সময়ের মধ্যেও উহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ইতি, কলিকাতা, ২রা পৌষ, ১৩৪০।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী
অমল হোম
সহযোগী সম্পাদক

[* পরপৃষ্ঠায় ১৮৩৭ শকাব্দে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষায় "বেদান্ত-গ্রন্থ" পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।]

THE

BENGALEE TRANSLATION

OF THE

VEDANT,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

VEDS;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being,

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP.

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSLATOR.

CALCUTTA:

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1815.

নমুনা-পৃষ্ঠা

বেদান্ত-গ্রন্থ

ভূমিকা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে জে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে জে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকেনা জেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য ২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারেনা। ইহার কারণ এই জে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন জে শব্দ সকল প্রায়স ধাতু হইতে বিশেষ ২ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয়। অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন জে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্ম তত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥

জন্মাদ্যস্য য়তঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতিনাশ জাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। জে হেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন জে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ জাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। জেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥ ২ ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া জাইতেছে জেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥

[বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী যে আকারে, টাইপে ও কাগজে ছাপা হইবে, তাহার একটি পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া হইল]



১৮৩৩-১৯৩৩

রামমোহন রায়ের
== গ্রন্থাবলী ==

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ

[গ্রাহক আবেদন-পত্র]

ডাক
টিকিট

মাননীয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়

সমীপে—

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

তারিখ....................১৯ ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আমি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নচিহ্নিত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিলে আনন্দিত হইব—

ইহার মধ্যে আপনি যে-শ্রেণীর গ্রাহক হইবেন শুধু সেইটি রাখিয়া অন্যগুলি সব কাটিয়া দিবেন।

১। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক—৩০৲ টাকা

২। অগ্রিম গ্রাহক—

ক...২২৲ টাকা | খ...১৫৲ টাকা | গ...১২৲ টাকা

৩। বার্ষিক গ্রাহক—

ক...৯৲ টাকা | খ...৬৲ টাকা | গ...৫৲ টাকা

[অনুষ্ঠান-পত্রের ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

আমি..........গ্রাহক চাঁদা বাবদ..........টাকা পাঠাইলাম।

নাম..

ঠিকানা..

....

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশকার্য্যে অনুমান তিন বৎসর লাগিবে। এই তিন বৎসর, পর পর, এক ভাগ (part) বাঙ্গালা ও এক ভাগ ইংরেজী, এই দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এইরূপ কয়েকটি ভাগ একত্রিত হইয়া একটি খণ্ডে (volume) দাঁড়াইবে। কোন খণ্ডই অন্যূন ৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। গ্রন্থাবলী শেষ হইতে অন্ততঃ এইরূপ ছয় খণ্ডের কম লাগিবে না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক ভাগের পৃথক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, তবে যাঁহারা সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাইবেন।

১। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক [FOUNDER-SUBSCRIBERS]

যাঁহারা এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশানুকূল্যে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিবেন তাঁহারা "প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক" নামে অভিহিত হইবেন। এককালে **অগ্রিম ৩০৲ টাকা** দিলেই প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রাহক দুই শত জনের অধিকসংখ্যক করা হইবে না। ইঁহাদের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং প্রত্যেক গ্রন্থাবলীর সঙ্গে দাতার নামাঙ্কিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকগণের নাম গ্রন্থশেষে একটি তালিকাতেও বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে।

২। অগ্রিম গ্রাহক [PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS]

(ক) সমগ্র গ্রন্থাবলীর জন্য এককালে **অগ্রিম ২২৲** দিতে হইবে।

(খ) যাঁহারা **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে **অগ্রিম ১৫৲ টাকা** দিতে হইবে।

(গ) যাঁহারা **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে **অগ্রিম ১২৲ টাকা** দিতে হইবে।

৩। বার্ষিক গ্রাহক [ANNUAL SUBSCRIBERS]

(ক) **সমগ্র গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৯৲ টাকা**।

(খ) **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৬৲ টাকা**।

(গ) **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৫৲ টাকা**।

প্রতি বর্ষে ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অন্যূন ৬০০ পৃষ্ঠা ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর ৪০০ পৃষ্ঠা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হইবা মাত্র গ্রাহকগণের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত হইবে; ডাকমাশুল যাহা লাগিবে তাহা ভিঃ পিঃ পিঃ করিয়া আদায় করা হইবে। তবে কলিকাতায় অথবা শহরতলীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

টাকাকড়ি, চেক্, ইত্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে, সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

—০:*:০—

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা

গ্রন্থ	শকাব্দ
১। বেদান্তগ্রন্থ	১৭৩৭
২। বেদান্তসার	১৭৩৮
৩। তলবকার উপনিষৎ [কেনোপনিষৎ]	„
৪। ঈশোপনিষৎ	„
৫। কঠোপনিষৎ	১৭৩৯
৬। মুণ্ডকোপনিষৎ	„
৭। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	
৮। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	„
৯। সহমরণবিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (প্রথম)	১৭৪০
১০। গায়ত্রীর অর্থ	„
১১। গোস্বামীর সহিত বিচার	„
১২। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (দ্বিতীয়)	১৭৪১
১৩। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৭৪২
১৪। কবিতাকারের সহিত বিচার	
১৫। ব্রাহ্মণসেবধি—১, ২, ৩ অথবা ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সংবাদ	১৭৪৩
১৬। পাদ্রি ও শিষ্য সংবাদ	১৭৪৩
১৭। চারি প্রশ্নের উত্তর	১৭৪৪
১৮। পথ্যপ্রদান	১৭৪৫
১৯। প্রার্থনাপত্র	„
২০। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	১৭৪৮
২১। কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার	„
২২। বজ্রসূচী	১৭৪৯
২৩। গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং	„
২৪। ব্রহ্মসঙ্গীত	১৭৫০
২৫। ব্রহ্মোপাসনা	„
২৬। সহমরণ বিষয় (তৃতীয় পুস্তক)	১৭৫১
২৭। অনুষ্ঠান	„
২৮। গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৭৫৫
২৯। কুলার্ণব তন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম উল্লাস	
৩০। ক্ষুদ্র পত্রী	
৩১। আত্মানাত্মবিবেক	

উপরিলিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত রামমোহনের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন কয়েকখানি পুস্তকও এই সংস্করণে মুদ্রিত হইবে।

A LIST OF

RAMMOHUN ROY'S WORKS IN ENGLISH

*INCLUDED IN EXISTING EDITIONS**

1816—1. An Abridgment of the Vedant, etc. 2. Translation of the Cena Upanishud, etc. 3. Translation of the Ishopanishud, etc.
1817—4. A Defence of Hindoo Theism, etc. 5. A Second Defence, etc.
1818—6. A Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive, etc.
1819—7. Translation of the Moonduk Opunishud, etc. 8. Translation of the Kuth-Opunishud, etc.
1820—9. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, etc. 10. A Second Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive. 11. The Precepts of Jesus, etc. 12. An Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.
1821—13. The Brahmunical Magazine, etc., I, II and III. 14. Second Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.
1822—15. Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, etc.
1823—16. The Brahmunical Magazine, etc., No. 4. 17. Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God. 18. A Vindication against the Schismatic Attacks of R. Tytler, etc. 19. Petitions against the Press Regulations, etc. 20. A Letter on English Education, etc. 21. Final Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc. 22. A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts, etc.
1824—23. A Letter on the Prospects of Christianity in India, etc.
1825—24. On Different Modes of Worship, etc.
1827—25. A Translation of a Sanskrit Tract, including the Divine Worship, etc.
1828—26. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian place of Worship?" etc. 27. Petition to Government against Regulation III for the Resumption of *Lakheraj* Lands, etc.
1829—28. The Universal Religion, etc.
1830—29. The Trust-Deed of the Brahmo Samaj, etc. 30. Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, etc. 31. Essays on the Rights of Hindoos over Ancestral Property, etc. 32. Letters on the Hindoo Law of Inheritance, etc. 33. Address to Lord William Bentinck upon the passing of the Act for the Abolition of the Suttee, etc.
1831—34. Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, etc.
1832—35. Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems in India, etc.

The original Arabic-Persian work of Rammohun—*Tuhfat-ul-Muwahhidin*—will be included in this edition with an English translation.

***N.B.—The present edition will contain besides the above works some hitherto uncollected writings of Rammohun.**

RULES AND RATES OF SUBSCRIPTIONS, ETC.

THE publication of the entire Works is likely to be spread over 3 years, two parts—one in Bengali and the other in English—being published at regular intervals. Several such parts will go to make a volume, running approximately to five hundred pages or a little more. And it will take *not less than* six such volumes to complete the entire Works.

Only a limited number of copies of this Edition will be printed. Each part will be separately priced but the following facilities are offered to those who will subscribe to the Collected Works in their entirety.

I. FOUNDER-SUBSCRIBERS

¶ A list of FOUNDER-SUBSCRIBERS is being opened for those who may desire to associate themselves permanently with the undertaking by contributing towards the funds for the publication of the Works. *The list will be limited to two hundred subscribers only.*

¶ Any one paying in advance Rs. **30**/- (India) or **2** Guineas (United Kingdom & British Empire) or **10** Dollars (America) will be enlisted as a FOUNDER-SUBSCRIBER and,—*when the publication of the Works is completed,*—entitled to specially made binders for the volumes with an inscribed plate acknowledging his contribution.

¶ Names of FOUNDER-SUBSCRIBERS will appear in a special list forming part of the Edition.

II. PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS

A. For the *ENTIRE WORKS*: Rs. **22**/-
B. For Works in English *only*: Rs. **15**/-
C. For Works in Bengali, Sanskrit and other languages *only*: Rs. **12**/-

III. ANNUAL SUBSCRIBERS

a. For the *ENTIRE WORKS*: Rs. **9**/- *annually* for 3 years.
b. For Works in English *only*: Rs. **6**/- *annually* for 3 years.
c. For Works in Bengali, Sanskrit and other languages *only*: Rs. **5**/- *annually* for 3 years.

Approximately 500 pages of the English and 400 pages of the Bengali Works may be expected to be published annually.

All subscriptions payable strictly in advance.

The rights of adjustment of these rules and rates are reserved by the publishers.

POSTAGE:—As parts are published they will be posted, the postage charges being recovered from the subscriber by V.P.P. Any one so desiring and living in or near Calcutta may arrange to have them taken from the Office of the *Bangiya Sahitya Parishad.*

PAYMENTS:—Payments may be made either cash or by certified cheques, drafts or postal orders and payable to:—

THE SECRETARY
THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD
243/1, UPPER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA.

চত্বারিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

ন্যায়দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। সাধারণ ও সদস্য-পক্ষে মূল্য যথাক্রমে—

২॥০, ১॥০ ; ২৸০, ২।০ , ২৲, ১॥৶ ; ২৲, ১॥০ ; ২॥৹, ২৲ ; সমগ্র গ্রন্থ এক সঙ্গে ৮॥০, ৬॥০।

Indian Antiquary (Oct.1938) -*** If we could get such volumes not only in other systems of philosophy but also in different branches of Sanskrit literature from the hands of similar old-type *Pandits*, much valuable tradition which is still living would be preserved.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471).···This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras

কৌলমার্গ-রহস্য—৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম.এ., বি.এল. মহাশয়-লিখিত ভূমিকা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম.এ. মহাশয়-লিখিত সঙ্কলয়িতার জীবন-বৃত্তান্ত সমেত। এই গ্রন্থমধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কৌলোপনিষৎ, রামেশ্বর-কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ পরশুরাম-কল্পসূত্রের কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবের অংশ-বিশেষের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।৵০ ও সাধারণের পক্ষে ১॥০।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ, এম-এ, বি-এল। এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য—১৲, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸০।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-বিরচিত। সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাইশ অধ্যায়ে বাইশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্ব্বে লিখিত এবং অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বৃহৎ ভূমিকা, ভাষা-টীকা এবং শব্দ-সূচী সংযোজনা করিয়াছেন। মূল্য—সাধারণের পক্ষে ১॥০ ; পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩৩৪) :—প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুমূল্য পুথিরত্ন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও কবিবল্লভের এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব বিষয়ক বহি হইলেও কাব্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার এতটুকু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, তিনি যেন এই বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর সঙ্কলিত। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেগুয়ান, ইংরেজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গানের সংখ্যা ১৩৮৯২। ইহা সঙ্গীতালোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মূল্য ১০৲ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তৎপ্রকাশার্থ এবং তাঁহার মহনীয় স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নে লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, এবং ঐ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য "হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতি" নামে এক সমিতি গঠিত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্ত্তি বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে সুপরিচিত। যথোপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা হয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্মান পোষণ করেন—এই বিশ্বাসে পরিষদের সঙ্কল্পিত এই স্মৃতি-রক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট সহযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। পরিষদের এই স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক যথোচিত সহায়তা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

বশংবদ

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সভাপতি।

—স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইবে।

(খ) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে। সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(গ) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধসকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আপাততঃ নিম্নলিখিত অর্থের প্রয়োজন—

(ক) প্রথম প্রস্তাব অনুসারে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে আনুমানিক				১৫০০৲
(খ) দ্বিতীয়	,,	,,	বৃত্তির জন্য ,,	৫০০০৲
(গ) তৃতীয়	,,	,,	গ্রন্থপ্রকাশের জন্য ,,	১০০০৲
				৭৫০০৲

শ্রীগণপতি সরকার

হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক।